অনিবার্য্য

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আর, এন, দত্ত এণ্ড সন্স
৩৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুরলীদাদাকে দিলাম

অনিবার্য্য

পৈতৃক সুনাম ছিল যথেষ্ট; এবং সে সুনাম শশাঙ্কমোহন বজায় রাখিলেন।

সুনাম যে তিনি বজায় রাখিবেন তাহার আভাস বহুদিন হইতেই পাওয়া যাইতেছিল।

গ্রামের মধ্যে জমিদারের প্রকাণ্ড বাড়ী। সে বাড়ীর অন্তঃপুরের গুপ্ত সংবাদ যদিও সহজে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবার পথ পাইত না, তবুও মাঝে মাঝে দু'একটা টুক্‌রা খবর কেমন করিয়া কোথাকার কোন্ গুপ্ত পথ দিয়া যে সেখান হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িত কে জানে।

আসিয়া কোনও লাভ অবশ্য ছিল না। কানে-কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া এ বলিত উহাকে, সে বলিত তাহাকে,—তাহার

পর ক্রমশ মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া হঠাৎ একদিন বাতাসে একদম মিলাইয়া যাইত।

বেশিদিনের কথা নয়। শশাঙ্কমোহনের বৃদ্ধ পিতা তখন মৃত্যুশয্যায়।

হঠাৎ একদিন জমিদার-বাড়ীতে হুলুস্থুল বাধিয়া গেল। কান্নাকাটি সোরগোল চীৎকারের আর অন্ত রহিল না। সকলেই ভাবিল, বুড়া জমিদার বুঝি মারা গেলেন। আনন্দে একেবারে বিমর্ষ ম্লান হইয়া গিয়া গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জমিদারের সদর ফটকে আসিয়া ভিড় জমাইতে লাগিল।

কিন্তু দেখা গেল, ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। জমিদার মরেন নাই। মরিয়াছে এক পরমা সুন্দরী কিশোরী। মেয়েটি জমিদারের কোথাকার কোন্ এক দূর-সম্পর্কীয়া বিধবা আত্মীয়ার কন্যা; এবং তাঁহারই আশ্রিতা। আগের দিন গভীর রাত্রে কখন্ যে সে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেছে, কখন্ যে সে খিড়্‌কির পুকুরে গিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে, কেহ কিছুই জানিতে পারে নাই।

ভাদ্র মাস। বর্ষার জলে পুকুর একেবারে কানায়-কানায় ভর্ত্তি। দক্ষিণ দিকের পাড়ের উপর দুইটা তাল গাছের পাকা

তালগুলা প্রায়ই পুকুরের জলে পড়িয়া সকালে ভাসিয়া ওঠে। বাগানের মালী রোজ সকালে সেই পাকা তালের সন্ধান করিতে যায়। সেদিনও গিয়াছিল।

কিন্তু এম্‌নি তাহার দুর্ভাগ্য, তাল বলিয়া যে-বস্তুটি সেদিন সে তুলিতে যায়,—দেখে, তাহা তাল নয়, আলুলায়িতকেশা সুন্দরী একটি নারীর মৃতদেহ! মালী ত' সেই এক হাঁটু-জলে দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া অস্থির! ভয়ে-ডরে মুখ দিয়া তাহার আর কথা বাহির হয় না, থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে আর বু বু করিয়া আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দেয়।

তাহার পর শশাঙ্কমোহন নিজে আসিয়া লোকজন ডাকিয়া মৃতদেহটি জল হইতে তুলিবার ব্যবস্থা করেন। বিস্তর লোকজন তখন আসিয়া জুটিয়াছে।

গোপন করিবার উপায় নাই।

থানা হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া দারোগা আসিলেন। পায়ে হাঁটিয়া কনেষ্টবল্ আসিল। কিন্তু ঘণ্টা দুই-আড়াইয়ের মধ্যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া কি যে হইয়া গেল কেহই কিছু টের পাইল না। দারোগা চলিয়া গেলেন, কনেষ্টবল্ চলিয়া গেল, গ্রামের লোক যে-যার বাড়ী গিয়া ঢুকিল। খুব খানিকটা ঘটা করিয়া অনাথা ওই অমন সুন্দরী মেয়েটিকে শ্মশানে লইয়া গিয়া আগুনে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু মজা এই যে, ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হইল না।

কিছুদিন পরেই বৃদ্ধ জমিদার মারা গেলেন। শশাঙ্কমোহন তাঁহার একমাত্র পুত্র। বিষয়-সম্পত্তির সে-ই মালিক। উইল্ করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, তবু তাঁহার মৃত্যুর পর একখানি উইল বাহির হইল। উইল তাহাকে ঠিক বলা চলে না, পুত্রের প্রতি উপদেশ বলিলেও চলে। পাছে কেহ টের পায়, এই ভয়ে সেখানি গোপনে তিনি কোন্ সময় রেজেষ্ট্রী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তাহাতে দেখা গেল, কয়েকটি অতিরিক্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার জন্য পুত্রকে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানের দশজন নারীর নাম ও ঠিকানা জানাইয়া প্রত্যেকের মাসহারা বাবদ পনেরোটি করিয়া টাকা দিয়া তাহাদের কাছ হইতে নিয়মিত রসিদ লইতে বলিয়াছেন। এবং উইলে তিনি স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, ইহা তাঁহার নিজেরই বিগত জীবনের দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত। তাহার পর শশাঙ্কমোহনকে তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। পরে লিখিয়াছেন—

'তুমি যে অন্যায় করিয়াছ, তাহার জন্য আমি আজ নিজেকেই দায়ী সাব্যস্ত করিতেছি। আমার রক্ত তোমার শরীরে রহিয়াছে কাজেই মদ্য এবং

নারী হইতে তুমি যতই কেন না দূরে থাকিতে চাও, তোমার রক্তের প্রবৃত্তি প্রতিনিয়তই তোমাকে সেইদিকে আকর্ষণ করিবে। এবং এ আকর্ষণ অস্বীকার করা অতি-মানবের পক্ষে হয়ত সম্ভব, কিন্তু আমি তোমার জন্মদাতা, তোমার পক্ষে যে সম্ভব নয়—তাহা আমি জানি। জানি বলিয়াই জোর করিয়া বাধা কোনদিন দিই নাই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, একদিন যেন তুমি উহাকে অতিক্রম করিয়া জয়ী হইতে পার। সব কথা খুলিয়া লেখা উচিত নয়। লতিকার জীবনের জন্য কে দায়ী তাহা একবার ভাবিয়া দেখিও। কুমারী লতিকার বিধবা মাতা শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবীকে তাই তোমারই ন্যায্য প্রাপ্য হইতে কাটিয়া সদরহাটির জমিদারী-মহলের দর-পত্তনী স্বত্ব লিখিয়া দিয়া গেলাম। তাহার জীবিতাবস্থায় উহাকে তুমি তাহার ইচ্ছামত মহালটি ভোগ-দখল করিতে দিও।'

যাই হোক্, লতিকার মত অবিবাহিতা সুন্দরী তরুণী যে অত রাত্রে তাল কুড়াইতে আসিয়া জলে ডুবিয়া মরে নাই, সে ধারণা গ্রামবাসীর মধ্যে অনেকেরই ছিল।

এইবার ভাবিল, এতবড় একটা ঘটনার পর শশাঙ্কমোহনের চরিত্রের পরিবর্ত্তন কিছু না কিছু হইবেই। অন্তত—হওয়া ত' উচিত।

হইলও তাই। আগে যাহা তিনি গোপনে করিতেন, এইবার তাহাই তিনি প্রকাশ্যে করিতে লাগিলেন।

পরিবর্ত্তন ছাড়া ইহাকে আর কি বলিতে পারি!

চক সুনামগঞ্জের দক্ষিণ দিকে শালের যে প্রকাণ্ড জঙ্গলটা আছে,—তাহারই খানিকটা অংশ পিরোজপুর কলিয়ারীর বড় সাহেব বন্দোবস্ত লইতে চাহিয়াছিলেন। সাহেবকে জঙ্গলটা একবার ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য শশাঙ্কমোহনকে মোটরকার লইয়া সুনামগঞ্জ যাইতে হইল।

জঙ্গল দেখিয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন। দর-দস্তুর পূর্ব্বেই ঠিক হইয়াছিল, আর-একদিন দেখা করিবেন বলিয়া সাহেব বিদায় লইলেন।

শশাঙ্কমোহন সেদিন আর সদরে ফিরিলেন না। নিজেই মোটর চালাইতেছিলেন, এই সুযোগে সুনামগঞ্জ মহালটা একবার

দেখিয়া যাইবার জন্য পিরোজপুর হইতে সুনামগঞ্জে যাইবার লাল কাঁকরের পাকা সড়কের উপর দিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিলেন।

গাড়ী জঙ্গল পার হইয়া গ্রামে ঢুকিল।

সেদিন শুভ পুণ্যাহ। আষাঢ় মাস। রথযাত্রার দিন। কিন্তু সেকথা শশাঙ্কমোহনের মনে ছিল না।

গ্রামে ঢুকিতেই দেখেন, পথের দু'পাশে মেলা বসিয়াছে। ছোট কাঠের রথখানি পাতায়-পতাকায় সাজাইয়া পথের উপর টানিয়া আনা হইয়াছে। ছেলে-মেয়েদের হাতে হাতে নানা রঙের কাগজের ফির্‌ফিরি ঘুরিতেছে, বাঁশী বাজিতেছে, নাগর-দোলা দুলিতেছে,—চারিদিকে লোকজনের ভিড়। তাহার মাঝখান দিয়া পথ কাটিয়া বাহির হইয়া যাওয়া কঠিন।

কিন্তু শশাঙ্কমোহন গাড়ী থামাইলেন না। ঘন ঘন শব্দ করিতে করিতে মোটর চলিতে লাগিল। লোকজন কতক্ সরিল, কতক বা হাওয়া-গাড়ী দেখিবার আগ্রহে ভ্যাবাচাকা খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, সমবেত জনসঙ্ঘ মুহূর্ত্তের মধ্যে ত্রস্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, এ উহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল, একজন আর-একজনের পা মাড়াইয়া গালাগালি খাইল, দেখিতে দেখিতে চারিদিকে কেমন যেন একটা বিশ্রী হট্টগোল বাধিয়া গেল।

এম্‌নি করিয়া গাড়ী যখন প্রায় ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, আর কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া শশাঙ্ক-

মোহন জোরে গাড়ী চালাইয়া দিলেন এবং এই জোরে গাড়ী চালাইতে গিয়াই বাধিল বিপদ। দৌড়িয়া একটা লোক পার হইতে গিয়া হোঁচট্ খাইয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িল্ গিয়া কয়েকটা মেয়ের গায়ের উপর। মেয়েরাও তখন পরস্পর পরস্পরকে জড়াজড়ি করিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ফল হইল এই যে, একটার পর আর-একটা, আবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আর-একটা, এম্‌নি করিয়া উপ্‌রি-উপ্‌রি প্রায় আট দশজন স্ত্রীলোক হুম্‌ড়ি খাইয়া সেইখানেই পড়িয়া গেল এবং পড়িবার সঙ্গে-সঙ্গেই ভীষণ একটা আর্ত্ত চীৎকার শুনিয়া শশাঙ্কমোহন গাড়ী থামাইয়া ঘটনাস্থলে গিয়া দেখেন, সকলের নীচে যে-মেয়েটি চাপা পড়িয়াছে—বয়স তাহার বেশি নয়, দেখিতে সুন্দরী, পাথরের একটা কুচিতে কপাল কাটিয়া দর্ দর্ করিয়া রক্ত গড়াইতেছে, আর হাতের একটা আঙুলের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে।

কাহাকেও কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়াই মেয়েটিকে তৎক্ষণাৎ আড়্‌কোলা করিয়া তুলিয়া ধরিয়া শশাঙ্কমোহন তাঁহার মোটরে বসাইয়া লইলেন এবং আশ-পাশের লোকগুলাকে শুনাইয়া বলিলেন, 'ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, ওর আত্মীয়-স্বজন কেউ যদি থাকে ত' খবর দিও। বোলো, জমিদারবাবু নিয়ে গেছেন, বোলো—মামুদ্‌পুরের সদর......'

সাহেবী পোষাক-পরা লোকটিকে প্রথমে তাহারা কেহই চিনিতে পারে নাই। মামুদ্‌পুরের সদরের নাম শুনিয়া সকলেই যেন একবার চমকিয়া উঠিল। হাতজোড় করিয়া কে একটা লোক কি যেন বলিতেও যাইতেছিল, কিন্তু সশব্দে 'ষ্টার্ট' দিয়া শশাঙ্ক-মোহন তখন মোটর ছাড়িয়া দিয়াছে।

গাড়ী চালাইতে চালাইতে পিছন ফিরিয়া তিনি একবার তাকাইয়া দেখিলেন। দেখিলেন, মেয়েটি তাহার ডান হাত দিয়া বাঁহাতের মচ্‌কানো আঙ্গুলটিকে চাপিয়া ধরিয়া হেঁটমুখে চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

গ্রাম পার হইয়া বরাবর পাকা সড়ক্ ধরিয়া পশ্চাতে প্রচুর ধূলা উড়াইয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল। গাড়ী যে কোথায় চলিয়াছে তাহার কোনও স্থিরতা নাই।

একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে, কখনও রাস্তায়, কখনও বে-রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময় দেখা গেল, গাড়ী জঙ্গলের পথ ধরিয়াছে। তু'পাশে ঘনবিন্যস্ত শাল ও মহুয়ার বন, মাঝখানে গরুর গাড়ী চলিবার পথ। গাড়ী দূরের কথা, কোথাও একটি জন-মানবের সাড়াশব্দ নাই।

সোজা পথ ছাড়িয়া দিয়া গাড়ী আবার ডান দিকে ফিরিল। এবার আর পথ নয়। জঙ্গলের মাঝখানে তৃণাচ্ছাদিত খানিকটা সমতল ভূমির উপর দিয়া ছোট ছোট শালের গাছ মাড়াইয়া গাড়ী-

খানা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল—চারিদিকে বড় বড় শাল মহুয়া আর হরীতকীর গাছ, গাড়ী দূরের কথা, মানুষকে চলিতে হইলেও আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে হয়।

গাড়ী থামাইয়া দিয়া শশাঙ্কমোহন দরজা খুলিয়া মাটিতে নামিলেন। মেয়েটির কাছে আসিয়া দরজায় হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি?'

মেয়েটি তেমনি নতমুখে ধীরে-ধীরে কহিল, 'টুনু।'

'টুনু? বেশ নাম!' বলিয়া একটুখানি থামিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার ও-আঙুলের বেদনা কি কিছু কমেছে?'

ঘাড় নাড়িয়া টুনু বলিল, 'হ্যাঁ।'

গাড়ীর দরজা খুলিয়া শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'এইখানে একটা পুকুর আছে, চল—মুখের রক্তটা ধুয়ে ফেলবে চল। আমারও গাড়ীতে জল দরকার।' বলিয়া হাত বাড়াইয়া ফাঁকা পেট্রোলের একটা টিন তিনি তুলিয়া লইলেন।

একাকী এই জনশূন্য জঙ্গলের মধ্যে গাড়ীর উপর বসিয়া থাকিতে তাহার ভয় করিতেছিল। সন্ধ্যা হইতে আর দেরি নাই। গাছে গাছে পাখীর কোলাহল সুরু হইয়াছে।

কিন্তু অপরিচিত এই যুবকের সঙ্গে সে যাইবেই বা কোথায়?

টিনটা হাতে লইয়া শশাঙ্কমোহন অপেক্ষা করিতেছিলেন। টুনু ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'এসো!'

টুনু ধীরে-ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার পিছন ধরিল।

চারিদিকে গাছ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কোথায় পথ আর কোথায় বা পুকুর!··· টুনুর বুকের ভিতরটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

শশাঙ্কমোহন তাঁহার হাতের টিনটা মাটিতে নামাইয়া পিছন ফিরিয়া একবার তাকাইলেন। বলিলেন, 'কই দেখি তোমার কোথায় কেটেছে?' বলিয়া দুই হাত বাড়াইয়া টুনুর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাটা জায়গাটা তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

•

সেদিন রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি।

টুনুর বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা বাসু চাটুজ্যে সুনামগঞ্জ হইতে একপ্রকার ছুটিতে ছুটিতেই অত্যন্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া মামুদপুরের সদরে আসিয়া উপস্থিত!

খবর পাইবামাত্র শশাঙ্কমোহন নীচে নামিয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে বুড়াকে তাঁহার দোতলার ঘরে লইয়া গেলেন। টুনুকে একবার স্বচক্ষে দেখিবার জন্য বুড়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ওই একমাত্র নাৎনী! ভাবিয়াছিল, মেয়েটা কতই না আহত

হইয়াছে। মোটরে করিয়া যাহাকে ডাক্তারখানায় তুলিয়া লইয়া যাইতে হয়, তাহার জীবন সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া ওঠা বুড়ার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বৃদ্ধ তাহার খালি পায়ে এক-পা ধূলা লইয়া কার্পেট্-মোড়া ঘরের মেঝেয় ঢুকিতে ইতস্তত করিতেছিল। শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'আসুন!'

অত্যন্ত সাবধানে বার-বার তাহার ধূলিলিপ্ত দুই পায়ের দিকে তাকাইয়া বৃদ্ধ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে ঢুকিল। এদিক-ওদিক তাকাইয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'বেঁচে আছে ত' বাবা? মেয়েটা বেঁচে আছে ত?'

শশাঙ্কমোহন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'আঘাত যৎসামান্যই। বসুন, আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন।'

বৃদ্ধ মেঝের উপরেই বসিতে চাহিতেছিল, শশাঙ্কমোহন চেয়ার দেখাইয়া দিলেন।

বসিয়াই সে বলিতে লাগিল, 'বারণ করেছিলাম বাবা, টুনুকে বলেছিলাম, যাস্‌নি দিদি, জামাই রাগ ক'রে আজ একটি বচ্ছর আসেনি—মেলা দেখতে যাওয়ার কথা যদি শোনে ত'···তা বাবা, বুঝ্‌ছই ত', ছেলেমানুষ···গাঁয়ে-ঘরে পালাপাব্বন, না গিয়ে থাকতে পারেনি।'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'শুনেছি।'

—যাক্, টুনু তাহা হইলে বলিয়াছে!—চাটুজ্যে যেন একটুখানি আশ্বস্ত হইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'টুনু সব বলেছে তাহলে? বেশ বাবা বেশ। জামাই একশ'টি টাকা চেয়েছিল—দিতে পারিনি বাবা, গরীব মানুষ, চাষ-বাস ক'রে খাই,—কোত্থেকেই বা দিই! তাও বোধ হয় শুনেছ?'

ঘাড় নাড়িয়া শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

বলিয়াই একটুখানি থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি বাংলা লেখাপড়া—জমিদারীর কাজকর্ম্ম কিছু জানেন?'

বাসু চাটুজ্যের কোটরপ্রবিষ্ট চোখদুইটি হঠাৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, 'তা আবার জানিনে বাবা! হরি মুদি, তারক সাধু,—এদের দোকানের খাতাপত্তর বাকি-বকেয়া সম্বচ্ছরের আগাগোড়া হিসেব ত' আমারই লেখা বাবা! তোমার বাবার আমলে—তখন তুমি বাবা—এই এতটুকু,—তখন তোমাদের ওই কনকজোড়ে আমিই ত' গোমস্তার কাজ· · ·'

আর কিছু শুনিবার প্রয়োজন বোধ করি শশাঙ্কমোহনের ছিল না। তৎক্ষণাৎ তিনি সেখান হইতে উঠিয়া ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের কাছে গিয়া বসিলেন এবং ড্রয়ার খুলিয়া কি যেন বাহির করিয়া কাগজের উপর লিখিতে লাগিলেন।

বাসু চাটুজ্যে কিন্তু তখনও থামে নাই। ইংরাজি লেখাপড়া

না জানিয়াও কনকজোড়ে গোমস্তাগিরি করিবার সময় সে যে কেমন করিয়া একটা সাহেবকে একবার তাক্ লাগাইয়া দিয়াছিল তাহারই বিস্তৃত কাহিনী সবিস্তারে বলিয়া চলিয়াছিল। লেখা শেষ করিয়া চিঠিখানা খামের মধ্যে পুরিয়া শশাঙ্কমোহন আবার তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বলিলেন, 'কাল এই চিঠিখানি দেবেন সুনামগঞ্জের নায়েবকে। ব্যাটাকে সদরে বদ্‌লি ক'রে দিলাম।'

চিঠিখানি হাতে লইয়া বৃদ্ধ বলিল, 'বেশ বাবা বেশ, দিয়ে দেবো, কাল সকালেই আগে চিঠিখানি দিয়ে তারপর বাড়ী ঢুকব।'

চিঠির সঙ্গে শশাঙ্কমোহন একখানি একশ' টাকার নোট হাতে করিয়া আনিয়াছিলেন। সেখানিও বৃদ্ধের হাতে দিয়া বলিলেন, 'এই একশ' টাকার নোটখানি ধরুন। জামাইকে দেবেন।'

বৃদ্ধ অবাক্! মুখ দিয়া তাহার আর কথা বাহির হইল না, চোখ দুইটা তুলিয়া এমন ভাবে সে শশাঙ্কমোহনের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল যে, তাঁহার হাসি পাইতেছিল।

বলিলেন, 'নোটখানি কাপড়ের খুঁটে ভাল ক'রে বেঁধে নিন্।'

তখনও তাহার মুখে কথা নাই!

যন্ত্রের মত হাত চালাইয়া বুড়া তাহার কাপড়ের খুঁটে নোটখানি ভাল করিয়া গিঁটের পর গিঁট দিয়া দিয়া বাঁধিতে লাগিল।

শশাঙ্কমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুনামগঞ্জের নায়েবের কাজ আপনি করতে পারবেন ত ?'

চাটুজ্যে একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়া তাঁহার মুখের পানে আর একবার ঠিক তেম্‌নি করিয়াই তাকাইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে একটা ঢোক্ গিলিয়া বলিল, 'বেশ।'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'আসুন এবার দেখবেন টুনুকে। খেয়ে-দেয়ে এতক্ষণ বোধ হয় সে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

অন্দর-মহলের যে ঘরে টুনুর থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সে-ঘরে গিয়া দেখা গেল, ঘরের এককোণে খাবার থালা তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে, অন্ন ব্যঞ্জন সে স্পর্শও করে নাই, বিছানার উপর বালিসে মুখ গুঁজিয়া টুনু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

ঘরে ঢুকিয়াই দাদামহাশয় ডাকিল, 'টুনু!'

বৃদ্ধের ডাক শুনিয়াই সে ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। চোখ দিয়া তখন তাহার দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতেছে, নীচেকার ঠোটটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না।

দাদামহাশয় কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া গায়ে হাত দিয়া বলিল, 'কাঁদচিস্ কেন টুনু? চোট্ ত' বেশি লাগেনি নলাম। এইখানে লেগেছিল বুঝি?'

বলিয়া বৃদ্ধ হাত দিয়া তাহার ব্যাণ্ডেজ্-বাঁধা কপালের উপর হাত রাখিল।

কাপড় দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে টুনু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

দাদামহাশয় বলিল, 'কাঁদ্‌চিস্ কিরে পাগ্‌লী, আজ তুই কোথায় কার ঘরে এসেছিস্ বল্ দেখি? এ কি তোর কম বরাতের জোর টুনু!—ও মানুষ নয় রে, ও দেব্‌তা, ও দেব্‌তা।'

বলিয়া সে একবার শশাঙ্কমোহনের মুখের পানে তাকাইল। বলিল, 'সত্যি বলছি বাবা, তোমার উপ্‌গার আমি জীবনে ভুলব না। বুড়ো বামুন আজ তোমায় প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করছে বাবা,—কি ব'লে যে আশীর্ব্বাদ করব ··'.

টুনু একবাব মুখ তুলিয়া তাকাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না।

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'রাত অনেক হয়েছে, আপনি আজ উঠুন, আপনার খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিই; অনেকখানা পথ হেঁটে এসেছেন··টুনু, ওঁকে আজ তুমি ছেড়ে দাও, কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

টুনু তাহার দাদামশায়ের হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

দাদামহাশয় বলিল, 'হ্যাঁ ভাই, সেই ভালো। খেয়ে-দেয়ে তুমি ঘুমোও।'

টুনু বলিল, 'না, তুমি আজ এইখানে…তুমি যেয়ো না দাদামশাই…'

দাদামশাইয়ের মুখে হাসি ফুটিল। বলিল, 'না রে না পাগ্‌লী, যাব না।'

শশাঙ্কমোহনও হাসিলেন। হাসিয়া হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধের একখানা হাতে ধরিয়া তাহাকে একরকম জোর করিয়াই তুলিয়া দিয়া বলিলেন, 'আসুন।'

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'নিতান্ত ছেলে মানুষ।'

দাদামশাইও তাহার স্তিমিত চক্ষু দুইটি তুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'হ্যাঁ বাবা, নিতান্ত…'

যাই হোক্, বৃদ্ধ বাসু চাটুজ্যের আকস্মিক ভাগ্য পা
কথা জানিতে কাহারও বাকি রহিল না। এবং ইহার হেতু যে কি, তাহারই আলোচনা চলিতে লাগিল—গোপনে।

সুনামগঞ্জের পুরানো নায়েব হারাধন সরকারের মাথায় সহসা বজ্রাঘাত হইল।

কেন এবং কি অপরাধে যে হুজুর তাহাকে সদরে বদ্‌লি

করিলেন তাহাই জানিবার জন্ত বুড়া বাসুদেবকে কাজকর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সে মামুদপুরের সদরে রওনা হইয়া পড়িল।

শশাঙ্কমোহন তখন গ্রামের যুবকমণ্ডলীকে ডাকাইয়া এক মজলিস আহ্বান করিয়াছিলেন। গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা চিরকাল ঘরের ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছে, থিয়েটার বায়োস্কোপ তাহারা কোনোদিনই দেখিতে পায় না, তাহাদের এই দুঃখ মোচন করিবার জন্য জমিদার-বাড়ীর সংলগ্ন হাট-তলার পাশে ভাল একটি থিয়েটারের ষ্টেজ্ তৈরি করাইতে পারা যায় কি না তাহারই আলোচনা চলিতেছিল। যুবকদের উৎসাহের সীমা নাই। ষ্টেজ তৈরি করাই স্থির হইল।

একজন যুবক শশাঙ্কমোহনের পাশে বসিয়া একখানা কাগজের উপর ষ্টেজের নক্সা আঁকিতেছে, এমন সময় সুনামগঞ্জের নায়েব শ্রীযুক্ত হারাধন সরকার ছুটিয়া আসিয়া একেবারে দড়াম্ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া শশাঙ্কমোহনের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কান্না সুরু করিয়া দিল।

ব্যাপার দেখিয়া ত' সকলে অবাক্!

হারাধনের কান্না কিছুতেই থামে না।

অবশেষে অনেক করিয়া অনেক বুঝাইয়া শশাঙ্কমোহন তাহাকে চুপ করাইলেন।

হারাধনের সেই এক কথা।—'আপনি দেখে আসুন হুজুর।'

'কি দেখে আসব হে ?'

'দেখে আসুন হুজুর, আমি একা নয়, তিন চারটি ছেলে মেয়ে, দু'দুটি বোন্, তাও আবার বিধবা ! খেতে পাব না হুজুর, ম'রে যাব।'

হারাধনকে চাকরি হইতে না ছাড়াইয়া যে সদরে বদলি করা হইয়াছে চিঠি পড়িয়া হারাধন সেকথা বুঝিতে পারে নাই।

না পারুক্। শশাঙ্কমোহন এক ধমক্ দিলেন। 'খেতে পাবে না কি-রকম ? পাঁচ বচ্ছর নায়েবী ক'রে অনেক জমিয়েছ, অনেক খেয়েছ, আর খেতে হবে না,—যাও।'

হারাধন বলিল, 'না হুজুর, নিজে চলুন, স্বচক্ষে একবার দেখে আসুন। তিন তিনটে শালী এসে ঘাড়ে পড়েছে হুজুর, বিয়ে দিতে হবে, বড়টার বয়েস আঠারো-উনিশ, কি করে' যে কি করব হুজুর ; মরে' যাব।'

এতক্ষণে শশাঙ্কমোহনের দয়া হইল। বলিলেন, 'আচ্ছা দাঁড়াও, দেখছি।'

থিয়েটারের ষ্টেজের নক্সা সেদিনের মত সেইখানেই স্থগিত রহিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হারাধনকে লইয়া শশাঙ্কমোহন মোটরে চড়িয়া সুনামগঞ্জ রওনা হইলেন।

কিন্তু এবার সুনামগঞ্জে গিয়া তিনি আর কাছারিতে বাস করিলেন না। অনেক রাত্রে কাছারিতে ফিরিয়া সেইখানেই রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু আসলে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিলেন হারাধন সরকারের। দিবস-রাত্রির অধিকাংশ সময় তাঁহার হারাধনের বাড়ীতেই কাটিতে লাগিল। হারাধনের নামে নানা জনে নানান্ কথা বলিতে আরম্ভ করিল এবং ইহাও ভবিষ্যদ্বাণী করিল যে, হারাধন যত বড় অযোগ্য ব্যক্তিই হোক্ চাকরী তাহার কোনো প্রকারেই যাইবে না।

শেষ পর্য্যন্ত তাহাই হইল। হারাধনের দুরবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মামুদপুরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন—চার দিন পরে।

হারাধন যাহা বলিয়াছিল তাহার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। হারাধনের অল্পবয়স্কা দুইটি ভগিনীর মধ্যে দু'জনেই বিধবা, তিনটি শালীর মধ্যে একজনেরও বিবাহ হয় নাই, বিবাহের বয়স তাহাদের সত্যই পার হইয়া গেছে এবং পরমা সুন্দরী না হইলেও কুৎসিত যে তাহারা নয়—সেকথা সকলেই স্বীকার করিবে।

সুতরাং চাকরি গেলে হারাধন সরকারের বাঁচিবার আর কোনও আশাই নাই। শশাঙ্কমোহন তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। আগামী মাসের পয়লা তারিখ হইতে হারাধন সরকার সপরিবারে সুনামগঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া মামুদপুরের সদরে আসিয়া বাস করিবে এবং জমিদারীর মহল-পরিদর্শকের কাজে

নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদাই তাহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। বেতন যাহা ছিল তাই। তবে পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াইতে কষ্ট হইবে বলিয়া তাহাকে একটি টাট্টু ঘোড়া কিনিয়া দিবেন বলিয়াছেন।

মামুদপুরের সদর কাছারির কাছাকাছি যে বাড়ীখানি হারাধন সরকারকে বাস করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে, সেখানি নিতান্ত ছোট নয়। আগে এই বাড়ীতে তাঁহার ম্যানেজার বাস করিতেন, সম্প্রতি ম্যানেজারের জন্য পাকা বাড়ী তৈরী করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এবাড়ীরও দেওয়ালগুলি পাকা ইঁটের, মাথার উপরে মাত্র খড়ের ছাদন। প্রকাণ্ড উঠান। উঠানের মাঝখানে একটি লেবুর গাছ এবং তাহারই একপাশে রান্নাঘর। সদর দরজার পাশেই বাহিরের লোকজন বসিবার জন্য একটি বৈঠকখানা। হারাধনের পক্ষে আশাতিরিক্তই বলিতে হইবে।

মুসলমান পাইকারদের কাছে টাট্টু ঘোড়া একটি কিনিয়া দেওয়া হইল। ঘোড়ায় সে জীবনে কখনও চড়ে নাই, তাই ঘোড়ার নামে প্রথমে তাহার একটুখানি আতঙ্কও যে না হইয়াছিল তাহা নয়। পরে ঘোড়াটি যখন সে স্বচক্ষে দেখিল, তখন একটু ভরসা হইল। ভাবিল, অভ্যাস না থাকিলেও ইহার উপর সে চড়িতে

হয়ত পারিলেও পারিতে পারে। একটি বাছুরের চেয়ে কিছু বড়ই হইবে। গায়ের রং ফিকে লাল। দেখিলে নিতান্ত নিরীহ বেচারী বলিয়াই মনে হয়। তবে যতক্ষণ না চড়িয়াছে ততক্ষণ বিশ্বাস নাই।

লোকজনের সাক্ষাতে চড়িলে পাছে পড়িয়া গিয়া হাস্যাস্পদ হইতে হয়, তাই সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রে মস্ত লম্বা একটা খেজুর গাছের ডাল কাটিয়া তাহারই চাবুক তৈরি করিয়া হারাধন ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করিতে গেল।

অভ্যাস করিতে গিয়া হাসিয়া আর বাঁচে না!

চড়িতে গিয়া দেখে, ঘোড়াটি যেমন নিরীহ, তেমনি শান্ত। পিঠের উপর চড়িয়া, পড়িয়া যাইবার ভয়ে ঘাড়ের কেশরগুলা দুই হাত দিয়া জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া হারাধন তাহাকে চলিবার ইঙ্গিত করিতেই টুক্ টুক্ করিয়া ধীরে ধীরে ঘোড়াটি চলিতে থাকে, আবার 'থাম' বলিতেই থামে!

হারাধনের বেশ মজা লাগিল। এরূপ ঘোড়ার পিঠে সে সারা দিবারাত্রিই চড়িয়া থাকিতে পারে। শেষে ঘোড়াটাকে একবার থামিতে না বলিয়া ভাবিল, এবার সে যেদিকে চলে চলুক্। ঘোড়াটিও খুট্ খুট্ করিয়া বুদ্ধিমান মানুষের মতই সরাসর সদর দরজার চৌকাঠ ডিঙাইয়া বাড়ীতে ঢুকিল এবং উঠানের লেবু গাছটির কাছে গিয়া আপনা হইতেই চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাইয়া রান্নাঘর হইতে সুশ্রী এক তরুণী বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়াই কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে হাসিতে সে একেবারে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বলিল, 'জামাই বাবুকে বেশ মানিয়েছে কিন্তু।—ওলো ও সুশীলা, দেখে যা!'

দিদির ডাক শুনিয়া ও-ঘর হইতে সুশীলা বাহির হইয়া আসিল এবং তাহার পশ্চাতে আসিল সুশীলার ছোট বোন—মোহিনী।

এই তিনজন হারাধনের শ্যালিকা। বিবাহ কাহারও হয় নাই। বড়—গৌরী ও মেজ সুশীলাকে দেখিলে অবিবাহিতা বলিয়া আর ভাবিবার উপায় নাই। বয়স তাহাদের এত বেশি হইয়াছে যে, এত বড় বয়েসের আইবুড়ো মেয়ে পল্লীগ্রামে বাঙ্গালীর ঘরে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

তিনজনই হাসিয়া হাসিয়া হারাধনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গৌরী সকলের বড়। বলিল, 'এইবার আপনি নামুন জামাইবাবু, আমি চড়ব।'

হারাধন হাসিয়া বলিল, 'তাহ'লে তুইও ত' আমার কাজটা করে' দিতে পারিস গৌরী!'

গৌরী বলিল, 'নিশ্চয়ই পারি।'

সুশীলা বলিল, 'আমিও পারি।'

মোহিনী বলিল, 'আমিও পারি।'

হারাধন ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল। গৌরীর হাতে ধরিয়া বলিল, 'খুব যে চড়ব বলছিলি, নে, চড়্ একবার—দেখি।'

গৌরী বলিল, 'নাঃ, ওরকম ন্যাড়া-বুঁচো ঘোড়ায় আমি চড়ি না। জিন্ কই? লাগাম কোথায়?'

হারাধন বলিল, 'সে সব কাল আসবে।'

'তাই'লে কালই চড়ব।' বলিয়া গৌরী চলিয়া যাইতেছিল, হারাধন জিজ্ঞাসা করিল, 'রান্না হ'য়ে গেছে?'

গৌরী বলিল, 'আমি কি তোমার রাঁধুনী নাকি?'

হারাধনের দুই বোনের মধ্যে বড় যে কিরণ,—সে এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে, হুস্ করিয়া রান্না-ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিল, 'দুধটা যে বেড়ালে খেয়ে দিয়ে গেল, সেদিকে হুঁস্ আছে? না, ফষ্টিনষ্টিই করবে দিনরাত?'

তাড়াতাড়িতে রান্না-ঘরের দরজাটা সে বন্ধ করে নাই। নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া গৌরী চুপ করিয়া রহিল।

কিরণ বলিল, 'একে ত' এম্‌নিতেই লোকে নিন্দের কিছু বাকি রাখে না, তার ওপর ঘোড়ায় চড়ব বলছিলে কোন্ লজ্জায়?'

গৌরী সে-কথায় কান না দিয়া দুধের কড়াইটার কাছে গিয়া দেখিল, দুধ তাহাতে এক ফোঁটাও নাই। জামাইবাবুর কাছে সে কতক্ষণই বা গিয়াছে! প্রায় সেরখানেক দুধ এত শীঘ্র কোনও

বেড়ালেই খাইতে পারে না। গৌরীর কেমন যেন একটুখানি সন্দেহ হইতেই সে কিরণের মুখের পানে তাকাইয়া কি একটা কথা যেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। কিরণের ঠোঁটে তখনও স্পষ্ট দুধের দাগ।

বলিতে গেলেই এখনই একটা কুরুক্ষেত্র বাধিবে তাহা সে জানে। না বলিলেও এ দুধের ব্যাপার লইয়া জামাইবাবুর এই বিধবা ভগিনীটি আবার যতক্ষণ-না বলিবার মত আর-একটা দোষ খুঁজিয়া না পায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত গৌরীকে নিষ্ঠুর বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে থাকিবে। কাজেই সে বলা ছাড়া আর উপায় দেখিল না।

বলিল ঃ 'এ কি মানুষ-বেড়াল না সত্যিকার বেড়ালে খেয়েছে ভাই?'

কিরণ রুখিয়া দাঁড়াইল।—'তার মানে?'

গৌরী বলিল, 'মানে আর বিশেষ কিছুই নয়, দুধের দাগ এখনও তোমার ওপরের ঠোঁটে লেগে রয়েছে, সেই কথাই বলছি।'

কিরণ তাড়াতাড়ি কাপড়ের আঁচলে মুখখানা মুছিয়া লইয়া বলিল, 'কোথায়? ও, বুঝেছি; আমাকে তুমি মিছেমিছি চোর সাজাতে চাও, না? শোনো দাদা শোনো, তোমার শালীর কথা শোনো!'

দাদা তখন তাহার অন্যান্য দুই শ্যালিকা—সুশীলা ও মোহিনীকে লইয়া পড়িয়াছে। কিরণ তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

—'বলি হাঁ দাদা, আমরা কি তোমার গলগ্রহ হয়েছি নাকি? তা নিজে বললেই ত' পারো, শালীকে দিয়ে বলাবার ত' কোনও দরকার নেই।'

গৌরী রান্নাঘরের দরজার চৌকাঠে হাত রাখিয়া সে এক অপরূপ ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। হারাধন একবার সেইদিকপানে তাকাইল।—'কি হয়েছে কী?'

আঙুল বাড়াইয়া কিরণকে দেখাইয়া দিয়া গৌরী বলিল, 'জিজ্ঞেস্ করুন!'

কিরণ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।—'জিজ্ঞেস্ করবে কি না, জিজ্ঞেস্ করবে কি? আমি কি কখনও কিছু চুরি করে' খাই যে অমনি বলে' দিলেই দাদা বিশ্বেস করবে?'

গৌরী আবার তেমনি সহাস্য মুখে জবাব দিল, 'চুরি করে' খাও কি না-খাও, সে-খবর ত' আমরা জানিনে ভাই, তোমাদের সংসারে আমরা দু'দিনের অতিথি। দিদি মরে গেল, দয়া করে' জামাইবাবু আমাদের কাছে এনে রাখলেন, আবার যেদিন চলে যাবার হবে, চলে যাব। এর মধ্যে এইসব বিশ্রী ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি কোরো না ভাই, লক্ষ্মী দিদি আমার, তোমার পায়ে পড়ছি।'

কিরণ তৎক্ষণে শান্ত হইল। বলিল, 'তাই বল যে, কথাটা মিছে করে' বলেছ।'

গৌরী বলিল, 'না, না, মিথ্যা কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না সহজে। তোমার ঠোঁটে দুধের দাগ না যদি দেখতাম, তাহ'লে তুমি আমার পরম শত্রু হ'লেও তোমায় কিছুই বলতাম না। দুধ তুমি খেয়েছ সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি আমাকে ভগবান দিয়েছেন।'

'শোনো দাদা শোনো, এখনও বলছে।'

গৌরী হো হো করিয়া সে এক বড় চমৎকার ভঙ্গীতে হাসিতে লাগিল।

ঠিক এম্‌নি সময়ে গৌরীর হাসি, কিরণের ঝঙ্কার, সুশীলা ও মোহিনীর টিপ্পনি সব-কিছু একেবারে অকস্মাৎ বন্ধ করিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে একাকী শশাঙ্কমোহন একেবারে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'ঝগড়া-ঝাঁটি কিসের ?'

জমিদারকে গৃহের আঙিনার মধ্যে পাইয়া হারাধন সরকার অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল,—'আসুন ! আসুন্, আজ আমার পরম সৌভাগ্য। ওদের কথায় কান দেবেন না হুজুর, ওরা এম্‌নিই করে।'

'তবু শুনি।' বলিয়া শশাঙ্কমোহন একবার কিরণের ও একবার গৌরীর মুখের পানে তাকাইলেন।

গৌরীকেই শেষে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বলিতে হইল। কিরণ একটুখানি দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সবই শুনিল। কিন্তু

শুনিয়া একেবারে—অবাক্! ইহারই মধ্যে মুখে মুখে বানাইয়া বানাইয়া এমন গল্পও সে তৈরি করিতে পারে? সর্ব্বনাশ! কিরণ লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। একে জমিদার মানুষ, তাহার দাদার মনিব,—ধরিতে গেলে একরকম তাহাদের বিধাতা। সেই তাহারই সম্মুখে বিধবা মেয়ের দুধ চুরি করিয়া খাইবার কথা!—ছি! কিন্তু মেয়েটা এম্‌নি চালাক যে, চুরি করিয়া খাওয়া দূরে থাক্, দুধের সে নাম-গন্ধও করিল না।

সুনামগঞ্জে মাত্র একটি দিন গৌরী এই জমিদারটিকে তাহার স্বচক্ষে দেখিয়াছে, দু'একটা কথাও যে না বলিয়াছে তাহা নয়। এই সামান্য পরিচয়েই আজ সে কোনো প্রকার দ্বিধা সঙ্কোচ না করিয়া দিব্যি স্বচ্ছন্দে হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে গিয়া বলিল, 'কি আর শুনবেন? নিতান্ত না শুনলেই চলবে না?'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'বলই না!'

গৌরী বলিল, 'আপনার সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল। বলতে একটুখানি সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।'

বলিয়া সে এমন চমৎকার ভাবে হাসিল যে, সে-হাসি দেখিয়া কোনও মানুষই আর রাগ করিতে পারে না। পূর্ণিমার রাত্রি। শুভ্র স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রান্নাঘরের চৌকাঠ ধরিয়া রঙীন্ একটি শাড়ী পরিয়া সুন্দরী তরুণী গৌরী দাঁড়াইয়া, আর তাহারই সুমুখে কাগজিলেবুর গাছের কাছে

দুর্বৃত্ত জমিদার শশাঙ্কমোহন! নারীর প্রতি এই জমিদারটির শ্রদ্ধা সম্মানের যে প্রাতিকূল্যের কাহিনী এতদিন ধরিয়া লোকমুখে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার পরেও সুন্দরী কোনও নারী যে তাহার এত কাছে দাঁড়াইয়া এমন নির্ভীক নিঃসঙ্কোচে কথা কহিতে পারে সে-ধারণা স্বয়ং শশাঙ্কমোহনেরও ছিল কিনা সন্দেহ। তাই তাঁহাকেও একটুখানি বিস্মিত করিয়া দিয়া গৌরী বলিল, 'শুনুন তবে। জামাইবাবুকে আপনি একটি ঘোড়া দিয়েছেন, না? সেই ঘোড়াটি আমাদের উঠোনে এসে দাঁড়াতেই দেখি, আমার ভগ্নিপতিটি তার পিঠের ওপর চড়ে'। ঘোড়া কি গাধা প্রথমে চিনতেই পারিনি।' বলিয়াই সে একবার মুখ টিপিয়া হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'ভাবলাম, আপনি উপহাস করেছেন। তাই ওঁর ওই বোনটিকে, যিনি আমার সঙ্গে এতক্ষণ ঝগড়া করছিলেন, তাকে বললাম, দিদি দেখে যাও তোমার দাদার কাণ্ড! জমিদার একটা গাধায় চড়িয়ে বিদেয় করেছেন দেখে যাও। এইবার কোন্‌দিন হয়ত মাথায় ঘোল ঢেলে' ঢাক বাজিয়ে গাঁ থেকে— দিচ্ছেন যে?'

শশাঙ্কমোহন হাসিতেছিলেন। হাসি থামাইয়া বলিলেন, 'না, হাসিনি। বল।'

গৌরী বলিল, 'এই নিয়ে হ'লো ঝগড়া! ওঁর বোন্ বলেন, খবরদার তুমি জমিদারবাবুর নিন্দে কোরো না, ওঁর মত মানুষ···

প্রশংসাটা আর না-ই বা শুনলেন। নিন্দেটাই শুনুন। আমি বললাম, চুপ কর দিদি, ভালমানুষ যে কত, তা আমি ওঁকে একবার দেখেই বুঝেছি। তাছাড়া দূরের চাকরি ছাড়িয়ে এনে হাতের কাছে ভাল চাকরি আর থাকবার এমন সুন্দর বাড়ী যখন উনি দিতে পেরেছেন, তখন তিনি সত্যিই ভাল মানুষ কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।'

এই বলিয়া গৌরী তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল। শশাঙ্কমোহনের মুখের উপর এম্‌নি করিয়া আর কেহ যদি কথা বলিত তাহা হইলে তিনি সহ্য করিতেন কিনা জানি না, কিন্তু সেদিন কি যে তাঁহার হইল কে জানে, গৌরীর সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখের পানে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া হাতের ঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন, 'রাত অনেক হয়েছে আজ চললাম।'

গৌরী বলিল, 'আমিও তাই বলব ভাবছিলাম। আমাদের কারও এখনও খাওয়া হয়নি।'

হারাধন এতক্ষণ ঘোড়াটাকে রাখিবার জন্য বৈঠকখানার পাশে ছোট চালাটির নীচে কাঠ না কি বাঁধিতেছিল, তাই সে ইহাদের কোনও কথাই শুনিতে পায় নাই, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বাবু চলিয়া যাইতেছেন। হাতজোড় করিয়া বলিল, "চললেন আপনি?'

'হাঁ' বলিয়া ঘাড়টি ঈষৎ কাৎ করিয়া একরকম দ্রুতপদেই তিনি বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

হারাধন তাহার শ্যালিকার কাছে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'হ্যাঁ, তা তুই পারবি ব'লেই মনে হচ্ছে। তখন ঘোড়ায় চড়ব বলছিলি, আমার কিন্তু বিশ্বাস হয়নি, এখন হয়েছে।'

হাসিতে হাসিতে গৌরী জিজ্ঞাস করিল, 'কেন ?'

'কেন ?' হারাধন বলিল, 'অমনি করে' ওই দুর্দ্ধর্ষ জমিদার বাবুর সঙ্গে কথা কইতে আমরাই পারি না আর তুই কিনা এই সেদিনের মেয়ে, তোকে হ'তে দেখলাম···দিব্যি কেমন···তা আমার শ্বশুরমশাই স্বর্গে গেছেন—তাঁকে কোটি কোটি পেন্নাম··· কলকাতায় রেখে তোদের পড়িয়ে শুনিয়ে তাও যাহোক একটা কাজ করে' গেছেন বলতে হবে।' এই বলিয়া সে তাহার হুঁকা কলিকার সন্ধানে এদিক-ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে বলিতে লাগিল, 'মেয়ে তিনটের বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেই—বাস্! আজ তোর দিদি বেঁচে থাকলে ভারি খুশী হ'তো রে!'

শশাঙ্কমোহন চলিয়া যাইবার পরেই কিরণ ধীরে-ধীরে রান্না-ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দাদার কথাগুলা সে বেশ মন দিয়াই শুনিল।

ও-ঘর হইতে কলিকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া আগুন লইবার জন্য হারাধন রান্নাঘরে ঢুকিতে গিয়াই দেখিল, কিরণও

সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখাইয়া বলিল, 'আর এই ছ্যাখ্ না পাড়াগাঁয়ের ভূতগুলো সব! কোনও আক্কেল নেই, শুধু ঝগড়া করতেই বাহাদুর!'

কিরণ বলিয়া উঠিল, 'কি রকম আক্কেল দাদা? তোমার ওই শালীর মতন?'

বলিয়াই সে একটুখানি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া গৌরীর মুখের পানে একবার বক্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া চুপ করিল।

হারাধন উনানের কাছে বসিয়া চিম্‌টা দিয়া আগুন তুলিতেছিল, কিরণ তাহার কাছে গিয়া গৌরীকে শুনাইয়া শুনাইয়াই বলিল, 'আক্কেল আক্কেল ত' খুব করছ দাদা, কিন্তু কি হ'ল এতক্ষণ তাত' দেখলে না? ঘোড়া নিয়েই ব্যস্ত ছিলে, ওদের দু'জনের কথাবার্ত্তা কিছু শুনেছ?'

হারাধন বলিল, 'না। কি হ'লো কি শুনি!'

'যা হবার তাই হলো! তোমার ওই জমিদারবাবু রাগ ক'রে চলে গেলেন। এবার তোমার চাকরিটি যদি না যায় ত' তখন আমায় বোলো।'

'সে কিরে!' বলিয়া তামাক টানিতে টানিতে হারাধন একবার কিরণের দিকে আর-একবার গৌরীর দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, উনি রাগ ক'রেই গেলেন

'মনে হ'লো ।—তা সে রাগ ত' আপনাদের ওপর নয়, আমার ওপর। তাতে আপনাদের ক্ষতি কিছু হবে বলে' ত' মনে হয় না দিদি!'

বলিয়া সে কিরণের মুখের পানে একবার তাকাইল।

কিরণ আর সে কথার কোনও জবাব দিতে না পারিয়া প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'কি জানি মা, কি যে তোমাদের রসিকতা হ'লো তা তোমরাই জানো।'

গৌরী হাসিতে লাগিল।

কিরণ আপন মনেই গজ্ গজ্ করিতে করিতে দরজার কাছে আসিয়া বলিল, 'ছাড়ো, পথ ছাড়ো!' বলিয়া সে পাশ কাটাইয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

হারাধন তখনও উনানের কাছে বসিয়া পড়্ পড়্ করিয়া তামাক টানিতেছিল। গৌরী বলিল, 'আপনাদের জমিদারটিকে আপনার কেমন লোক বলে' মনে হয় সরকার-মশাই?'

সরকার মশাই একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'লোক ত' মন্দ নয়, তবে বড় খামখেয়ালী—এই যা দোষ।'

'আর কোনও দোষ নেই?'

হারাধন বড়ই বিপদে পড়িল। আর যে-সব দোষের কথা লোকমুখে শুনিয়াছে মেয়েদের কাছে সে-সব কথা বলা উচিত নয়। বলিলে হয়ত' মেয়েরা তাঁহার সুমুখে আর বাহির হইবে না এবং

একবার যখন বাহির হইয়াছে, আর শুধু বাহির হওয়া নয়, অসঙ্কোচে কথাও কহিয়াছে, ইহার পর তাঁহার অসচ্চরিত্রতার কথা শুনিয়া, ইহারা যদি তাঁহাকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া পালায়, তাহা হইলে আর কিছু না হোক্, চাকরি রাখা তাহার দায় হইয়া উঠিবে।

প্রশ্নটাকে এড়াইবার জন্য হারাধন মনোযোগের সহিত তামাক টানিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গৌরী ছাড়িবার পাত্রী নয়। বলিল, 'চুপ করে' রইলেন যে ?'

হারাধন বলিল, 'না, আর কি দোষ······তবে বড়লোকের ছেলে, লোকে বলে বটে, একটু-আধটু মদ-টদ······'

'শুধু মদ ? আরও ত' অনেক-কিছু শুনেছি। মেয়েদের সম্বন্ধেও ত'—'

কথাটা তাহাকে আর হারাধন শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'তা সে যা-খুশী তাই করুক্ না, তাতে আমাদের কি বয়ে গেল বল ত ?'

গৌরী বলিল, 'বা-রে! ও-রকম যদি হয় ত' ওকে বাড়ী ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। বলেন ত' এবার যেদিন আস্‌বে বারণ করে' দেবো।'

তাহার এই বালিকাটিকে বিশ্বাস নাই। বারণ হয়ত সে করিয়া দিতেও পারে। এবং মুখের উপরে সত্যই যদি সেকথা বলিয়া

বসে ত' সর্ব্বনাশ! হারাধন জিব কাটিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'রাম বল! সে কি কথা! বারণ করে দিবি কিরে! এত এত লেখাপড়া শিখে শেষে এই তোর বুদ্ধি হ'লো?'

গৌরী হাসিতে লাগিল। বলিল, 'এত এত লেখাপড়া আবার শিখলাম কোথায় জামাইবাবু? ম্যাট্রিকুলেশনটা পাশ করেছি—এই ত? তাও ত' জুতোমোজা পরে' ঘুরে বেড়াই না, গানও গাই না, বইও পড়ি না, আপনার বাড়ীতে ভাতও রাঁধছি, ঝগড়াও করছি,—বুদ্ধি আর আমার হ'লো কই!···বারণ তা'হলে করব না বলছেন? আচ্ছা, তা না হয় করলাম না, কিন্তু ধরুন, উনি হঠাৎ কোনোদিন মদ খেয়ে এসে আপনার বাড়ীতে যদি কোনোরকম বেয়াদপি করেন ত' কি করবেন তখন?'

হারাধন বলিল, 'দূর্ দূর! তাই-কি করে নাকি কখনও? তা করবে না, তা করবে না।'

'আচ্ছা বেশ, সে না হয় করলেন না। কিন্তু ধরুন, আপনাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে এমন যদি উনি বলে' বসেন যে, আপনার বাড়ীর একটি স্ত্রীলোককে আমায় দিন, তা নাহ'লে আপনার চাকরি থাকবে না। আপনার যেরকম চাকরির মায়া তাতে আপনি রাজিও হবেন হয়ত। —কিন্তু কাকে দেবেন শুনি?'

হারাধন রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'তোকে—তোকে—তোকে। তোকেই দেবো পাঠিয়ে। হ'লো ত' এবার!'

এই বলিয়া হারাধন উঠিয়া দাঁড়াইল।—'যত সব অনাছিষ্টি কথা! ছাখ্ দেখি, ভদ্দর লোকের ছেলে······কি যে বলিস তার ঠিক নেই। ছি! তাই আবার হয় নাকি কখনও!'

গৌরী বলিল, 'হবে যেদিন সেইদিনই বুঝতে পারবেন।'

হারাধন আর একবার ঈষৎ হাসিয়া রসিকতা করিয়া বলিল, 'হয় ত—তখন তুই রয়েছিস কি জন্যে!'

বলিয়াই সে এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্যই বোধকরি রান্নাঘর হইতে ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল।

এই কিরণ মেয়েটিকে গৌরী নিজেই ভাল চিনিতে পারে না। গৌরীর সঙ্গে তাহার ঝগড়াও যেমন, আবার ভাবও তেম্‌নি। নিজেই হয়ত যাচিয়া ঝগড়া করিয়া গেল আবার এক সময় ভাব করিবার জন্য সাধাসাধি! এতক্ষণ তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হইতেছিল, গৌরী যেন তাহার দু'চক্ষের বিষ, কিন্তু যেই হারাধন ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে আর তৎক্ষণাৎ কিরণ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘরে ঢুকিয়াই মুখে তাহার হাসি যেন আর ধরে না! বলে, 'কি বললি? ওই মিন্‌ষে যদি হঠাৎ মদ-টদ খেয়ে এসে' কোনো দিন······তাতে দাদা কি জবাব দিলে শুনি?'

গৌরী তাহাকেই দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'উনি বললেন, কিরণকে পাঠিয়ে দেবো।'

'যাঃ!' বলিয়া কিরণ হাত বাড়াইয়া গৌরীর পিঠে এক চড় মারিয়া বলিল, 'আমি সব শুনেছি লো শুনেছি। বললে, তোকে পাঠিয়ে দেবে। আমার কি দায় পড়েছে! না গেলেই নয়।'

গৌরী বলিল, 'না ভাই তোমাকে যেতেই হবে।'

কিরণ বলিল, 'ধেৎ।' বলিয়াই সে হাসি থামাইয়া কেমন যেন গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, 'তা ভাই ঠিকই বলেছিস। ছোঁড়াটাকে দেখেই আমার কেমন কেমন যেন মনে হ'লো। আ-মর্, বলা নেই কওয়া নেই, মুখপোড়া কেমন এইখানে এসে দাঁড়ালো!—যেন চোদ্দপুরুষের খুড়ো!'

গৌরী বলিল, 'হঠাৎ ও মুখপোড়া হ'লো কেমন করে' দিদি? এই খানিক্ আগেই ত অন্য কথা বলছিলে!'

কিরণ বলিল, 'যাঃ! অন্য কথা আবার কখন বললাম? সবই তুই উল্টো শুনিস্ গৌরী। ওইটি তোর ভারি দোষ। বললাম, ছোঁড়ার রাগ বড় খারাপ, গৌরী হয়ত দিলে ওকে রাগিয়ে। আর ত কিছু বলিনি!'

গৌরী বলিল, 'তাহলে রাগাতে তুমি ওকে চাও না, এই ত?'

কিরণ বলিল, 'তা ভাই, ওকে রাগিয়ে কি হবে বল্! ওরই

হাতে দাদার চাকরি, এক রকম ধরতে গেলে ওরই হাতে আমাদের সব।'

গৌরী বলিল, 'তা বেশ। তাহ'লে আর রাগাব না। এই-বার থেকে একটুখানি ভেবেচিন্তে কথা বলব।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া সে আবার বলিল, 'আর আমারই বা গায়ে প'ড়ে কথা বলতে যাবার কি দরকার বল ত' দিদি! তোমাদের বাড়ী, তোমাদের জমিদার, তোমাদের মনিব, আমার সঙ্গে কী তার সম্বন্ধ! তার চেয়ে এবার এলে আমি এক কাজ করব; কথা কইবার জন্যে তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আমি স'রে পড়ব কিন্তু।'

কিরণ বলিল, 'না ভাই, আমার ভারি লজ্জা করে, আমি ও-সব পারব না।'

কিরণের হাব-ভাব দেখিয়া গৌরী অনেকক্ষণ হইতেই হাসি চাপিয়া রাখিয়াছিল, এবার আর পারিল না। হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'তা বেশ, তবে তাই হবে।'

কিন্তু হাসির কারণটা কিরণ বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'হাসছো যে? ' না ভাই, সত্যি বলছি—কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমার গা ছম্ ছম্ করে, আমি পারি না।'

এমন সময় কিরণের ছোট বোন্ হিরণ আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

বলিল, 'খুব যে হাসাহাসি চলছে অনেকক্ষণ থেকে ! বলি, খেতে-টেতে দেবে দিদি, না দেবে না ?'

কিরণ বলিল, 'বোস্ না, পিণ্ডি গিলে নিলেই ত' হয়।'

হিরণ বলিল, 'তা নাহয় হ'লো। কিন্তু এতই যদি তোমার মনে ছিল দিদি, ত' আমায় কেন মুখদোষী করা বলত ? গৌরীর সঙ্গে রা-কথা বন্ধ ত' আমার ছিল না, তুমিই সেদিন বন্ধ করালে, আজ আবার দেখছি তোমার সঙ্গে বেশ ঢলাঢলি—! তাই বলছিলাম, এটা তোমার উচিত হয়নি।'

কিরণ রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'উচিত অনুচিত কিসের লা ! আমি আবার কবে তোকে কথা কইতে বারণ করলাম গৌরীর সঙ্গে ? বেশ মেয়ে যাহোক্, তুই সব পারিস হিরি।'

হিরণের মুখ দেখিয়া মনে হইল সে ভীষণ রাগিয়া গেছে।

তা রাগিবারই কথা।

গৌরীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া হিরণকে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে সে-ই বারণ করিয়াছে। আজ আবার সেকথা সুযোগ বুঝিয়া অস্বীকার করিতেছে।

হিরণ দাঁত কিস্‌মিস্ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'দিদি যদি না হতিস্ ত' তোর ওই মিছে-কথা-বলা মুখটাকে আমি ছেঁচে' দিতাম।'

বলিয়াই পাছে দিদি তাহাকে তাড়িয়া মারিতে আসে, এই ভয়ে সেখান হইতে সে ছুটিয়া পলাইল।

কিরণ বলিল, 'শুনলি গৌরী, শুনলি ওই কড়ুই-নাড়ীর কথা!'

কাণ্ড দেখিয়া গৌরী অবাক্!

কিরণ বলিল, 'হতভাগী এত মিছে কথা বলতেও পারে! বড় হ'লে কি যে ও করবে কে জানে।'

গৌরী বলিল, 'বলুক্‌গে, ছেলেমানুষ অমন্ কত বলে!'

কিরণ বলিল, 'ছেলেমানুষ কিরকম! বারো বছরে বিধবা হয়েছে, সে আজ চার-পাঁচ বছর আগেকার কথা। সতোর-আঠারো বছর বয়েস হ'লো, ছেলেমানুষ কি বললেই হ'লো নাকি!'

হিরণ যে ছেলেমানুষ নয় তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য কিরণ আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল, গৌরী থামাইয়া দিল। বলিল, 'তুমি ভাই তোমার দাদার খাবারটা দিয়ে এসো ও-ঘরে, আমি ততক্ষণ মেয়েগুলোকে ডেকে এনে এইখানেই খাওয়াই।'

সকালে উঠিয়াই হারাধন কাছারি গিয়াছিল, দুপুরে খাইতে আসিয়া বলিয়া গেল, মহল পরিদর্শনের কাজে তাহাকে আজই বাহির হইতে হইবে। যেখানে যাইতেছে, সেখানের কাজকর্ম্ম সারিয়া একদিনে ফিরিয়া আসা অসম্ভব, সুতরাং রাত্রে বাড়ী না ফিরিলে তাহারা যেন চিন্তিত না হয়।

গৌরী মনে-মনে হাসিল, কিন্তু তাহার হাসির কারণটা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না।

কিরণ যে খুব আনন্দের সঙ্গে সংবাদটা গ্রহণ করিয়াছে তাহা তাহার কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়াই গৌরী টের পাইয়াছিল। বলিল, 'তবে আর-কি! এ ক'দিন তুমিই ত' ভাই বাড়ীর কর্ত্তা।'

অতিরিক্ত বিনয়ের সঙ্গে কিরণ কহিল, 'আমি কেন কত্তা হ'তে যাব ভাই, কত্তা হ'তে হ'লে তোমাকেই হ'তে হয়।'

গৌরী বলিল, 'বেশ, তাহ'লে আজ থেকে আমিই কত্তা। সময় অসময় যা যা হুকুম করব তা যেন মন দিয়ে শুনো।'

কিরণ হাসিয়া বলিল, 'শুনব।'

গৌরী বলিল, 'কাজের সময় মনে থাকে যেন।'

কিরণ বলিল, 'থাকবে।'

বৈকালে হারাধন বাড়ী হইতে রওনা হইলে পর, গৌরী বলিল, 'নাও ভাই, রাতের খাবার-টাবার সকাল-সকাল তৈরি করে' নাও।'

কিরণ বলিল, 'এরই মধ্যে ? এখনও যে বেলা অনেক !'

গৌরী হাসিল। বলিল, 'দিনে কি বলেছ তোমার মনে আছে দিদি ? আমার হুকুম তোমায় শুনতে হবে।'

কিরণও হাসিল। বলিল, 'তাই ব'লে—তুই যদি হুকুম করিস—জমিদার-বাবুর সঙ্গে আমায় কথা বলতে হবে, তা আমি পারব না কিন্তু।'

'সে তোমায় পারতেই হবে।' বলিয়া গৌরী গম্ভীর মুখে উনানে আঁচ দিতে বসিল।

কাজকর্ম্ম চুকিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। রান্না ত' দূরের কথা, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দেখা গেল, কূয়ার জল তুলিয়া গা ধুইয়া কাপড় কাচিয়া তাহাদের প্রাত্যহিক প্রসাধন পর্য্যন্ত সারা শেষ হইয়া গেছে।

সুশীলাকে কাছে ডাকিয়া গৌরী বলিল, 'হ্যাঁলা, মোহিনীর কি হবে বল্ দেখি ? দিনরাত ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে, তুই কি ওর দিকে একবার ফিরেও তাকাবি না ?'

মাথা হেঁট করিয়া সুশীলা বলিল, 'কি করব দিদি, বললে কথা শোনে না।'

'কি বললি ? কথা শোনে না ? ডাক ওকে !' বলিয়া গম্ভীরমুখে গৌরী বসিয়া রহিল।

মোহিনী ভয়ে ভয়ে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, 'মেজ্‌দির কথা শোনোনি মোণি ?'

মোহিনী বলিল, 'কাল শুনিনি দিদি, এবার থেকে শুনব।'

'কাল শোনোনি, তার জন্যে মেজ্‌দির কাছে ক্ষমা চাও।'

মোহিনী হাতজোড় করিয়া সুশীলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সুশীলার দুই চোখ তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া মোহিনীকে তাহার কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল,—'চল, পড়বে চল—লক্ষ্মী দিদি আমার !'

সুশীলা ও মোহিনী দু'জনেই চলিয়া গেল।

কিরণ বলিল, 'আজ যে সবাইকেই হুকুম করছিস্ লা ? তোর কি হয়েছে কি ?'

গৌরী বলিল, 'কিছু হয়নি। কই দাও দেখি, বাইরের সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো ! নইলে এক্ষুণি হয়ত আবার—'

'এক্ষুণি হয়ত কী—?' বলিয়া কিরণ তাহার দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইতেই গৌরী বলিল, 'সে-সব জানবার ত' কোনও দরকার নেই দিদি, বন্ধ করে' দিয়ে আসতে বললাম, তুমি বন্ধ করে' এসো, নইলে আমায় যেতে হবে।'

কিরণ তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে সরিয়া আসিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, 'আর যদি সেই—সেই জমিদার বাবু........'

গৌরী বলিল, 'সেইজন্যেই ত' বলছি দিদি।'

কিরণ তাহার গলার সুরটা তৎক্ষণাৎ পাল্‌টাইয়া লইয়া বলিল, 'হুঁ। ঠিক বলেছিস্‌ ভাই, ছোঁড়া যদি আবার······যাই, দরজাটা বন্ধ করে' দিয়ে আসি।'

বলিয়াই সে কি-একটা কাজের ছুতা করিয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

ঢুকিয়া আর সহজে বাহির হইতে চায় না!

গৌরী তখন মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

লেবু গাছটির কাছে গৌরী বসিয়াছিল। ছেলেমেয়েগুলাকে পড়ানোর নামে হিরণ ও সুশীলা বড় ঘরে বসিয়া কি যে করিতেছে কে জানে। কিরণ শুধু গৌরীর আশে-পাশে ঘুর্‌ ঘুর্‌ করিয়া বেড়াইতেছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। চারিদিকে দিনের মত স্পষ্ট পরিষ্কার জ্যোৎস্না!

কিরণ যাঁহার আসিবার কথা বলিতেছিল, সেই শশাঙ্কমোহন শেষ পর্য্যন্ত আসিলেন।

আসিবেন—জানা কথা।

সদর দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিয়াই তিনি হাঁকিলেন,—'সরকার-মশাই চলে গেছেন বুঝি? কই, কোথায়, কে রয়েছে, ও, এই যে তুমি! হ্যাঁ নমস্কার!'

কাছে আসিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়াই গৌরী নমস্কার করিয়াছিল, শশাঙ্কমোহন শুধু মুখে সে-নমস্কারের প্রত্যুত্তর দিলেন। তাহার পর নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে সদর দরজার পাশেই বৈঠকখানা-ঘরের খড়ো চালের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'বর্ষায় এ-ঘরটায় জল পড়িবে বলে' গেল, কিন্তু কই—'

মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া গৌরী বলিল, 'বৃথা চেষ্টা শশাঙ্কবাবু, এ-ঘরে ছিদ্র আপনি অত তাড়াতাড়ি খুঁজে পাবেন না। তার চেয়ে আসুন—' বলিয়া লেবু গাছের তলা হইতে হ্যারিকেন্ লণ্ঠনটি তুলিয়া আনিয়া গৌরী ধীরে-ধীরে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। ঘরের মেঝের উপর ছোট একটি তক্তাপোষ পাতা, তাহার উপর সৎরঞ্চ, এবং সেই সৎরঞ্চটা ঢাকা দিবার জন্যই বোধকরি তাহার উপর সাদা ধপ্ধপে একখানি বিছানার চাদর পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গৌরীকে আর-কিছুই বলিতে হইল না, শশাঙ্কমোহন ধীরে-ধীরে সেই তক্তাপোষের উপর নিজেই বসিলেন। বসিয়াই গৌরীর মুখের দিকে কেমন যেন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, 'থাক্।

আমি আজ আর বেশিক্ষণ বসব না।—তারপর? কেমন আছ তোমরা?'

গৌরী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। দরজা জানালার ফাঁকে অনেকখানি জ্যোৎস্নার আলো ঘরে ঢুকিয়াছে এবং সেই শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া সদ্য পরিচিতা এই সুন্দরী তরুণীর কলহাস্য শশাঙ্কমোহনের কাছে বড় মনোরম বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু আলোচনার সুরুতেই আলোচনাকারীর মুখের উপর কেহ যদি অমনি করিয়া হাসিয়া ওঠে ত' তাহার একটুখানি অপ্রস্তুত হইবারই কথা। শশাঙ্কমোহনও এ-হাসির অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া মুখ তুলিয়া তাকাইতেই গৌরী বলিল, 'কেন হাসছি বলুন ত?'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'বুঝতে পারলাম না।'

গৌরীর হাসি তখনও একেবারে থামে নাই। বলিল, 'আপনি জিগ্যেস্ করলেন, আমরা কেমন আছি—সেইজন্যে হাসছি। কাল যেমন দেখে গেছেন আজও আবার ঠিক তেমনিই দেখছেন, অথচ জিগ্যেস্ করছেন কেমন আছি। হাসবো না?'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'তোমায় না হয় ঠিক তেম্‌নিটিই দেখছি, কিন্তু বাড়ীতে ত' তুমি একা নও!'

আরও বোধ হয় কিছু তিনি বলিতেন, গৌরী বলিতে দিল না। হঠাৎ কি একটা কথা তাহার মনে পড়িতেই বলিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ

ঠিকই বলেছেন, বাড়ীতে আমি একা নই, আরও অনেকে আছে। আমায় অবশ্য ভালই দেখছেন, আছিও ভাল, কিন্তু আর-একজনের অবস্থা বড় শোচনীয়।'

এই বলিয়াই সে 'কিরণ-দি, কিরণ-দি!' বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

কিরণ বোধ হয় কাছাকাছি কোনও জানালা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, ডাক শুনিবামাত্র লজ্জায় একেবারে যেন মরিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দরজার কাছটিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

গৌরী সেদিকে ততটা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'অতিথি এলে তার সৎকার করতে হয়। চা খাবেন?'

শশাঙ্কমোহন এতক্ষণ কিরণের দিকেই তাকাইয়াছিলেন, বলিলেন, 'চা? তা—তা···এমন বিশেষ-কিছু···'

কিরণ তখন দরজার কাছটিতে চৌকাঠে হেলান্ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গৌরী হাসিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেই সে চোখের ইসারা করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, 'চা? আনছি আমি তৈরী করে'।'

এই বলিয়া সে আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া বোধকরি চা তৈরী করিবার জন্যই রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

শশাঙ্কমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওইটিই আমাদের হারাধনের বোন, না ?'

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, ওইটিই আপনাদের হারাধনের বোন। ওই ওরই কথা বলছিলাম।'

বলিয়াই সে হাসিতে লাগিল।

হাসিতে হাসিতে বলিল, 'ওরই অবস্থা বিশেষ ভাল ব'লে আমার বোধ হচ্ছে না।'

শশাঙ্কমোহন কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'কি হয়েছে কি ?'

গৌরী বলিল, 'কি হয়েছে বুঝতে পারছেন না ? রোগ হয়েছে।'

'কি রোগ ?'

গৌরী আবার হাসিয়া উঠিল।—'ছি ছি, আপনি এত বোকা ! এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি জমিদারী চালান ?'

এ-কথা অন্য কেহ বলিলে শশাঙ্কমোহন রাগিয়া হয়ত' তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িতেন, কিন্তু যে বলিতে জানে, প্রিয় হোক্, অপ্রিয় হোক, তাহার কাছে সবই সমান। শশাঙ্কমোহন রাগিলেন না, বরং একটু হাসিয়াই তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা স্বীকার করিলেন। বলিলেন, 'সত্যিই বুঝতে পারলাম না।'

গৌরী বলিল, 'এ সামান্য কথা বোঝবার অবশ্য কিছু নেই, তবে ও মেয়েটির কি হয়েছে জানেন? দিবারাত্রি আপনার প্রশংসা করে। আমি যত বলি যে, এত প্রশংসা করো না দিদি, অত ভাল লোক শশাঙ্কবাবু ন'ন, ততই সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। —রোগের সিম্‌টম্‌ বললাম এইবার রোগটা কি তা আপনি নিজেই বুঝে নিন্‌।'

শশাঙ্কমোহন কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, 'চুপ ক'রে রইলেন যে? কি ভাবছেন?'

শশাঙ্কমোহন এইবার একবার গৌরীর দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। বলিলেন, 'ভাবছি তোমার কথা। এদের সংসারে তুমি কতদিন আছ?'

'বেশি দিন নয়। মাস পাঁচ-ছয় হবে। বাবা মারা যাবার পর কলকাতা থেকে দেশের বাড়ীতেই চলে যাচ্ছিলাম, সরকার-মশাই এখানে নিয়ে এলেন।'

'তোমার ভাই আছে গৌরী?'

'না।'

দেশে তোমাদের কে আছে? কাকা, জ্যেঠা, আত্মীয় স্বজন……?'

'কেউ নেই। আছে শুধু একখানি অনেকদিনের পুরনো দোতলা বাড়ী আর কিছু জমি-জায়গা। তাও এখন ঠিক আছে কিনা জানি না।'

'তাহ'লে তোমরা এই তিনটি বোনই—'

'আর দিদি ছিলেন সরকার-মশাইএর স্ত্রী।'

'আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস্ করব গৌরী, কিছু মনে করবে না ?'

'কি কথা বলুন !'

শশাঙ্কমোহন একবার তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'তুমি বিয়ে করবে না ?'

গৌরী ম্লান একটুখানি হাসিল। এ-হাসি লজ্জার হাসি নয়—বড় দুঃখের হাসি। বলিল, 'তা কি আর জোর করে' বলা যায় শশাঙ্কবাবু, অদৃষ্টে থাকে ত' করব।'

শশাঙ্কমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অদৃষ্ট তুমি বিশ্বাস কর ?'

ঘাড় নাড়িয়া গৌরী বলিল, 'হ্যাঁ, করি।'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'তোমার মেজ বোনটিরও ত' বিয়ের বয়েস হয়েছে, তারও ত' বিয়ে দিতে হবে !'

'হবে বই-কি ! নিজের মন দিয়ে ত' সবাইকে বিচার করা চলবে না। সেইজন্যেই ত' আবার আমরা কলকাতায় ফিরে যেতে চাইছি।'

'কলকাতায় ত' কেউ নেই তোমাদের। কেমন করে' কোথায় গিয়ে থাকবে?'

গৌরীর মুখখানি হঠাৎ একটুখানি চিন্তাভারাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইল। বলিল, 'লেখাপড়াও বেশি শিখতে পারলাম না, চাকরিও হয়ত' কেউ দেবে না, তবু দেখব একবার চেষ্টা করে'। যাক্‌গে, সে-সব কথা শুনে আপনার কোনও লাভ নেই।'

বলিয়া হঠাৎ যেন সে তাহার সমস্ত চিন্তা দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া ফেলিয়া নিমেষের মধ্যেই আবার তাহার সেই পূর্ব্বের প্রফুল্লতা ফিরাইয়া আনিল। বলিল, 'বেশ চালাক লোক ত' আপনি! আমার সব কথা জেনে নিলেন?'

'জানলাম আর কোথায় গৌরী!' বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া শশাঙ্ক-মোহন কহিলেন, 'এক মুখে দু'কথা বলছ যে? এক্ষুণি আমায় বললে বোকা, আবার বলছ চালাক—'

গৌরী এতক্ষণ পরে হাসিল। বলিল, 'কখন একবার বোকা বলেছি তাও আপনি মনে করে' রেখেছেন? না না, বোকা আপনি ন'ন, বোকা আমিই।'

বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গৌরী আবার বলিল, 'ভাবি যে, নিজের দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কথা কাউকে আর বলব না, কিন্তু মানুষ বড় দুর্ব্বল, বিশেষত আমাদের এই মেয়ে জাতটা, নয় শশাঙ্কবাবু?'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'কেন?'

'কেন ?—যেম্নি একটুখানি দরদ, একটুখানি সহানুভূতি পেয়েছি, আর তৎক্ষণাৎ কোনও দ্বিধা সঙ্কোচ না করে' আপনার কাছে ধীরে-ধীরে সব কথাই বলে' ফেললাম।'

শশাঙ্কমোহন নীরবে মাথা হেঁট করিয়া গৌরীর কথাগুলা শুনিতেছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'ওইটুকুই কি তোমার সব—গৌরী ?'

কিন্তু কথা আর অগ্রসর হইল না, গৌরীরও জবাব দেওয়া বন্ধ রহিল। চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া কিরণ ঘরে ঢুকিল।

পেয়ালাটা লইয়া কি যে করিবে কিরণ তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না, হাত বাড়াইয়া শশাঙ্কমোহনের হাতে তাহা তুলিয়া দিতেও কিরণের লজ্জা! অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়া গৌরী নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিল। পেয়ালাটি কিরণের হাত হইতে নিজের হাতে লইয়া শশাঙ্কমোহনের হাতে দিয়া বলিল, 'খান্। কিন্তু চা হয়ত ভাল হয়নি, চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে।'

কিরণ বলিল, 'ভাল হয়নি ?'

কথাটা সে এত চুপিচুপি বলিল যে, শশাঙ্কমোহনও তাহা শুনিতে পাইলেন। চায়ে চুমুক দিয়াই তিনি কিরণের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'না, বেশ হয়েছে।'

গৌরী বলিল, 'চায়ের ভাল-মন্দ চেহারা দেখেই বোঝা যায়

শশাঙ্কবাবু !—তা ভাল কেমন করে' হবে বলুন, অতিরিক্ত ভাল করবার চেষ্টা করেছে যে ।'

এই বলিয়া সে কিরণের মুখের উপর হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তোমার শশাঙ্কমোহনবাবু না হয় খুব ভাল মানুষ আমি স্বীকার করলাম দিদি, তাই বলে' চায়ে কি আর অত বেশি দুধ দিতে হয় দিদি ? রং যে একেবারে সাদা হয়ে গেছে ।'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'আহা ওঁকে অত নিন্দে করছ কেন গৌরী, চা আমার বেশ ভালই লাগছে ।'

গৌরী বলিল, 'এ-ই আপনার ভাল লাগবে তা আমি জানি । কারণ যা সত্যিকারের ভালো তা আর আপনার ভাগ্যে কোনদিনই জোটেনি ।'

কথাটার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটুকু শশাঙ্কমোহন বুঝিলেন । বলিলেন, 'ঠিকই বলেছ গৌরী, আমার ভাগ্য বড় মন্দ ।'

গৌরী বলিল, 'তার জন্যে আমার মনে হয় আপনিই দায়ী ।'

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শশাঙ্কমোহন নীরবে কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবিয়া বলিলেন, 'হয়ত তা-ই ।'

কি একটা কথা বলিবার জন্য কিরণ অনেকক্ষণ হইতেই গৌরীর হাতের উপর চিম্‌টি কাটিতেছিল । গৌরী এতক্ষণ তাহা বুঝিতে পারে নাই । তাহার দিকে মুখ ফিরাইতেই চোখ টিপিয়া কিরণ

তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপিচুপি কহিল, 'তুমিই আর এক পেয়ালা করে' এনে দাও না!'

গৌরী তাহার অর্থ বোঝে। কাজেই কথাটা তাহার সে গ্রাহ্যই করিল না। বলিল, 'থাক্।'

প্রশ্নটা শুনিতে না পান্, গৌরীর জবাবটা শশাঙ্কমোহন শুনিতে পাইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি থাক্‌বে?'

গৌরী হাসিয়া বলিল, 'কিছু না। উনি আমাকে বলছেন এখান থেকে চলে যেতে। আমি একা এতক্ষণ ধরে' আপনার সঙ্গে কথা কইছি, এইবার উনি কইতে চান। বুঝতে পেরেছেন?'

এই বলিয়া গৌরী আবার মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

শশাঙ্কমোহনের চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল। হাতের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, 'তুমি কি আমায় শুধু ওই ইঙ্গিতই করবে গৌরী? নাঃ, আর পারলাম না। তোমার কথার জ্বালায় আমি জের্‌বার্ হ'য়ে উঠেছি। আজ আমি চললাম।'

শশাঙ্কমোহন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৌরী তাহাকে নিষেধ করিল না, ফিরিয়া বসিতেও বলিল না। হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, 'আসুন।'

শশাঙ্কমোহনও একবার ঠিক তেমনি করিয়াই কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রতিনমস্কার করিলেন। এবং দরজার কাছ পর্য্যন্ত আগাইয়া গিয়া আবার কি ভাবিয়া একবার পিছন ফিরিতেই

দেখিলেন, লণ্ঠনটি হাতে লইয়া বোধকরি পথ দেখাইবার জন্যই গৌরী ঠিক তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঈষৎ হাসিয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন, 'যত অভদ্র তুমি আমায় ভাবো, আমি তত অভদ্র নই গৌরী!'

গৌরী বলিল, 'তা বুঝেছি। সেই থেকে এতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে' গেল তা একবার বসতেও বললেন না,—এই ত' ভদ্রতা!'

শশাঙ্কমোহন হাসিয়া বলিলেন, 'বসবার দ্বিতীয় জায়গা কিছু ছিল না ব'লেই বলিনি। বসতে হ'লে আমার সঙ্গেই বসতে হ'তো।'

বলিয়া তিনি দরজার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন।

গৌরী বলিল, 'বসি কিনা একবার বলে' দেখতেও ত' পারতেন! আচ্ছা আসুন, নমস্কার!' বলিয়া আর জবাবের অপেক্ষা না করিয়া হাসিতে হাসিতে গৌরী তাহার হাত দিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। কথাটা শুনিয়া আনন্দে শশাঙ্কমোহনের মুখখানা যে কিরকম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তাহা দেখিবারও আর অবসর রহিল না।

কিরণ যে এতক্ষণ ধরিয়া রাগিয়া টং হইয়া আছে গৌরী তাহা বুঝিতে পারে নাই। দরজায় খিল বন্ধ করিয়া পিছন ফিরিয়া দেখে, কিরণ চলিয়া গেছে।

সুশীলা ও মোহিনী কি করিতেছে দেখিবার জন্য গৌরী বড় ঘরে গিয়া দেখিল, কিরণ তাহাদের কাছে আসিয়া বসিয়াছে। এবং শুধু চুপ করিয়া বসিয়া নাই, সুশীলার কানে-কানে চুপিচুপি কি যেন বলিতেছিল, গৌরীকে দেখিয়াই চুপ করিল।

গৌরী বলিল, 'ওঠো দিদি, ওদের এইবার খাইয়ে দেবে চল, নইলে সব ঘুমিয়ে পড়বে।'

মুখভার করিয়া কিরণ বলিল, 'কেন, তোমারও ত' হাত-পা আছে ভাই, তুমিও ত' দিতে পার।'

রীতিমত রাগের কথা। কিন্তু রাগের কারণটা যে কি হইতে পারে গৌরী তাহা প্রথমে ঠাহর করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দিদি কি আমার ওপর রাগ করেছ নাকি? কেন বল ত!'

'আমাদের কি আর রাগ-অভিমান আছে ভাই, আমরা সব জংলি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, ভদ্দরলোকের সাম্‌নে দশ ঘা জুতিয়ে দিলেও রাগ করব না।'

বলিয়াই সে মুখ ঘুরাইয়া ব্যাজার্‌-ব্যাজার্‌ ভাব দেখাইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

ভদ্রলোকের সুমুখে দশ ঘা জুতাইয়া দিবার উপমায় গৌরী বুঝিতে পারিল, শশাঙ্কমোহনের কাছে তাহার-তৈরি চায়ের নিন্দা করা তাহার উচিত হয় নাই, দ্বিতীয়ত, আর-এক পেয়ালা চা তৈরি করিয়া দিবার অছিলায় গৌরীকে যখন সে শশাঙ্কমোহনের কাছ হইতে তাড়াইবার মতলব করিয়াছিল, তখন সে কিরণকে সেখানে একা রাখিয়া নিজে সরিয়া গেলেই পারিত। কিন্তু তাহা সে পারে নাই। ইচ্ছা করিয়াই যায় নাই। কারণ সে শশাঙ্কমোহনকে চেনে এবং কিরণের দুর্ব্বলতাও তাহার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং না গিয়া সে ভাল করিয়াছে কি মন্দ করিয়াছে তাহা একমাত্র তাহার অন্তর্য্যামীই জানেন।

ইহারই জন্য কিরণের রাগ!

তা হোক্।

গৌরী বলিল, 'ওঠ্—তোরা ওঠ্! আমিই খেতে দিই গে—চল্। দিদির আজ মেজাজ্ ভাল নেই।'

হেঁটমুখে বসিয়া হিরণ কি যেন সেলাই করিতেছিল। বলিল, 'মেজাজ্ ওর কবেই বা ভাল থাকে দিদি?'

কিরণ বেশি দূরে যায় নাই। চালার একপাশে একটা খাটের উপর গিয়া চিৎ হইয়া শুইয়াছিল। হিরণের কথাটা তাহার কানে গেল। এবং যাইবামাত্র সেইখান হইতেই বলিয়া উঠিল, 'ওলো, তুই চুপ্ কর্, তুই আর চেঁচাস্‌নে।'

রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া সুশীলা ধীরে-ধীরে ডাকিল, 'দিদি !'

গৌরী পিছন ফিরিয়া বলিল, 'কি রে !'

'শোনো।' বলিয়া দিদিকে তাহার লেবুগাছটার কাছে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, 'কিরণ-দি আমাকে কি বলছিল জানো দিদি ? ওর সঙ্গে ভাব তুমি আর কোরো না।'

গৌরী ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'কেনরে ? কি বলছিল ?'

'সে যা-তা কথা দিদি, তোমার শুনে কাজ নেই।'

গৌরীর শুনিবার আগ্রহ হইল। বলিল, 'তবু শুনি !'

সুশীলা বলিল, 'কি আর শুনবে দিদি, ওর সঙ্গে ভাব তুমি আর রেখো না। বলছিল, জমিদার-বাবুর সঙ্গে তোর দিদি যে-সব কাণ্ড করতে সুরু করেছে, তা যদি আমি দাদাকে বলে' দিই, দাদা তোদের তৎক্ষণাৎ এ-বাড়ী থেকে বিদেয় করে' দেবে। তুই যদি দেখতে চাস্ ত' তোকে একদিন দেখাব দাঁড়া !'

গৌরী আবার একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'বলুক্‌গে ! চল্ তোদের খেতে দিই গে।'

এই বলিয়া সে হাসিয়া তাহার মন হইতে কিরণের কথাগুলাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু উড়াইয়া দিতে সে পারিল না। কিরণকে সে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়াই জানে। জানে সে

জীবনে কোনও শিক্ষাই পায় নাই, জানোয়ারেরা যেরূপভাবে বাড়িয়া ওঠে, বাল্যাবধি সেও ঠিক তেমনি ভাবেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, পরমানন্দে খাইয়াছে, পরিয়াছে, ঘুমাইয়াছে, আবার জাগিয়া উঠিয়া দিনের কাজ সুরু করিয়াছে। প্রয়োজন হইলে অবলীলাক্রমে মিথ্যা বলিয়াছে, খাওয়া-পরার অতি তুচ্ছ স্বার্থ লইয়া খাওয়া-খাওয়ি-মারামারি করিয়াছে, দুনিয়ায় ভাল-মন্দের কোনও বিচারই কোনদিন সে করিতে শিখে নাই। বিবাহ যখন তাহার হইয়াছিল তখন সে কিশোরী, আবার বিধবা যখন সে হইয়াছে, অনাগত যৌবন তাহার বহুদূরে। কিন্তু বিধবা হইয়াছে বলিয়া যৌবন তাহাকে রেহাই দেয় নাই—ঠিক সময়েই সে তাহার প্রচুর সৌন্দর্য্য সম্পদ লইয়া দেখা দিয়াছে। আজ সে তাহার জীবনের সঙ্গী চায়, যৌবন-বিকসিত দেহ-মনে অতৃপ্ত ক্ষুধার যে হাহাকার জাগিয়াছে আজ সে তাহার পরিপূর্ণ তৃপ্তি চায়!—তাহাকে দোষ দেওয়া বৃথা। সহজভাবে সে-ক্ষুধার খাদ্য না পাইলে সে চুরি করিবে, কারণ যে-শিক্ষা পাইলে চুরি করিবার গ্লানি মানুষের মনকে স্পর্শ করে, অপকর্ম্মের অপরাধে সমস্ত দেহ-মন বিরক্ত বিষাক্ত হইয়া ওঠে, সে শিক্ষা সে পায় নাই।

আজ সেই চুরি হইতে কিরণকে সে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে। তাহার উপর সে ত' রাগিবেই।

কিন্তু ইহার প্রতিকার কি?

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিছানায় শুইয়া শুইয়া গৌরী সেইকথাই ভাবিতে লাগিল। শিক্ষা, সংস্কার, সংযম, সভ্যতা এবং আদর্শ—কোনও কিছুরই অভাব যাহার নাই, তাহারও মন মাঝে-মাঝে যে দুর্নিবার শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া একেবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়ে,—ওই অশিক্ষিতা নারী কিরণ, আঁকড়িয়া ধরিবার মত কোনও অবলম্বনই যাহার নাই, সে তাহাকে প্রতিরোধ করিবে কেমন করিয়া ?

এম্‌নি সব নানান্ কথা ভাবিতে ভাবিতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গৌরীর চোখে ঘুম আসিল না। ভাবিল, সরকার-মশাই বাড়ী ফিরিলেই সে তাহার বোন দুইটিকে লইয়া আবার কলিকাতায় চলিয়া যাইবে। বাবার মৃত্যুর পর লাইফ্-ইন্‌সিওরের যে পাঁচ হাজার টাকা সে পাইয়াছে তাহাই সম্বল করিয়া অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে সুখ কিম্বা নিদারুণ দুঃখ—যাহা আছে তাহাকেই সে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই চলিয়া যাইবে বরং সে'ও ভালো, তবু এ পরের ভাবনা আর সে ভাবিতে পারে না, সরকার-মশাইএর সমস্যা তিনি নিজেই সমাধান করিবেন। কিরণ হিরণের অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।

*

* *

তাহার পরদিনও হারাধন সরকারের দেখা নাই!

সকাল হইতে কিরণের সঙ্গে গৌরীর কথাবার্ত্তা একরকম বন্ধ বলিলেই হয়। ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম তাহারা দু'জনেই করে, কাজেই নিতান্ত প্রয়োজন হইলে গৌরীই বরং দু'একটা কথা কিরণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিন্তু জবাবের ধরণ দেখিয়া তাহার রাগ যে তখনও পড়ে নাই সেকথা বুঝিয়া গৌরী মনে-মনে একটু-খানি হাসিয়াছে মাত্র। হিরণ ও সুশীলার একরকম বসিয়া বসিয়াই দিন কাটে। সংসারের কাজে তাহারা যদি-বা সাহায্য করিতে যায়, গৌরীও তাহাদের নিষেধ করে। ছোটখাটো সংসার,—কিই-বা এমন কাজ! বলে, 'তার চেয়ে যা না সুশী, তোর সেই ছেঁড়া কাপড়ের পা'ড়ের সুতো বের করে' হিরণকে দুটো আসন বুনতে শিখিয়ে দিগে যা।'

আসল কথা, গৌরী নিজেকে দিবারাত্রি কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে চায়।

কিন্তু যতই সন্ধ্যা হইয়া আসে, দেখা যায় কিরণ যেন একটু একটু করিয়া গৌরীর দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

উঠান পরিষ্কার করিয়া ঝাঁটাটা গৌরী হয়ত লেবুগাছের তলায় নামাইয়া রাখিয়াছে, কিরণ সেটাকে পা দিয়া খানিকটা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলে, 'যতই কাজ কাজ কর না বাপু, কলকাতার বাসায় কাজ করেছ বই ত' নয়! ঝাঁটাগাছটা যে লেবুগাছের নীচে রাখতে নেই তা আর জানবে কেমন করে' বল?'

গৌরী কূয়ার জল তুলিতে তুলিতে বলে, 'না ভাই তাত' জানিনে।'

কিরণ হাসিয়া বলে, 'জানো শুধু ইনিয়ে-বিনিয়ে ভাল ভাল কথা বলতে। দাও। সরো।' বলিয়া কূয়ার জল-তোলা দড়িটা তাহার হাত হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া নিজেই জল তুলিতে তুলিতে বলে, 'যাও এবার খানিকটে ওইখানে বসে বসে জিরিয়ে নাওগে। এক কলসি জল তুলতে গিয়ে হাঁপিয়ে সারা হলে, এই ত' গতর!'

বলিয়া তোলা জলটা হড়্ হড়্ করিয়া টিনের প্রকাণ্ড টবের ভিতর ঢালিয়া দিয়া কূয়ার নীচে আবার দড়ি ছাড়িতে ছাড়িতে বলে, 'দেখতেই শুধু ওই বাঁধন্ তোমার তা আমি জানি।—যাও, গা ধোবে ত' সাবানদানিটা নিয়ে এসো চট্ করে'!'

হাতে মুখে সাবান দিয়া দু'জনেই গা ধোয়, তাহার পর কিরণ

ও সুশীলাকে ডাকিয়া দিয়া তাহারা দু'জন একসঙ্গেই প্রসাধন সারিয়া লয়।

'স্নো'র শিশিটা খপ্‌ করিয়া তুলিয়া লইয়া কিরণ বলে, 'রয়েছে যখন, দে তবে এক-খাম্‌চা মেখেই নিই!'

বলিয়া হাতভর্ত্তি অনেকখানি 'স্নো' লইয়া কিরণ তাহার মুখখানাকে চোখের ভুরু-সমেত একেবারে সাদা করিয়া ফেলে। তাহার পর সাদা একখানি চুল-পাড় ধুতি পরিয়া যখন সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে, গৌরীর বুকের ভিতরটা তখন কেমন যেন করিতে থাকে, মুখে কিছু না বলিয়া সে চট্‌ করিয়া তাহার পরনের রঙিন শাড়ীটা বদ্‌লাইয়া সাদা একখানা আটপৌরে শাড়ী পরিয়া আসিয়া জিব কাটিয়া বলে, 'ছি ছি, কি বিপদেই না পড়তাম এখুনি! শাড়ীটা যে এতখানা ছেঁড়া তা আমি এতক্ষণ জানতেই পারিনি, ভাগ্যিস্‌ হাত দিয়ে দেখলাম!'

কিরণ অত-সব বুঝিতে পারে না। হাসিতে হাসিতে বলে, 'বেশ হ'তো তাহ'লে।'

তাহার পর ঠিক সময়েই শশাঙ্কমোহন আসিয়া হাজির হ'ন। ঠিক সময়ে বলিলে ভুল বলা হয়, কারণ সেদিন শশাঙ্কমোহন যখন আসিলেন, দিনের আলো তখনও নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই. লণ্ঠন জ্বালিবার দেরি আছে।

কিন্তু কিরণের বোধকরি অভিমান হইয়াছে। তাহার ইচ্ছা, গৌরী তাহাকে একবার না ডাকিলে সে যাইবে না।

গৌরী কিন্তু না ডাকিয়াই শশাঙ্কমোহনের কাছে আগাইয়া গেল। হাসিয়া বলিল, 'নমস্কার! আচ্ছা বলতে পারেন, সরকার-মশাই কবে আসবেন?'

শশাঙ্কমোহন ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার সেই নির্দ্দিষ্ট তক্তপোষের উপর গিয়া বসিলেন, বলিলেন, 'কেন? আসতে তাঁর নিশ্চয়ই দেরি হবে। একটা মহল ত' আর নয়!'

এই বলিয়াই তিনি তাঁহার পকেট হইতে সোনার 'সিগারেট কেস্' বাহির করিয়া বলিলেন, 'একটা সিগ্‌রেট্ যদি খাই ত' তোমার আপত্তি আছে?'

গৌরী বলিল, 'আপত্তি কিসের? খান্।'

শশাঙ্কমোহন সিগারেট ধরাইয়া মুখ দিয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িলেন। বলিলেন, 'একজন মহিলা একদিন আমায় বলেছিলেন, ওই সিগ্রেটের ধোঁয়া আমার মোটেই সহ্য হয় না। ও যদি তুমি খাও ত' আমি এক্ষুনি উঠে যাব। সেই থেকে মেয়েদের সামনে সিগ্রেট্ খেতে গেলেই আমার সেই কথাটা মনে পড়ে। তাই একবার জিগ্যেস্ করে' নিই। ভাল করি না? কি বল?'

আবার খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া শশাঙ্কমোহন গৌরীর মুখের পানে বোধকরি জবাবের প্রত্যাশায় একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

গৌরী বলিল, 'তবু ভাল। মেয়েদের আপনি এতটুকুও সম্মান দেন শুনে সুখী হ'লাম। হ্যাঁ,—একটা কথা আপনাকে আজ আমি বলতে চাই। বিয়ে ত' আপনি করেন নি শুনেছি, বাড়ীতেও ত' আপনাকে দেখবার শোনবার কেউ নেই, আপনি একটি বিয়ে করুন না!'

'বিয়ে?'—শশাঙ্কমোহন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'পাত্রী কোথায়? আছে নাকি তোমার জানা-শোনা?'

গৌরী বলিল, 'আছে। করেন ত' বলুন আমি সব ব্যবস্থা করে' ফেলি। বাল্যবিধবা হ'লে কোনও দোষ আছে?'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ! বিয়ে করব তাও আবার বিধবা মেয়ে!'

'হ'লেই-বা! আপনি ত' গোঁড়া ন'ন্। এতে আপনি সুখী হবেন। সত্যি বলছি, বিয়ে করলে আপনি সুখী হবেন।'

'তাই নাকি?' বলিয়া শশাঙ্কমোহন গৌরীর মুখের পানে তাকাইয়া মুখ হইতে খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িলেন। বলিলেন, 'বিয়ের সম্বন্ধ আমার অনেক বড় বড় লোকের বাড়ী থেকেই এসেছিল, কিন্তু সকলকেই তাড়িয়েছি। আজকাল আর আসে না। সম্ভবত আমার সুনাম-সুখ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্তই ছড়িয়েছে, তাই মনে হয় আমার সম্বন্ধে সবাই আজকাল হতাশ হয়ে গেছে।'

এই বলিয়া শশাঙ্কমোহন এমনভাবে হাসিতে লাগিলেন যে,

দেখিলে দয়া হয়। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে সৌভাগ্যবতীটি কোথায় থাকেন যিনি আমায় বিবাহ করে' সুখী হ'তে চান?'

'সে কথা জানবার ত' কোনও প্রয়োজন নেই। বিয়ে যদি করেন তাহ'লে বলতে পারি।'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'থাক্ আর বলবার দরকার নেই, আমি বুঝতে পেরেছি।'

গৌরী হাসিয়া বলিল, 'কি বুঝেছেন বলুন ত?'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'তুমিই যখন বললে না তখন আমিই বা বলতে যাই কেন? তবে এইটুকু জেনে রাখলেই বোধহয় তোমার যথেষ্ট হবে যে, কোনও বিধবা মেয়েকে বিয়ে করবার মত দুর্ভাগ্য আমার এখনও হয়নি।'

গৌরী একটুখানি লজ্জিত হইল। বলিল, 'ছি ছি, সেকথা ত' আমি বলিনি। বিয়ে যদি আপনি করতে চান ত' অনেক বড় লোকের অনেক কুমারী মেয়েই আপনার জন্যে হয়ত প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু আমি যার কথা বলছি, সে অত্যন্ত গরীব, বাল্য-কালেই বিধবা হয়েছে, সুন্দরী এবং সব-চেয়ে বড় কথা—আপনাকে পেলে সে নিজেও সুখী হবে, আপনাকেও সুখী করতে পারবে,—এই আমার বিশ্বাস।

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'না। বিয়ে আমি করব না।'

'তবে ত' সব গোলমালই চুকে গেল।' বলিয়া গৌরী ঈষৎ হাসিয়া একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, 'অন্ধকার হয়ে আসছে, আলো নিয়ে আসি।'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'থাক্ না! বেশ আছি।' বলিয়াই একটা ঢোঁক গিলিয়া গৌরীর মুখের পানে তাকাইয়া কহিলেন, 'সেদিন তোমায় বসতে না বলে' অভদ্রতা করেছিলাম, আজ বলছি —এসো—বোসো!'

বলিয়া তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া গৌরীর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া সজোরে তাহাকে তিনি একেবারে তাঁহার কোলের কাছে টানিয়া আনিলেন।

কিন্তু গৌরী সে-জাতের মেয়ে নয়। তৎক্ষণাৎ এক ঝাঁকানি দিয়া হাতখানা তাহার ছাড়াইয়া লইয়া একটুখানি দূরে সরিয়া গেল। মুখের চেহারা দেখিয়া মনে হইল অত্যন্ত রাগিয়াছে। বলিল, 'ছি, শশাঙ্কবাবু, ছি! অনেক নারীর অনেক সর্ব্বনাশ আপনি করেছেন কিন্তু এখনও মানুষ চিনতে শেখেন নি।'

শশাঙ্কমোহনের ব্যবহার অত্যন্ত স্পষ্ট হইলেও গৌরীর কথা শুনিয়া বোধহয় তিনি লজ্জিত হইলেন এবং নিজের দুর্ব্বলতাটুকু ঢাকিবার জন্য বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি হঠাৎ এমন রেগে উঠলে কেন গৌরী, আমি তোমায় শুধু বসতে বলেছি, আর ত' কিছু আমার—'

কথাটাকে গৌরী আর শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'থাক্, খুব হয়েছে। নিজের ওই সর্ব্বনাশা দুর্ব্বলতাকে অনর্থক আর ঢাকবার চেষ্টা করবেন না। এই রকম ভাবে জানোয়ার হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বিয়ে করে' সুখী হবার চেষ্টা করা বোধহয় ভাল। সেইজন্যেই আপনাকে বিয়ের কথা বলেছিলাম।'

শশাঙ্কমোহন মাথা নীচু করিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিলেন, 'তবে শুনবে গৌরী, তোমায় আমার এত ভাল লেগেছে যে, বিয়ে যদি করতে হয় ত' একমাত্র তোমাকেই বিয়ে করতে পারি।'

গৌরী ম্লান একটুখানি হাসিল। বলিল, 'ভাল লাগার ল'ক্ষণ বুঝি এই? আপনি চাইলে কি হবে, আমি যে আপনাকে বিয়ে করতে পারি না।'

'কেন পার না গৌরী?'

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না। বিয়ে করে' আপনাকে সুখী করতে পারব কি না জানি না, তবে আমি যে সুখী হব না এ-কথা সত্যি। কাজেই নিজের সুখ যদি দেখতে হয় তাহ'লে বিয়ে আপনাকে আমি করতে পারি না।'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'কেন সুখী হবে না গৌরী? আমি আমার যা-কিছু মন্দ তোমায় পেলে সবই আমি পরিত্যাগ করব। তোমায় আমি আমার—'

গৌরী বলিয়া উঠিল, 'বুঝলাম, কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার

ধারণা যে অত্যন্ত খারাপ! তাদের ওপর আপনার শ্রদ্ধা যে একেবারেই নেই! আপনাকে বিয়ে করে' কি নিয়ে আমি বেঁচে থাকব বলুন? আপনার ঐশ্বর্য্য ত' আমায় বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না!'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'বেশ ত', আমি যদি অমানুষই হ'য়ে থাকি গৌরী, তুমি আমায় মানুষ করে' তুলবে। মেয়েদের ওপর শ্রদ্ধা-সম্মান আমার যাতে বাড়ে সে ব্যবস্থা তুমিই কোরো গৌরী, তোমায় পেলে আমি নিজেকে একেবারে তোমার হাতে বিলিয়ে দেবো দেখো।'

'সে হয় না শশাঙ্কমোহনবাবু, তার চেয়ে সুখী যদি হ'তে চান ত' এমন একটি মেয়ে বিয়ে করুন—যার স্বাস্থ্য ভালো আর যে দেখতে-শুনতে সুন্দরী। শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করবেন না। দেহ-সর্ব্বস্ব মেয়ে বিয়ে করুন, অর্থাৎ মন যার জাগেনি—এই রকম মেয়ে। তবে যদি সুখী হ'তে পারেন। দাঁড়ান, আলো নিয়ে আসি। আপনার কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার আর ভরসা হয় না।' এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া গৌরী তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া দেখে, কিরণ ঠিক চোরের মত জানালার পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গৌরীকে ঘর হইতে বাহিরে

আসিতে দেখিয়াই সে পলায়ন করিতেছিল, গৌরী বলিল, 'যাচ্ছ কোথায় দিদি, এসো না!'

'না ভাই, তোদের সব কত রকমের বিয়ে-থা'র কথা হচ্ছে, তার মাঝখানে আমি আর কেন—' বলিয়া সেইখানেই সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আলো হাতে লইয়া গৌরী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তখনও সে ঠিক তেমনিভাবে লেবু গাছটির কাছে দাঁড়াইয়া আছে। গৌরী আবার ডাকিল, 'এসো দিদি, এসো।'

কিরণ প্রস্তুত হইয়াই ছিল, ডাকিবামাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে সে তাহার পিছু পিছু বৈঠকখানায় গিয়া প্রবেশ করিল।

গৌরী ঘরে ঢুকিতেই দেখে, চ্যাপ্‌টা শিশির মত কি-একটা বস্তু তাহাকে দেখিয়াই শশাঙ্কমোহন কেমন যেন একটুখানি সন্ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার পকেটের ভিতর লুকাইয়া রাখিতেছেন।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, 'কী ওটা?'

'কিছু না। ওষুধ।' বলিয়াই তিনি আবার একটা সিগারেট ধরাইয়া চোঁ চোঁ করিয়া টানিয়া খুব খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'এই যে! কি গো! তুমি যে এতক্ষণ আসনি?'

গৌরী একবার কিরণের মুখের পানে তাকাইয়া মুখ টিপিয়া

হাসিল। বলিল, 'এসেছিলেন, তবে ঘরে ঢোকেননি। বাইরে জানলার কাছে—'

'যাঃ!' বলিয়া কিরণ তাহার একটা আঙুল ধরিয়া এমন ভাবে মট্‌কাইয়া দিল যে, যন্ত্রণায় গৌরীর মুখের কথা মুখেই আট্‌কাইয়া রহিল।

'কর কি, কর কি!' বলিয়া বিনা কারণেই শশাঙ্কমোহন উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং টলিতে টলিতে আগাইয়া আসিয়া কিরণের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে তাঁহার নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া তিরস্কারের ভঙ্গীতে কহিলেন, 'ছি! অম্‌নি করে' আঙুল মট্‌কে দিতে আছে কি?'

কিরণ তখন আহ্লাদে একেবারে গদগদ হইয়া শশাঙ্কমোহনের বুকের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে।

গৌরী ত' অবাক্!

শশাঙ্কমোহনও আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। কিরণকে লইয়াই তিনি পুনরায় তক্তপোষের উপর গিয়া বসিলেন এবং কিরণের কাঁধে হাত রাখিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, 'এই রকম মেয়ে তুমি আমায় বিয়ে করতে বলছিলে, নয় গৌরী?'

কথা বলিবার ভঙ্গী এবং তাঁহার আচার-আচরণ দেখিয়া গৌরীর আর জানিতে বাকি রহিল না যে, শশাঙ্কমোহনের শরীরে তখন ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ঘরে আলো আনিবার

সময় পকেট হইতে শিশি বাহির করিয়া যে-ঔষধ তিনি খাইয়াছেন, সে-ঔষধ যে কিসের ঔষধ, তাহাও গৌরী বেশ টের পাইল। কিন্তু এ-অবস্থায় আর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা চলে না।

গৌরী তাহার মুখে কোনও কথা না বলিয়া তাহাদের কাছে আগাইয়া গেল এবং ক্ষুধিত জানোয়ারের কবল হইতে কিরণকে ছিনাইয়া আনিবার জন্য হাত বাড়াইতেই কিরণকে শশাঙ্কমোহন দুই হাত বাড়াইয়া এমন ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে, সেখান হইতে তাহাকে উদ্ধার করা শক্ত।

গৌরী তবুও নিরস্ত হইল না। কিরণের হাতে ধরিয়া বলিল, 'উঠে এসো দিদি, আর শশাঙ্কমোহনবাবু, আপনি আজকার মত বাড়ী যান! আপনি একটুখানি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন।'

ইচ্ছা থাকিলে কিরণ হয়ত অনায়াসেই উঠিয়া আসিতে পারিত কিন্তু সেও উঠিয়া আসিল না, শশাঙ্কমোহনও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

হাসিটা গৌরীর কানে যেন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মতই আসিয়া বাজিল। অথচ চোখের সুমুখে এ-দৃশ্য দেখাও যায় না। তখন সে একেবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া জোর করিয়া শশাঙ্ক-মোহনকে সেইখানেই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কিরণের হাতে ধরিয়া সজোরে তাহাকে সেখান হইতে তুলিয়া আনিয়া বলিল, 'বেরোও তুমি এখান থেকে! ছি!'

এই বলিয়া কিরণকে একরকম জোর করিয়াই ঘরের বাহির করিয়া দিয়া শশাঙ্কমোহনকেও বিদায় করিবার জন্য তাঁহার কাছে আসিয়া দেখিল, মদের নেশায় তখন তাঁহার চোখ দুইটা হইয়াছে লাল এবং অসংলগ্ন ভাষায় মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া কি যে বলিতেছেন কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

গৌরী বলিল, 'উঠুন আপনি। আজকার মত বাড়ী যান।'

কথাটা শুনিয়াই মুখ তুলিয়া শশাঙ্কমোহন গৌরীর মুখের পানে তাকাইলেন। বলিলেন, 'কোথায় যাব গৌরী? বাড়ী?—আমার বাড়ী নেই, আমার কেউ নেই, আমি সত্যি—সত্যি বলছি গৌরীরাণী, আমি নিতান্ত হতভাগা, আমি পাষণ্ড, নরাধম, আমি মাতাল,—আমি সব।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি যেন আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। সেইখানেই প্যাচ্ করিয়া খানিকটা থুতু ফেলিয়া গৌরীর দিকে দু'হাত বাড়াইয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিতে লাগিলেন, 'তুমি আমায় বাঁচাও গৌরী, তুমি আমায় এই মৃত্যুর হাত থেকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাও রাণী, আমি বাঁচতে চাই, আমি বাঁচতে চাই!'

বলিতে বলিতে তিনি নেশার ঝোঁকে কাঁদিয়া ফেলিলেন, দুই চোখ দিয়া তাঁহার দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সেই শতচ্ছিন্ন একটা সংরক্ষ-

বিছানো তক্তপোষের উপর নিতান্ত দীনহীনের মতই শুইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

কে বলিবে এ-ই সেই প্রবল প্রতাপান্বিত দুর্দ্ধর্ষ জমিদার শশাঙ্কমোহন!

নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে গৌরী কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল। মনে হইল ইহাই যেন তাঁহার আসল রূপ, মানুষটি হয়ত এম্‌নি অসহায়, এতই দুর্ব্বল! কিন্তু আশ্চর্য্য, যে মদ্যপায়ী পাষণ্ডের কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্য গৌরীর ব্যাকুলতার আর অন্ত ছিল না, এতক্ষণ পরে তাহারই এই ব্যাকুল ক্রন্দন অকস্মাৎ গৌরীর গোপন অন্তস্থলের কোথায় যে কোন্ বেদনার তন্ত্রীতে গিয়া আঘাত করিল কে জানে, খানিক পরে আপনা হইতেই সে ধীরে-ধীরে তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া মাথার কাছটিতে চুপ করিয়া বসিয়া ডাকিল, 'শশাঙ্কবাবু!'

নিতান্ত অসহায়ের মত মুখ না তুলিয়াই প্রশ্নকারিণীর দিকে শশাঙ্কমোহন তাঁহার হাত দুইটি বাড়াইয়া, একখানি হাত তাহার দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

গৌরী বলিল, 'ছি! চুপ করুন শশাঙ্কবাবু!'

শশাঙ্কমোহন চুপ করিলেন কিন্তু মুখ তুলিয়া তাকাইলেন না, তেমনি মুখ গুঁজিয়া শুইয়া শুইয়াই গৌরীর হাতখানি আর-একটু

জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'আজ আমি তোমার কাছে আমার অপরাধ স্বীকার করছি গৌরী, আমায় তুমি ক্ষমা কর।'

গৌরী নীরবে নতমুখে বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, 'ভেবে দেখেছি শশাঙ্কবাবু, আপনি অত্যন্ত অসহায়। এর জন্যে আপনাকে আমি খুব বেশি দোষ দিতে পারি না।'

এরকম সহানুভূতি নারীর কাছ হইতে জীবনে তিনি একরকম পান নাই বলিলেই হয়। শশাঙ্কমোহন চুপ করিয়া রহিলেন।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার মা আছেন?'

ঘাড় নাড়িয়া শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'না। কবে কোন্ বাল্যকালে যে মরেছেন তা আমার মনেও নেই।'

'বোন্?'

'না।'

'মাসী, পিসি, অন্য কোনও আত্মীয়া?'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'কেউ নেই। সেদিক দিয়ে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। কারও ভারই আমায় গ্রহণ করতে হয়নি, অথচ ভার বহন করবার সামর্থ্য আমার ছিল। ভার যাদের বহন করেছি তাঁরা আমার বহু-দূর সম্পর্কের কেউ হয়ত' হবেন, নিতান্ত স্বার্থের খাতিরেই এসে জুটেছিলেন।'

গৌরী বলিল, 'না, ভার বহন করবার কথা আমি বলছি না, আমি বলছি অন্য কথা। ছেলেবেলা থেকে কোনও মেয়ের সত্যিকারের স্নেহ-ভালবাসা আপনি পাননি, পেলে হয়ত' মেয়েদের ওপর কিছু শ্রদ্ধা আপনার থাকতো, মেয়েরা যে শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের বস্তু সেকথা মন আপনার কিছুতেই স্বীকার করতে চাইতো না। কাজেই সেদিক দিয়ে আপনার ভাগ্য অত্যন্ত খারাপই বলতে হবে।'

শশাঙ্কমোহন বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু সে ত' আমার অপরাধ নয় গৌরী!'

'সেই কথাই ত' বলছি। সেইজন্যেই ত' আপনাকে অসহায় বললাম। কিন্তু সে যাই হোক্, আপনি মূর্খ ন'ন্, অশিক্ষিত ন'ন্, নিতান্ত সাধারণও নন, সুতরাং এবার থেকে আশাকরি আপনি নিজে একটুখানি সংযত হয়ে চলবেন।'

শশাঙ্কমোহন চুপ করিয়া রহিলেন।

গৌরী বলিতে লাগিল, 'আপনাকে উপদেশ দেবার শক্তি আমার নেই, কিন্তু দেখুন, আমাদের যে-বস্তুর ওপর আপনার লোভ, ওইটুকুই আমাদের সর্ব্বস্ব, আমাদের সারাজীবনের গৌরব। দস্যুর মত আপনি যদি সেইখানেই আপনার শক্তি প্রয়োগ করেন ত' নিজেকে রক্ষা হয়ত আমরা করতে পারব না, কিন্তু তার জন্যে সারাজীবন ধরে' যে-অভিশাপ আমরা দেবো তা থেকে আপনি

নিজেকেই বা রক্ষা করবেন কেমন করে’? মানুষের অন্তর থেকে যে-অভিশাপ বেরিয়ে আসে তার শক্তি বড় ভয়ঙ্কর শশাঙ্কবাবু, বিধাতার শাস্তির মতই তা কঠোর। সেইজন্যেই মানুষ মানুষের অভিশাপকে এত ভয় করে।’

শশাঙ্কমোহন বাবু এতক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া কথা কহিলেন। বলিলেন, ‘সে অভিশাপ থেকে ত’ তুমি আমায় বাঁচাতে পার গৌরী!’

গৌরী ঈষৎ হাসিল। সে বড় করুণ হাসি। বলিল, ‘আমার আরও দুটি বোন আছে তা বোধহয় আপনি জানেন। তাদের অভিভাবক বলতে একমাত্র আমিই। দু’জনেরই বিয়ে দিতে হবে। আরও কিছু লেখাপড়া শেখাবার ইচ্ছেও আমার ছিল, কিন্তু সে সঙ্গতি আমার নেই। তাদের বিয়ে আমি আগে চুকিয়ে দেবো, তারপর খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কথা ভাবব। এখন তাদের বিয়ে এবং তার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন, তারই চিন্তায় রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় না শশাঙ্কবাবু, এর-ওর সঙ্গে জোর করে’ হেসে আনন্দ করে’ সে-কথাটা খানিকক্ষণ ভুলে থাকবার চেষ্টা করি মাত্র।’

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, ‘তোমার সে চিন্তার বোঝা আমার ওপর চাপিয়ে দিলেই ত’ পার গৌরী, আমি তা সানন্দে বহন করব।’

গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'না, তা হয় না শশাঙ্কবাবু, সেকথা আমি ভেবে দেখলাম। তাতে আপনার সম্মানের হানি হবে, দ্বিতীয়ত এ-বিয়ে সুখের হবে না। তার চেয়ে আমি যা বললাম তাই করুন। সুন্দরী একটি স্বাস্থ্যবতী মেয়ে দেখে আপনি বিয়ে করুন।'

শশাঙ্কমোহনও উঠিয়া বসিলেন এবং গৌরীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'আমার আজকের অপরাধ তুমি যদি ক্ষমা করতে পেরে থাকো গৌরী ত' আশা করি আমার এ প্রস্তাবও তুমি আর-একবার ভাল করে' ভেবে দেখবে।'

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'দেখব।'

বলিয়াই সহসা জানালার দিকে তাহার নজর পড়িতেই মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। দেখিল, কিরণ তাহার মেজ বোন্ সুশীলাকে ডাকিয়া আনিয়া জানালার কপাটটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দু'জনে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, তাহাকে উঠিতে দেখিয়াই তাহারা তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতেছে। কিরণের উপর রাগে তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল।—ছি ছি, মূর্খ হইলে কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞানও তাহার থাকিতে নাই! উহাদের উপর অনুকম্পা করা বৃথা। মানুষ হইয়া উহারা বৃথাই জন্মিয়াছে।

শশাঙ্কমোহনকে বিদায় করিয়া গৌরী একবার ভাবিল, কিরণকে বেশ করিয়া দু'কথা শুনাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার কাছে গিয়া সে চুপ করিয়াই রহিল। মুখ দিয়া কোনও কথাই তাহার বাহির হইতে চাহিল না।

কিন্তু সুশীলাকে কিছু বলা প্রয়োজন। না বলিলে কিরণ তাহাকে যে-ভুল বুঝাইয়াছে তাহাই হয়ত সে বুঝিয়া বসিবে।

রাত্রে তাহারা তিন বোন একসঙ্গে শোয়।—গৌরী, সুশীলা ও মোহিনী। মোহিনীর ঘুমাইয়া পড়িতে দেরি হইল না। গৌরী একবার তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিল। তাহার পর সুশীলার দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিল, 'সুশী!'

'উঁ!'

'ঘুম পেয়েছে?'

'না।'

'কাছে সরে' আয়!'

সুশীলা তাহার মাথার বালিশটি টানিয়া দিদির কাছে সরিয়া আসিল।

গৌরী তাহার গায়ে হাত দিয়া ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরণ তোকে তখন কি বলে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল সুশীলা?'

সুশীলা বলিল, 'বললে, তোর দিদি বোধ হয় শশাঙ্কবাবুকে

বিয়ে করবে, আমায় তাড়িয়ে দিয়ে বিয়ের কথাবার্ত্তাই কইছে ছ'জনে। আয় শুনবি আয়।'

গৌরী বলিল, 'আর-কিছু বলেনি ?'

'না। আমি প্রথমে যেতে চাইলাম না, কিন্তু ও আমায় জোর কোরে' ধরে' নিয়ে গেল।'

গৌরী ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তারপর, কি দেখলি ? কি শুনলি ?'

সুশীলাও হাসিল। বলিল, 'ভাল করে' কিছুই শুনতে পেলাম না দিদি।'

এই বলিয়া হাত দিয়া দিদির আঙুলের আংটিটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে সুশীলা বলিল, 'বেশ ত' হবে দিদি, কর না বিয়ে ! তোমাদের বেশ মানাবে কিন্তু।'

গৌরী বলিল, 'সেই কথাই শশাঙ্কবাবু বলছিলেন বটে। আমিও তাঁকে বেশ ভাল করেই পরীক্ষা করে' নিলাম, লোকটি যে নেহাৎ মন্দ তা নয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভেবে দেখলাম—বিয়ে আমি ওঁকে করব না। তোর কথাও একবার ভেবেছিলাম, কিন্তু তোকেও আমি ওঁর হাতে দিতে পারি না সুশীলা।'

ছ'জনেই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। জানালার পথে খানিকটা জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল, সুশীলা সেই-দিক পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। গৌরী

আবার বলিল, 'চল্ আমরা আবার কলকাতায় চলে যাই। তোর আই-এ পড়া আর হবে না সুশীলা, তার চেয়ে ভাল দু'টি পাত্র দেখে তোদের দু'জনার বিয়ে আমি আগে দিয়ে দিই, তারপর—'

সুশীলা বলিল, 'দু'জনের মানে? আমার আর মোহিনীর?'

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

'মোহিনীর বিয়ে দেবে? এক্ষুনি? এই এত ছোটতে?'

গৌরী বলিল, 'মন্দ কি? বয়েস ত' ওর তেরো হ'লো। দেখাই যাক্ না—একজনের ছোটতে বিয়ে দিয়ে—কি হয়।'

সুশীলা বলিল, 'আর তুমি বুঝি আইবুড়ো থাকবে? তা হবে না দিদি।'

গৌরী সস্নেহে তাহাকে তাহার বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'না রে, আইবুড়ো থাকব কেন? তোদের আগে দিয়ে দিই, তারপর নিশ্চিন্তি হয়ে যেমন-হোক্ দেখেশুনে একটা নিলেই হবে।'

সুশীলা বুঝিল, দিদি কেন তাহাদের দু'জনেরই বিবাহ একই সঙ্গে শেষ করিয়া দিতে চায়। তাহাদের মা নাই, বাবা নাই, আত্মীয় স্বজন যাঁহারা আছেন তাঁহারা না থাকার মধ্যেই। অভিভাবিকা বলিতে একমাত্র এই দিদি। দিদি হয়ত ভাবিয়াছে—মানুষের কোন্ সময় কি হয় কিছুই হয়ত বলা যায় না—তাই সে ওই ছোট বোন্ মোহিনীর বিবাহটাও এত শীঘ্র সারিয়া ফেলিতে চায়।

প্রসঙ্গটা দুঃখের। কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল এবং কিয়ৎ-ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর গৌরী দেখিল, সুশীলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সেও তখন তাহার সেই নিদ্রিত মুখের উপর সস্নেহে একটি চুম্বন করিয়া চোখ বুজিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া বৃথাই ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

*　　*

মফঃস্বল হইতে ফিরিতে হারাধন সরকারের আরও দু'তিনদিন দেরি হইল।

ফিরিয়াই শুনিল, গৌরীরা তিন বোন কলিকাতায় চলিয়া যাইতে চায়।

বলিল, 'সে কি রে! কলকাতায় কার কাছে যাবি শুনি? কে আছে সেখানে?'

গৌরী বলিল, 'আমার কোথায়ই বা কে আছে সরকার-মশাই? আমার সব ঠাঁইই ত' সমান।'

কথাটা শুনিয়া হারাধন বোধকরি একটুখানি ক্ষুন্ন হইল। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'হুঁ। বোন্ না থাকলে ভগ্নিপতি কখনও আপনার হয় না, না রে গৌরী?'

গৌরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'রাগ করলেন?'

'করব না? আমাকে যদি তোর আত্মীয় বলেও না ভাবিস গৌরী, তাহ'লে কি মনে হয় জানিস?'

'কি মনে হয় ?'

'মনে হয় বুঝি আমার টাকাকড়ি নেই, টাকা দিয়ে তোদের বিয়ের ব্যাপারে হয়ত' আমি সাহায্য করতে পারব না বলেই আজ এত বড় শক্ত কথা তুই আমায় শোনাতে পারলি !'

গৌরী হাসিয়া তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল, 'না গো না মশাই, তা নয়। এখানে থাকলে বোনেদের বিয়ের ব্যবস্থা কিছুই আমি করতে পারব না, অথচ ও ঝঞ্ঝাট আমি তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে চাই।'

গৌরী হয়ত আরও-কিছু বলিত, কিন্তু হারাধন তাহাকে বলিতে দিল না। বলিল, 'কেন ? দেশে এত-এত মেয়ের বিয়ে হচ্ছে আর তোরাই বা এমন কি একেবারে দুষ্প্রাপ্য অপ্সরা যে, এখানে থাকলে তোদের বর জুটবে না ? এই ধর্—আমিই ত' একজন মূর্ত্তিমান বর রয়েছি তোদের চোখের সাম্‌নে, কর্ না কে করবি বিয়ে ! তুই করতে পারিস্, সুশীলা করতে পারে, মোহিনীর কথা না হয় ছেড়েই দে, ও ছেলেমানুষ। আর ছেলেমানুষই বা কিসের ! তেরো বছরে মেয়েদের অনেক সময় ছেলে হয়। তোর দিদিরই ত' হয়েছিল।'

গৌরী আবার হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তাহ'লে আমার আর ভাবনা নেই বলুন। আচ্ছা জামাইবাবু, আমাদের হিন্দু-সমাজে একটা লোক একসঙ্গে দু'চারটে বিয়েও ত'

করতে পারে, তাহ'লে তাই করুন না! না হবে টাকার খরচ, না করতে হবে বরের অন্বেষণ—একেবারে নিশ্চিন্তি! আমরা তিন বোন্ তিনটি সতীন হ'য়ে পরমানন্দে আপনার গৃহ আলোকিত করে' বসে থাকব।'

হারাধন বলিল, 'মাইরি বলছি গৌরী, হাসির কথা বলে' উড়িয়ে দিস্‌নে। লোকে যে সেকথা কানাঘুষো না করছে এমন নয়। লোকে কি বলছে জানিস্? বলছে—সরকার বোধহয় আবার আর-একটা বিয়ে করবে। অনন্ত ত' সেদিন আমার মুখের ওপরেই বলে বসলো—বিয়েটা তাহ'লে কবে হচ্ছে সরকার? আমি ত' অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম, 'কবে? কার বিয়ে? সে বললে, 'তোমার বিয়ে। তা কি আর আমরা জানি না মনে করেছ? অত বড় উপযুক্ত শালীকে এনে রেখেছ বাড়ীতে। বিয়ে করবে তা আমরা জানি।' আমি শেষে অনেক করে' বুঝিয়ে বললাম,—'রামঃ! বিয়ে আমি আর করতে চাই না। তোমরা ভুল বুঝেছ অনন্ত।' কিন্তু সে কি আর সহজে বুঝতে চায়! দেশময় রাষ্ট্র করে' বেড়াচ্ছে যে, আমিই তোকে বিয়ে করব।'

তাহার এই পরমাত্মীয় হিতৈষী ভগিনীপতিটির অন্তর্নিহিত মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া গৌরীর মুখের হাসি সহসা বন্ধ হইয়া গেল। এবং মনে-মনে সঙ্কল্প করিল যে, কাল পরশু যেদিন হোক্ এখান হইতে তাহারা পলায়ন করিবেই।

কলিকাতা হইতে বাসা তুলিয়া দিয়া ভগিনীপতির কাছে আসিবার সময় বাসার জিনিসপত্র গৌরী তাহার এক অন্তরঙ্গ মহিলা বন্ধুর বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছিল। হারাধন বলিয়াছিল সব-কিছু সঙ্গে লইয়া আসিতে, কিন্তু গৌরী তাহা শোনে নাই।

গৌরী তাহার সেই বন্ধুর কাছে এক পত্র লিখিল। লিখিল,

ভাই রেণুকণা,

তোর কথাই শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হ'লো। আবার আমাদের কলকাতা যেতে হচ্ছে। গিয়ে যদি তোর বাড়ীতে উঠি ত' তোর অসুবিধে হবে না ত? একে ত' এখানে আসবার সময় আমাদের যাবতীয় জিনিসপত্র দিয়ে তোর ঘর বোঝাই করে' এসেছি, তার ওপর নিজেরা তিন বোনে যদি আবার তোর বাকি জায়গাটুকুও বোঝাই করে' ফেলি ত' রাগ করিসনে। দু-চারদিনের ভেতর আমরা যেমন হোক্ একটি নতুন বাসার সন্ধান করে' নেবো। পারিস্ ত' ভাইকে দিয়ে নতুন একটি বাসার সন্ধান এখন থেকেই করে' রাখিস ভাই। ভাড়া যেন পঁচিশ ত্রিশের বেশি না হয়।

আশা করি ভাল আছিস। আমাদের ভালবাসা জানিস্। সুশীলা, মোহিনী ভাল আছে। ইতি—

তোর—গৌর

অনিবার্য্য

চিঠির জবাব আসিল তিনদিন পরে।

রেণুকণা লিখিয়াছে—

'আমায় যদি তোর এত বেশি পর মনে হয় ত' আমার বাড়ীতে তোরা যেন আসিস্‌নে। সত্যি বলছি আসিস্‌নে গৌরী, ভাল কাজ হবে না। তোর জিনিসপত্র আমি আর রাখতে পারব না। সাতদিনের ভেতর নেবার ব্যবস্থা যদি না করিস ত' সবগুলি একে একে টান মেরে পথের ওপর ফেলে দেবো। আমার ভাই কি তোর চাকর যে, তোর জন্যে বাসা খুঁজে খুঁজে মরবে?

তোরা আসবি শুনে মা'র আমার আহ্লাদের আর বাকি কিছু নেই। কিন্তু মাকে আমি আজ সকালে আচ্ছাটি করে' ধমকে দিলাম। বললাম, তুমি ওদের আপনার ভাবলে কি হবে মা, গৌরী আমাদের নিশ্চয়ই পর ভাবে। তা যদি না ভাববে ত' এইরকম চিঠি লেখে কখনও? জানে না যে, আমাদের এত বড় প্রকাণ্ড বাড়ী শুধু মানুষ অভাবে খাঁ খাঁ করছে? জানে সব। জেনেশুনে

ভালবাসা তোকে আমার দিয়েও কাজ নেই, নিয়েও কাজ নেই। তুই মর্—তুই মর্—তুই মরে যা! ইতি—

রেণুকণা মিত্র

রেণুর এই পত্রখানি পড়িয়া গৌরীর চোখ দুইটি ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। ভাবিল, অকৃত্রিম বন্ধু বলিতে হিতৈষী বলিতে পৃথিবীতে তাহার এখনও অন্তত এই একজনও আছে!

কলিকাতা যাইবার সবই সে ঠিক করিয়া ফেলিল। হারাধনের নিষেধ সে কোনো প্রকারেই শুনিল না। হাসিয়া বলিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সরকার-মশাই। বোন-দুটোর বিয়ে হয়ত' দিয়ে ফেলতে পারি, কিন্তু মুখ ফুটে আপনার মনের কথা যখন আপনি আমায় জানিয়েই ফেলেছেন তখন এ-লোভ হয়ত' আমি জীবনেও সম্বরণ করতে পারব না, নিজে শুধু আপনার প্রতীক্ষাতেই দিন গুণব।'

এই বলিয়া হঠাৎ কি কথা তাহার মনে পড়িতেই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

হারাধন বলিল, 'হাসছিস্ বুঝি তোর তামাসা মনে হচ্ছে?'

গৌরী বলিল, 'না না তামাসা কেন হবে সরকার-মশাই! আপনি যখন আমায় বিয়ে করতে যাবেন তখন যেন আপনার ওই টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে যাবেন। তারপর ফেরবার সময় আমিও ওই ঘোড়ায় চড়েই ফিরব। চোখ বুজে ভাবব যেন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়ে কোন্ অচিন্ দেশের রাজপুত্র তেপান্তরের মাঠ প্রান্তর পেরিয়ে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে কোন্ অচেনা রাজপুরীতে আমায় হরণ করে' নিয়ে যাচ্ছে।—কেমন?'

হারাধন আর কিছু না বলিয়া গম্ভীরমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বৈকালে শশাঙ্কমোহনের কাছারি হইতে ফিরিয়া হারাধন বলিল, 'যেতে চাচ্ছিস্ কলকাতায়—যা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি যে হবে তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি গৌরী। নাঃ, একদিন এই তোকে দেখেই ভেবেছিলাম, দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখা উচিত, আজ কিন্তু আমার মত বদ্‌লে গেল।'

গৌরী বলিল, 'কেন সরকার-মশাই?'

সরকার বলিল, 'তোরা ত' নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতে চাস্ না গৌরী, তোরা চাস্, হৈহৈ হৈহৈ করে' জীবনটাকে ফুঁকে দিতে। যা কলকাতায়, একা একা,—সঙ্গে একটা ব্যাটাছেলে নেই,—পড়বি হয়ত' কোন্ দুষ্টুলোকের পাল্লায়, পড়ে' মরবি—সর্ব্বস্ব খোয়াবি। মরুগে! নিজে যদি নিজের হাতে কেউ গলায় ফাঁসি নেয় ত' তার আমি কি করতে পারি বল্!'

গৌরী কোনও জবাব না দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, হারাধন বলিল, 'শোন্!'

গৌরী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

হারাধন তাহার পকেট হইতে চমৎকার একখানি খাম বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল,—'নে, আমাদের বাবু দিয়েছে। ভাব ত' তুই করতে পারিস সবার সঙ্গেই কিন্তু—'

গৌরী সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই খামখানি খুলিল।

শশাঙ্কমোহন লিখিয়াছেন—

—শুনলাম তুমি কাল সকালেই কলকাতা চলে যাচ্ছ। কি জন্যে যাচ্ছ সেকথা তোমার মুখ থেকেই সেদিন আমি কিছু-কিছু শুনেছি। তাই তোমার কিছু উপকার হবে বলে' এই সঙ্গে সামান্য কিছু টাকার একটি চেক্ পাঠালাম। গ্রহণ করলে সুখী হব।

পুনশ্চ—যদি অনুমতি কর ত' আমার মোটর নিয়ে গিয়ে তোমাদের ষ্টেশনে আমি পৌঁছে দিতে পারি। ইতি—

শশাঙ্কমোহন

চেক্‌খানি পাঁচ হাজার টাকার!

গৌরী দাঁতে দাঁত চাপিয়া কিয়ৎক্ষণ সেইখানেই নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, 'ষ্টেশনে পৌঁছে দেবার গাড়ী ঠিক করেছেন?'

হারাধন বলিল, 'দুপুরে তোমার সুমুখেই ত' বলে দিলাম। দেখলে না?'

'গাড়োয়ানকে আর-একবার মনে করিয়ে না দিলেও কি সে ভোর রাত্রে গাড়ী নিয়ে আসতে পারবে?'

হারাধন বলিল, 'আমার হুকুম। পারতে তাকে হবেই। তা না হয়—আর-একবার নিজে গিয়ে বলে আসছি।'

'তাই আসুন। ভোরের ট্রেণে না যেতে পারলে আমাদের একটুখানি অসুবিধায় পড়তে হবে। কাল সকালে আপনি আমাদের ষ্টেশনে চড়িয়ে দিয়ে আসবেন ত? না, রাগ করে' তাও যাবেন না!'

হারাধন হাসিল। বলিল, 'যতই অবাধ্য হোস্, তোদের ওপর রাগ কি আমার করবার জো আছে রে!'

রাত্রি তখনও প্রভাত হয় নাই। দরজায় গরুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। জিনিসপত্রের মধ্যে মোটা একটি বিছানা আর তিন খানি বাক্স। গাড়ীতে সেগুলি তুলিয়া দিয়া গৌরী, সুশীলা ও মোহিনী তিন বোনেই তাহাতে চড়িয়া বসিল। হারাধন বলিল, 'চল—আমি হেঁটে হেঁটেই চলি।'

গাড়ী ষ্টেশনের কাছাকাছি যখন পৌঁছিল, হারাধন জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবুর চিঠির জবাব ত' কই দিলিনে গৌরী?'

'জবাব ?' বলিয়া গৌরী কিয়ংক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'দেবো।'

হারাধন ভাবিল, জবাব বোধ হয় সে কলিকাতা হইতে লিখিয়া পাঠাইবে, তাই আর সে-সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'চিঠিতে কি লিখেছিল রে? আমার সম্বন্ধে কোন কথা ছিল নাকি ?'

ঘাড় নাড়িয়া গৌরী বলিল, 'না।'

তাহার পর টিকিট করিয়া গাড়ীতে চড়িবার আগে অতি সন্তর্পণে খামে-মোড়া একখানি চিঠি বাহির করিয়া গৌরী সেখানি হারাধনের হাতে দিয়া বলিল, 'এই চিঠিখানি আপনি শশাঙ্কবাবুকে দেবেন।'

হারাধন বলিল, 'জবাব বুঝি তুই লিখে এনেছিলি বাড়ী থেকে ?'

'হ্যাঁ' বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া গৌরী বলিল, 'চিঠিখানি আপনি ভাল করে' রাখুন। হারাবেন না যেন।'

চিঠিখানি হারাধন তাহার জামার পকেটে অতি সাবধানে রাখিয়া বলিল, 'পাগল! হারাব কিরে!'

এই বলিয়া হারাধন প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের উপর ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল। বলিল, 'বোস্ ওই বিছানার বাণ্ডিলটার ওপর। তোরা

দাঁড়িয়ে রইলি কেন সুশীলা, মোহিনী,—তোরাও বোস্ ওইখানে! ট্রেণের এখনও দেরি আছে।'

গৌরী, সুশীলা, মোহিনী—তিনজনেই চাপিয়া বসিল।

হারাধন বলিল, 'একটা কথা তোকে বলব বলব করেও আর আমার বলা হয়নি গৌরী, শোন্! শশাঙ্কমোহনবাবুর সঙ্গে তোর যখন এত খাতির হলো তখন তুই যদি একটি কাজ করিস্ ত' বড় ভাল হয়।'

'কি কাজ বলুন!'

'কলকাতা থেকে মাঝে-মাঝে ওকে চিঠিপত্র লিখিস্। লোকটা খুব দিলদরিয়া লোক কিনা! ওর দ্বারা অনেক উপকার হ'তে পারে। আর এক কথা। চিঠিতে তুই মাঝে মাঝে আমার কথাও লিখিস্। লিখবি—আমার ভগ্নিপতির ওপর একটুখানি নজর রাখবেন, আপনার দয়াতেই ও বেঁচে আছে, আর এই…… একটুখানি প্রশংসা করে' দিস্…বুঝতেই ত' পারছিস্, তোকে আর বেশি কি বলব।'

এমন সময় হুস্ হুস্ করিয়া গাড়ী আসিয়া পড়িল। কথা তাহাদের আর বেশিদূর অগ্রসর হইল না।

গাড়ীতে চড়াইয়া হারাধন বিদায় লইল। বলিল, 'কলকাতায় যেয়ে যেন ভুলে থাকিসনে গৌরী, চিঠিপত্র দিস্। আর তোকে যা বললাম সেকথা ত' শুনলি না। শুনলে তোর ভালই হতো।'

এই বলিয়া খানিক্ থামিয়া সে আবার বলিল, 'এইখানেই থাকতাম কেমন সবাই মিলে—একসঙ্গে······তা সেকথাটাও ভেবে দেখিস্ গৌরী,—মন্দ বলিনি।'

গৌরী তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিল মাত্র। বলিল, 'চিঠিখানি দিতে যেন ভুলবেন না জামাইবাবু।'

'না না ভুলব না। এসো তাহ'লে! সুশীলা, চিঠি লিখিস্। মোহিনী,—তুইও লিখিস্।'

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গৌরীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল, "শশাঙ্কবাবুকে কি জবাব তুমি দিলে দিদি?'

গৌরী বলিল, 'চেক্খানি ফিরে দিলাম আর আমাদের মোটরে করে ষ্টেশনে পৌঁছে দেবার কথা লিখেছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।'

*

*   *

গৌরীর মত নারীর সংস্পর্শে শশাঙ্কমোহন তাঁহার জীবনে বোধকরি এই প্রথম আসিলেন। তাহার চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়েই হয়ত তিনি দেখিয়াছেন। কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্য্যই যে নারীর সবখানি নয়—গৌরীকে দেখিবার আগে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা বড় শক্ত।

মাত্র ওই কয়েকটি দিনের পরিচয়েই গৌরী কি যাদু যে করিয়া গেল কে জানে, শশাঙ্কমোহনের মন হইতে তাহার চিন্তা কিছুতেই যেন আর বিলুপ্ত হইতে চাহিল না। আজকাল দিবারাত্রি তিনি শুধু গৌরীর কথাই ভাবেন। ভাবেন, গৌরীকে পাইলে জীবন হয়ত তাঁহার সুখে কাটিতে পারে, বিবাহ যদি করিতে হয় ত' গৌরীকেই বিবাহ করা উচিত। কিন্তু তাঁহাকে বিবাহ গৌরী করিবে না বলিয়াছে। বলিয়াছে, তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সুখী সে হইতে পারিবে না। পাঁচ হাজার টাকার চেকখানি ফেরত দিয়া সেকথা তাঁহাকে সে আরও ভাল করিয়াই বুঝাইয়া

দিয়াছে। শশাঙ্কমোহন ভাবিয়াছিলেন, বোনেদের বিবাহের জন্য অর্থের চিন্তায় রাত্রে যাহার ঘুম হয় না, পাঁচহাজার টাকার লোভ সম্বরণ করা তাহার পক্ষে একটুখানি কঠিন। ভাবিয়াছিলেন, টাকাগুলি গ্রহণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত হয়ত সে তাহাকেই বিবাহ করিতে রাজি হইবে। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে সে-ধারণাও ভুল প্রতিপন্ন করিয়া দিয়া গৌরী চলিয়া গেল।

চেক্‌খানি হাতে লইয়া শশাঙ্কমোহন অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সেখানি তিনি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ভাবিলেন, গৌরী যত ভালই হোক্, তাহার জন্য এই কাঙ্গালপনা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অশোভন। এমন করিয়া তাঁহাকে যে-নারী প্রত্যাখ্যান করিতে পারে তিনিই বা তাহাকে ভুলিতে পারিবেন না কেন? এবং ভুলিবার জন্যই বোধকরি সেদিন তিনি প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করিলেন।

কিন্তু তাহার ফল ফলিল বিপরীত।

সারাদিন তিনি আর বাড়ী হইতে বাহির হইলেন না, কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিলেন না এবং সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যায় দেখা গেল, মত্ত অবস্থায় শশাঙ্কমোহন একটা ঘরের মেঝের উপর একটা বালিস আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছেন। আর একদিন তিনি ঠিক এমনি করিয়াই গৌরীর কাছে শুইয়া শুইয়া কাঁদিয়াছিলেন। আজও হয়ত সেইদিনের কথাটা তাঁহার

মনে পড়িয়া গেছে, কল্পনায় হয়ত ভাবিতেছেন গৌরী ঠিক সেদিনের মত আজও তাঁহার শিয়রের কাছে বসিয়া বসিয়া মাথায় তাঁহার হাত বুলাইতেছে, বলিতেছে—'আপনি বড় অসহায় শশাঙ্কবাবু, বাল্যকাল থেকে কোনও নারীর সত্যিকার স্নেহ-মমতা ভালবাসা কিছুই আপনি পাননি।'

রাত্রিটা কোনোরকমে কাটিল।

পরদিন প্রাতে হারাধন সরকার কাছারি আসিলে শশাঙ্ক-মোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গৌরীর ঠিকানাটা কি বল ত' সরকার?'

সরকার বলিল, 'ঠিকানা ত' আমি জানিনে বাবু। আজ-কালের মধ্যেই চিঠি আসবে। এলেই আপনাকে জানাব।'

চিঠি কিন্তু আসিল না।

আজকাল ছাড়াইয়া অনেক আজকাল পার হইয়া গেল, গৌরীর চিঠির অপেক্ষায় শশাঙ্কমোহন অধীর হইয়া উঠিলেন কিন্তু চিঠি তাহার না আসিল সরকারের নামে, না আসিল তাঁহার নিজের নামে।

হারাধন বলিল, 'দূর দূর ! আজকালকার মেয়েগুলো লেখাপড়া শিখে একেবারে গোল্লায় যাচ্ছে, বুঝলেন বাবু, প্রথম প্রথম ভাবতাম বুঝি মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে আমার শ্বশুরমশাই যাহোক্ তাহ'লেও একটা কাজের মত কাজ করে' গেছেন, কিন্তু নাঃ, এখন দেখছি—ছাই করেছেন, পিণ্ডি করেছেন।'

শশাঙ্কমোহনবাবু হাসিলেন। বলিলেন, 'কেন, এত চট্‌ছ কেন সরকার? চিঠি দিতে পারেনি, দেবে হয়ত' দু'দিন পরে।'

সরকার বলিল, 'না বাবু, শুধু চিঠির কথা বলছিনে, সব তাতেই এম্‌নি। ওদের এখানে আমি কেন এনে রেখেছিলাম শুনুন তবে আজ বলি আপনাকে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দশজনে যখন বিয়ের জন্যে আমায় পীড়াপীড়ি করতে লাগল তখন ভাবলাম বলি, শালীটা বড় হয়েছে, শ্বশুরও মারা গেলেন, ওদের দেখবার-শোনবার লোকজনও নেই, বিয়েই যদি করতে হয় ত' ওই গৌরীকেই করি। ওরই দিদির সংসার—পরের হাতে আর যায় কেন, যায় ত' তার বোনের হাতেই যাক্। কিন্তু দু'পাতা ইংরেজি লেখাপড়া শিখে ওঁরা আজকাল মন্দ হয়েছেন, আমাদের মত সেকেলে মানুষ কি আর ওদের পছন্দ হয়! ওরা চায় আজ-কালকার নব্য ফ্যাসানের ছোক্‌রা, মাথায় এলোকেশী চুল, চোখে চশমা, গোঁফ কামানো……বুঝলেন কিনা? বললাম ত' আমার কথাটা শালী গ্রাহ্যই করলে না। আচ্ছা, আজ গ্রাহ্য করলে না

বটে, কিন্তু বুঝতে পারবে একদিন হাড়ে-হাড়ে, কলকাতার মতন শহরে একা-একা গেল বাস করতে, দশজন মিলে যখন কামড়া-কামড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি করবে তখন বুঝবে, কি অন্যায়টা ও করেছে।'

শশাঙ্কমোহন হাসিলেন। বলিলেন, 'ও! এ-কথা ত' কই এতদিন জানতাম না সরকার! তা সত্যি, তোমায় বিয়ে না করা গৌরীর অন্যায় হয়েছে বলতে হবে।'

এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ থামিয়া কি যেন ভাবিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'চিঠি তাহ'লে ও কাউকেই দিলে না।'

হারাধন বলিল, 'দেবে না কিরকম! চিঠি ওকে একদিন দিতেই হবে। চিঠি না দিয়ে ও যাবে কোথায়! আর ওই যে বললাম, বিয়ের কথাটা। বিয়েও একদিন ওকে করতে হবে, আর সেই করতে হবে আমাকেই। তাছাড়া ওই অত বড় ধিঙ্গি মেয়ে ...ওর বিয়ে কি এমনি সহজ কথা নাকি? বিয়ে ওকে করবে কে?'

শশাঙ্কমোহন আবার একটুখানি হাসিলেন। বলিলেন, 'ভাল কথা। বিয়ের সময় ভাল করে' আমাদের খাইয়ে দিয়ো তাহ'লে।'

হারাধন দাঁত বাহির করিয়া হাত কচ্‌লাইতে লাগিল।

অনিবার্য্য

শশাঙ্কমোহন হঠাৎ সেদিন হারাধনের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। হারাধনকে আবার তিনি মফঃস্বলে পাঠাইয়াছেন।

কিরণ তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক যেমন করিয়া যে-জায়গাটিতে হাসিতে হাসিতে গৌরী আসিয়া দাঁড়াইত, সেই-খানে ঠিক তেমনি করিয়াই আসিয়া দাঁড়াইল কিরণ। সেই সহজলভ্যা অশিক্ষিতা কিরণ! কিরণ ও গৌরী—দু'জনেই নারী, দু'জনেই যুবতী। কিন্তু দু'জনের মধ্যে কত প্রভেদ! আকাশ এবং পাতালের মধ্যে কত ব্যবধান কে জানে, কিন্তু এই [illegible]টি নারীর মধ্যে শশাঙ্কমোহনের মনে হইল, একমাত্র ওই আকাশ-পাতালের উপমাটাই ঠিক খাটে।

একজনের অভাব আর-একজনকে দিয়া পূরণ করাও হ[illegible] চলে, কিন্তু গৌরীর অভাব কিরণকে দিয়া পূরণ করিতে য[illegible] বৃথা। সেই কথাটাই শশাঙ্কমোহনের বড় বেশি করিয়া [illegible] হইতে লাগিল।

শশাঙ্কমোহনকে অন্ধকারে বসাইয়া রাখিয়া কিরণ তাঁহার [illegible] চা তৈরি করিয়া আনিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বৈঠকখানা ফাঁকা, শশাঙ্কমোহন কোন্ সময় চুপিচুপি চোরের মতন পলায়ন করিয়াছেন।

এবং সেই যে তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিলেন, আর কোনোদিনই সেখানে ফিরিলেন না। অকস্মাৎ কি যে তাঁহার

হইল কে জানে, বাড়ী ফিরিয়া খাস্-খান্সামা ভোলাকে ডাকিয়া হুকুম করিয়া দিলেন—'বিজয়কে বাড়ী ঢুকতে দিয়ো না।'

খান্সামা অবাক্ হইয়া গেল। বিজয় তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু। —প্রতিদিনের নিত্য সহচর।

হুজুরের মেজাজ খারাপ আছে ভাবিবা ভোলা তৎক্ষণাৎ সোডার বোতল লইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিল।

শশাঙ্কমোহন তাঁহার হাত হইতে কাঁচের গ্লাসটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। দূরে পড়িয়া গ্লাসটা ঝন্ ঝন্ করিয়া ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। খুব খানিকটা ধম্কাইয়া বলিলেন, কাল হইতে ও-সব জিনিস যদি সে তাহার চোখের সুমুখে আনিয়া ধরে ত' তিনি তাহাকে খুন করিয়া ফেলিবেন।

খান্সামা মনে-মনে ঈষৎ হাসিল। ভাবিল, এ আর কতক্ষণ। মেজাজ বদলাইতে বেশি দেরি হইবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, মত তাঁহার ঠিক তেমনিই রহিল।

সেদিন হইতে ও-সব বস্তু তিনি আর স্পর্শও করিলেন না।

দিনকয়েক পরে বাক্স বিছানা বাঁধাছাঁদা করিয়া একজন চাকর সঙ্গে লইয়া শশাঙ্কমোহন বাহির হইলেন। জমিদারীর কাজকর্ম্ম

বাড়ীঘরদোর ভাল করিয়া দেখাশোনা করিবার পরামর্শ দিয়া ম্যানেজার ও কর্ম্মচারীদের বলিয়া গেলেন, তিনি চেঞ্জে যাইতেছেন, কবে যে ফিরিবেন তাহার কোনও স্থিরতা নাই।

দিন সাত-আট পরেই খবর পাওয়া গেল তিনি কলিকাতায় রহিয়াছেন এবং কিছুদিনের জন্য সম্ভবত সেইখানেই থাকিবেন।

মনিব এখন দেশে ফিরিবেন না শুনিয়া কর্ম্মচারীরা আনন্দিত হইল। আনন্দ হইল না শুধু হারাধনের। হারাধন ভাবিল, গৌরীর সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান পর্য্যন্ত যখন হইয়া গেছে তখন ঘনিষ্ঠতা তাহাদের মন্দ জমে নাই; তবে কি কলিকাতায় গিয়া তাহারই সন্ধান পাইল নাকি? হুজুরের স্বভাবচরিত্রের কথা হারাধন বেশ ভাল করিয়াই জানে এবং গৌরী, সুশীলা, মোহিনী—তিন বোনে একরকম অভিভাবকহীনা অবস্থায় কলিকাতার মত অতবড় শহরে কোথায় যে কেমন করিয়া কোন্ সাহসে বাস করিতেছে তাহাও সে জানে না। এ ক্ষেত্রে শশাঙ্ক-মোহনের অধিক দিন কলিকাতায় অবস্থান একটুখানি আশঙ্কা-জনক।

হারাধন রীতিমত চিন্তিত হইয়া উঠিল। এবং দিনকতক ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে আর কোনোপ্রকারেই থাকিতে না পারিয়া শশাঙ্কমোহনকে একখানি চিঠি লিখিল।

লিখিল—গৌরীদের কোনও সংবাদ না পাইয়া সে চিন্তিত

হইয়া পড়িয়াছে। হুজুর যদি তাহাদের কোনও সন্ধান পাইয়া থাকেন ত' দয়া করিয়া তাহা জানাইলে অধীন বাধিত হইবে।

শশাঙ্কমোহনের জবাব আসিল।—অদ্যাবধি কোনও সন্ধানই তিনি তাহাদের পান নাই, তবে তাহার চেষ্টায় আছেন, সন্ধান যদি কোনোদিন পান ত' তাহাকে নিশ্চয়ই জানাইবেন।

তা তিনি চেষ্টা যে করিতেছেন সেকথা সত্য। নারী দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার পিছু-পিছু ধাওয়া করেন। যেমন করিয়াই হোক্ গৌরী কিনা তাহাই দেখিবার জন্য তাহার সুমুখে গিয়া মুখখানি দেখিয়াই আবার হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন তাঁহার সন্ধান চলিতে থাকে।

প্রত্যহ সকাল বেলা কলিকাতা শহরের প্রত্যেকটি খবরের কাগজ কিনিয়া বসিয়া বসিয়া বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখেন। কোনও কায়স্থ পাত্রীর জন্য কেহ যদি পাত্রের সন্ধান করিয়াছে ত' তৎক্ষণাৎ তিনি কাগজ কলম লইয়া তাহাদের চিঠি লিখিতে বসেন, ঠিকানা দেওয়া থাকিলে নিজে গিয়া মেয়ে দেখিয়া আসেন।

শেষে এমন হয় যে, মেয়ে তিনি আর দেখিয়া উঠিতে পারেন না। অথচ কোনটিই গৌরী নয়।

*

*　　*

এমনি করিয়া প্রায় দু'মাস কাটিয়া গেল।

হোটেল হইতে উঠিয়া গিয়া শ্যামবাজারের দিকে একটি বাসা ভাড়া করিলেন। দেশ হইতে 'মোটরকার' আসিল এবং নানাবিধ আসবাবপত্রে বাড়ী সাজাইয়া রীতিমত জমিদারের মতই বাস করিতে লাগিলেন।

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। কোথাও-বা লিখিলেন, 'অভিভাবকহীনা কায়স্থ পাত্রী চাই।' কোথাও-বা লিখিলেন, 'গৌরীরাণী, কোথায় আছ কিছুই জানি না। তোমার সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়া বাসা বাঁধিলাম। দয়া করিয়া একদিন দেখা দিতেও কি পার না?—শশাঙ্কমোহন। ৫২, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।'

অভিভাবকহীনা বিবাহযোগ্যা কায়স্থ পাত্রী যে কলিকাতা শহরে এত আছে ইহার পূর্ব্বে শশাঙ্কমোহনের তাহা জানা ছিল না। বন্ধু-

নম্বরের ঠিকানায় ক্রমাগত চিঠির পর চিঠি আসিতে লাগিল। মেয়েগুলিকে স্বচক্ষে তিনি দেখিয়াও আসিলেন, কিন্তু গৌরীরাণী দয়া করিয়া দেখা আর কিছুতেই দিলেন না।

শেষে মাস পাঁচ-ছয় পরে হঠাৎ একদিন এক অঘটন ঘটিয়া গেল।

চিঠি পাইয়া কালীঘাট-অঞ্চলে একটি পাত্রী দেখিতে গেছেন। নিতান্ত ছোট একখানি বহুকালের পুরাতন বাড়ী। দরজার কড়া নাড়িতেই ছোট একটি মেয়ে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

শশাঙ্কমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাড়ীতে কে আছে খুকি ?'

'বাবাকে ডেকে' দিই !' বলিয়া খুকি ছুটিয়া পালাইল। এবং সে চলিয়া যাইবামাত্র অত্যন্ত শীর্ণ এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাড়াতাড়িতে ময়লা ধুতির উপর ফরসা একখানি বোতামহীন জামা গায়ে দিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাকে চান আপনি ?'

শশাঙ্কমোহন তাঁহার পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া বলিলেন, 'এই চিঠিখানি—'

আর বেশিকিছু বলিতে হইল না। চিঠিখানি দেখিবামাত্র ভদ্রলোক অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ হাত-জোড় করিয়া বলিলেন, 'আসুন, আসুন, এই যে—আজ্ঞে হ্যাঁ···

আমারই এক ভাগ্নী···ওরে ও পারুল, ডাক্ ত' মা তোর ও-বাড়ীর জ্যেঠামশাইকে !'

শশাঙ্কমোহনেরও আর বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না, তখন তিনি পলাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু ভদ্রলোক একরকম তাঁহার হাতে ধরিয়াই সুমুখের ছোট ঘরখানিতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। ঘরখানি দিনের বেলাতেও অন্ধকার। ঢুকিতেই কেমন যেন একটা ভ্যাপ্সা গন্ধ পাওয়া গেল। প্রথমে ঢুকিয়াই কিছু দেখা যায় না। খানিক পরে দেখা গেল, ঘরের আধখানা জুড়িয়া একটি তক্তপোষ পাতা। শশাঙ্কমোহন তাহারই উপর কোনো-রকমে চাপিয়া বসিলেন।—ভাগ্নীকে তাঁহার দেখাই যাক! এই রকম অনেকের অনেক ভাগ্নীই তিনি দেখিয়াছেন। দেখিয়া দেখিয়া পলায়ন করিবার কৌশলটা আজকাল তাঁহার বেশ ভাল করিয়াই আয়ত্ত হইয়া গেছে। সুতরাং সেজন্য চিন্তা নাই। অন্ধকার ঘরের এক কোণে ঝট্‌পট্ করিয়া হঠাৎ কিসের যেন একটা শব্দ হইতেই শশাঙ্কমোহন আচম্‌কা চমকিয়া উঠিয়া ভয়ে ভয়ে একটুখানি সরিয়া বসিলেন। দেখা গেল, ভয়ের কিছু নাই, ঘরের এক কোণে দেওয়ালের গায়ে একটা তাকের মাথায় দুইটি পোষা পায়রা বসিয়াছিল, ঘরের মধ্যে মানুষ দেখিয়া ভয়ে তাহারা পাখা ঝট্‌পট্ করিয়া খোলা দরজার পথে উড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

তাহার পরেই খড়ম্ পায়ে দিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে আর-এক ভদ্রলোক আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ইনিই সম্ভবত ও-বাড়ীর জ্যেঠামশাই। ঘরে ঢুকিবার সময় বাহিরে বোধকরি তিনি শশাঙ্ক-মোহনের মোটর দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাই শশাঙ্কমোহনকে তাঁহার খাতিরের বহর আগের ভদ্রলোককেও হার মানাইল। হুঁকাসমেত হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, 'নমস্কার!'

বলিয়াই তিনি 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে খড়মের খট্ খট্ আওয়াজ করিয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে ছুটাছুটি করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'পা-ধোবার জল দে, পান দে, ওরে ও পারুল, ডাক্ চট্ করে' তোর বাবাকে ডাক্, আর বাড়ীতে বল্—সুধাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিক ভাল করে'!'

আগেকার ভদ্রলোকের নাম বোধহয় গোবিন্দ। ডাক শুনিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, 'এই যে তুমি এসেছ গোপালদা, এসো। বোসো এইখানে, আমি ততক্ষণ ওদিককার ব্যবস্থাটা—'

শশাঙ্কমোহনের কাছে গোপালদাকে বসাইয়া রাখিয়া ওদিক-কার ব্যবস্থা করিতে গোবিন্দ বোধকরি আবার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

হুঁকাটি গোপালদা তখনও তাঁহার হাত হইতে ছাড়েন নাই। টানিতে টানিতে খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, 'খবরের

কাগজ পড়া অভ্যেসটি আমার চিরদিনের, বুঝলেন—? মশাইএর নাম ?'

'শশাঙ্কমোহন মিত্র।'

'নিবাস ?'

'সম্প্রতি কলকাতায়।'

'ওই হাওয়াগাড়ীখানি—ওই যে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওখানি—'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমার।'

আনন্দে গোপালদার মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিলেন, 'প্রথম পক্ষের স্ত্রী কি আপনার—'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'আজ্ঞে না, বিয়ে আমি এখনও করিনি।'

গোপালদা বলিলেন, 'যাক্, সুধার কপাল ভাল। আমাদের ওই বিপিনের চায়ের দোকানে বসে বসে রোজ সকালে আমার খবরের কাগজখানি পড়া চাই-ই। হঠাৎ আপনার বিজ্ঞাপনটি নজরে পড়লো। বাস্ তক্ষুনি ছুটে চলে এলাম গোবিন্দর কাছে। এসেই লিখলাম চিঠি। তা—আমরা চিরকালই বলাবলি করতাম—সুধা খুব লক্ষণমন্ত মেয়ে। মা-বাপ-মরা মেয়ে—বুঝলেন কিনা—এইখানেই চিরকাল মানুষ—'

শশাঙ্কমোহনের সে-সব গল্প শুনিবার সময় ছিল না। বলিলেন,

'আমার একটু কাজ আছে। আপনারা যদি দয়া করে' তাড়াতাড়ি মেয়েটি দেখিয়ে দিতে পারেন ত' বড় ভাল হয়।'

গোপালদা বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি দেখাবে বই-কি, তবে বুঝতেই ত' পারছেন, মেয়ে দেখা বলে' কথা! কাপড়-চোপড় পরতেই যা একটুখানি দেরি। ওরে ও গোবিন্দ, গোবিন্দ!'

ডাকাডাকি করিতে হইল না। দেখা গেল, গোবিন্দ আগে-আগে এবং তাহার পশ্চাতে সেই পারুল বলিয়া ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া একটি মেয়ে আসিতেছে। ঘরে ঢুকিতেই গোপালদা বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে, আয় মা আয়! এই—এরই জন্যে এত! এই আমাদের গোবিন্দর ভাগ্‌নী সুধা। ওরে ও সুধা, ওখানে দাঁড়িয়ে নয় মা, এই তক্তপোষের ওপর উঠে বোস্। অন্ধকার ঘর—ওঁর দেখবার সুবিধা হবে তাহ'লে।'

ঘর অন্ধকার নিঃসন্দেহ। কিন্তু রূপে যে আঁধার ঘরও আলোকিত হয় শশাঙ্কমোহনের কাছে এতদিন তাহা অবিদিত ছিল, এইবার তিনি তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। তা ঘর আলো-করা রূপ ইহাকেই বলে। শশাঙ্কমোহন মুখ তুলিয়া চাহিয়া আর সহজে সেদিক হইতে মুখ ফিরাইতে পারিলেন না। পরনে নিতান্ত সাধা-সিধা একখানি শাড়ী, গায়ে সোনার গহনার মধ্যে দু'হাতে দু'গাছি মাত্র চুড়ি আর কানে দুটি দুল! সর্ব্ব অঙ্গের মধ্যে আর কোথাও কিছুই নাই। থাকিবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়াও ত'

মনে হয় না। গায়ের রঙের কাছে সোনার রং হার মানিয়াছে। যেমন দুটি টানাটানা মদকতা-ভরা চোখ তার তেমনি সুন্দর মুখের গড়ন। থাক্-কাটা কোঁকড়ানো কালো একপিঠ খোলা চুল, হাত-পা নিটোল, দেহখানি যেন কোনও নিপুণ ভাস্করের তৈরি—পাথর হইতে কুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে।

সুধা তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিল। শশাঙ্কমোহন তখনও তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া।

গোবিন্দ বলিলেন, 'পয়সাকড়ি ত' নেই বাবা, গরীব এই মামার বাড়ীতেই মেয়েটা ছেলেবেলা থেকে আছে, তাই লেখাপড়া তেমন শেখাতে পারিনি, তবে ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম—তা বেশ ভালই করতে পারে। সেলাইএর কাজটাজ……ওরে ও পারুল, যা দেখি মা, চট্ করে' সুধার সেই হাতে-বোনা আসনখানা আর সেই রুমালটুমালগুলো নিয়ে আয় ত' ভেতর থেকে!'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'থাক্ আর সে-সব আনতে হবে না।'

তাঁহার মাথার ভিতরটা তখন গোলমাল হইয়া গেছে। গত কয়েকমাস ধরিয়া গৌরীর সন্ধান করিতে গিয়া অনেক মেয়েই ত' তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু এত সুন্দরী তাঁহার একটিও নজরে পড়ে নাই। গত কয়েকমাস কেন, সারা জীবনে তিনি এমন মেয়ে দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অসামান্যা সুন্দরী বলিতে কাহাকে

বুঝায় কে জানে, কিন্তু ইহার চেয়েও সুন্দরী যদি কেহ থাকে ত' সে যে কি বস্তু শশাঙ্কমোহনের তাহা ধারণার অতীত।

গোপালদা বলিলেন, 'জিজ্ঞাসা করুন—ওকে ওর নাম-টাম ভাল করে' জিজ্ঞেসা করুন! যে-কোনও বড়লোকের বাড়ীতে গেলেও সুধা আমাদের বে-মানান্ হবে না বাবা, তবে ওই যে—গোবিন্দ যা বললে, আমরা বড় গরীব বাবা, টাকাকড়ির একান্ত অভাব, নইলে এত বড় পর্য্যন্ত মেয়ে আমরা ঘরে কখনও রাখতে পারতাম না। আছে শুধু ওই টাকার অভাবে। নিন্—জিজ্ঞেসা করুন, বল্ ত' মা সুধা, তোর নামটি বল্ ত' বাছা!'

সুধা একবার চোখ তুলিয়া শশাঙ্কমোহনের মুখের পানে তাকাইল, তাহার পর তৎক্ষণাৎ চোখ দুইটি নামাইয়া সলজ্জ মৃদু-কণ্ঠে কহিল, 'সুধারাণী বসু।'

চমৎকার কণ্ঠস্বর!

গোপালদা আবার বলিলেন, 'আর কি জিগ্যেস্ করবেন করুন!'

কিন্তু কিই-বা জিজ্ঞাসা করিবে? তাহাকে আর প্রশ্ন করিবার কিছুই নাই। তাহার পরিবর্ত্তে শশাঙ্কমোহন নিজে কি করিবেন সেই কথাই তিনি বারম্বার তাঁহার নিজের মনের কাছেই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। গৌরীর সন্ধান যখন এখনও তিনি পাইলেন না তখন আর তাহার সন্ধান করা বৃথা। হয়ত কোনও বিজ্ঞাপনই

তাহার নজরে পড়ে নাই কিংবা সে ইচ্ছা করিয়াই চুপ করিয়া আছে। গৌরী বলিয়াছিল, সুখী যদি সে সত্যই হইতে চায় ত' লেখাপড়া না-জানা সুন্দরী একটি স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে যেন সে বিবাহ করে। তাহার সে আদেশবাক্য পালন করিতে হইলে এই সুধাই তাহার উপযুক্ত পাত্রী।

সুধার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে শশাঙ্কমোহন হঠাৎ একসময় বলিয়া উঠিলেন, 'তবে তাই হোক্।'

গোপালদা কিংবা গোবিন্দ কথাটার অর্থ কেহই বুঝিতে পারিলেন না। হাঁ করিয়া শশাঙ্কমোহনের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'বিয়ের একটি দিন স্থির করে' কাল সকালেই আপনারা আমায় জানাবেন। আমার বাড়ীর ঠিকানা বাহান্ন নম্বর শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। আমার পরিচয় আপনারা সেখানে গেলেই জানতে পারবেন।'

গোপালদা বলিলেন, 'আপনার কুষ্টি কিংবা ঠিকুজি যদি থাকে—'

গোবিন্দ বলিলেন, 'থাকলেই বা কি হবে গোপালদা? আমাদের সুধার ত' ও-সব কিছু নেই।'

শশাঙ্কমোহন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'আমারও কোনোদিন ছিল কিনা জানিনে, তবে সম্প্রতি আমার কাছে কিছু নেই! যাই হোক্, আজ তাহ'লে আমি উঠি। আপনারা যাবেন যেন।'

শশাঙ্কমোহন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গোবিন্দ তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু বাবা আমি ত' দিতে-থুতে কিচ্ছু পারব না, শুধু ওই মেয়েটিকে যদি দয়া করে'—'

শশাঙ্কমোহন হাসিলেন। সুধাও তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মুখের পানে একবার তাকাইয়া শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, শুধু ওই মেয়েটিকেই আমি চাই, আর কিছু চাইনে।'

গোবিন্দ ও গোপালদার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। নীরবে তাঁহারা তাঁহার পিছু-পিছু দরজা পর্য্যন্ত আসিলেন। দরজায় তাঁহার প্রকাণ্ড মোটর দাঁড়াইয়া আছে। তাহাতেই চড়িয়া বসিয়া একটি নমস্কার করিয়া শশাঙ্কমোহন গাড়ী ছাড়িয়া দিলেন।

গোপালদা বলিলেন, 'দেখলি? ভাগ্যিস্ খবরের কাগজটা পড়ে সেদিন তোকে বললাম!'

গোবিন্দ বলিলেন, 'সবই ত' হ'লো গোপালদা, কিন্তু কলকাতা শহর, চট্ করে' সবাইকে বিশ্বাস করা যায় না।'

গোপালদা বলিলেন, 'দূর পাগল! মানুষ চিনতে পারিসনে।'

শশাঙ্কমোহন শেষ পর্য্যন্ত সুধাকেই বিবাহ করিলেন। বিবাহ করিয়া মনে-মনে খানিকটা তিনি এই বলিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন যে, গৌরীর আদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছেন।

ওদিকে গোবিন্দ গোপালদার খুশী যেন আর ধরে না! একটি পয়সা খরচ না করিয়া এত বড় জমিদারের সঙ্গে যে সুধার বিবাহ দিতে পারিবেন সেকথা তাঁহারা ভাবেন নাই।

গোপালদা ত' যেখানে-সেখানে এই বলিয়া বড়াই করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, বহুকষ্টে অনেক অনুসন্ধানের পর অনেক কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া তবে তিনি এই পাত্রটি সংগ্রহ করিয়াছেন। এবং পাত্রটি যে কত বড় ধনী আর সুধা তাহাদের সত্যই রাজরাণী হইয়াছে কিনা কেহ যদি বিশ্বাস না করে ত' স্বচক্ষে একবার দেখিয়া আসুক!

কলিকাতার বাড়ীটা হাজার হোক ভাড়া-করা বাসাবাড়ী এবং সেইজন্যই বোধকরি নিজের জমিদারী ও ঐশ্বর্য্য সম্পদ দেখাইবার

জন্যই নববধূকে সঙ্গে লইয়া শশাঙ্কমোহন মামুদপুরে রওনা হইলেন। বাড়ী ছাড়িয়া মাতুল গোবিন্দর যাওয়া চলে না, তাই পাশের বাড়ীর জ্যেঠামশাই গোপালদা গেলেন সুধার সঙ্গে।

বৌ দেখিবার জন্য জমিদার-বাড়ীর দরজায় গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল।

চমৎকার বৌ! জমিদারের গৃহিনী হইবার উপযুক্ত মেয়ে। সকলেই বলিতে লাগিল—অতবড় বাড়ীটা এতদিন খাঁ-খাঁ করিতেছিল, এইবার সে অভাব পূর্ণ হইল। এত বড় লোকের স্ত্রী, তবু তাহার গর্ব্ব নাই, অহঙ্কার নাই, সকলের সঙ্গেই হাসিয়া কথা কয়। খাসা মেয়ে।

শশাঙ্কমোহনেরও মনে হইতে লাগিল, তাঁহার সমস্ত অভাব এতদিন পরে সুধাকে পাইয়া যেন পূর্ণ হইয়াছে। গৌরী তাহাকে মিথ্যা বলে নাই। এমনি একটি নারীরই প্রয়োজন তাহার ছিল।

সমস্ত গ্রামের মেয়েছেলেকে নিমন্ত্রণ করিয়া শশাঙ্কমোহন বৌ-ভাত খাওয়াইলেন। কলিকাতা হইতে থিয়েটার আসিল। সাত আট দিন ধরিয়া গ্রামের মধ্যে যেন আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। ধূমধামের আর অন্ত রহিল না।

গোপালদা বসিয়া বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া গোবিন্দকে এক-খানি পত্র লিখিলেন।

অনিবার্য্য

শশাঙ্কমোহনের খুশীর আর সীমা নাই। সুধাকে যে কেমন করিয়া সুখী করিবেন, কোথায় রাখিবেন, কেমন করিয়া রাখিবেন, কি বলিয়া আদর করিবেন, যত্ন করিবেন কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। প্রত্যহ বৈকালে ভাল ভাল জামা-কাপড় পরাইয়া জুতা পরাইয়া সুধাকে তিনি মোটরে লইয়া বেড়াইতে বাহির হন। সুধাও যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে। এত বড় সৌভাগ্য যে তাহার হইবে তাহা সে ভুলিয়াও কোনোদিন ভাবিতে পারে নাই।

দিন তাহাদের উভয়েরই বেশ আনন্দেই কাটে।

*

*　　　*

মাস দুই-তিন বেশ আনন্দেই কাটিল।

তাহার পর হঠাৎ একদিন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দেওয়ালের বড় আর্শীটায় নিজের মুখখানা দেখিতে দেখিতে শশাঙ্কমোহন আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহার চোয়ালের হাড় বাহির হইয়াছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, মুখে তাঁহার বার্দ্ধক্যের ছাপ্ ; এবং সব চেয়ে মারাত্মক—কানের কাছে মাথার কয়েকটা চুল যেন তাঁহার পাকিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার সেই সাদা চুল কয়টি বাছিয়া বাছিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একটা উঠিল, দুইটা উঠিল, তিনটার বেলায় বাধিল বিপদ। যতবার সেটাকে তিনি তুলিবার চেষ্টা করেন ততবারই চুলটা তাঁহার হাত পিছ্লাইয়া সরিয়া যায় —কোনোপ্রকারেই সেটাকে আর ধরিতে পারেন না।

সহসা স্ত্রী আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল।

হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিগো, ও কি হচ্ছে তোমার?'

'কিছু না।' বলিয়া শশাঙ্কমোহন তাড়াতাড়ি আর্শীর কাছ হইতে একটুখানি সরিয়া গিয়া স্ত্রীর মুখের পানে তাকাইলেন। না পারিলেন হাসিতে, না পারিলেন কথা কহিতে,—মুখখানা হইয়া গেল ঠিক যেন ধরা-পড়া চোরের মত।

খানিকটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'দেখছিলাম, এইখানে একটা ব্রণ নাকি উঠেছে···ও কিছু না।'

কিন্তু কৈফিয়তের কোনও প্রয়োজন ছিল না। সুধা চালাক মেয়ে। বলিল, 'আমার মামা একবার চুলেব কলপ্ এনেছিলেন। ভারি চমৎকার। চুলে লাগাবামাত্র চুলগুলো কালো হয়ে যায়।'

বলিয়াই সে চলিয়া গেল। হতভম্বের মত শশাঙ্কমোহন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

দুদিন যাইতে না যাইতে আবার!

সেদিনও অমনি পাকা চুল তোলার বৃথা চেষ্টা চলিতেছে। এবার আর হাত দিয়া নয়, কোথা হইতে পিতলের একটা সোন্না তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন।—বৌ আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

অনিবার্য্য

শশাঙ্কমোহন সোন্‌নাটা তাড়াতাড়ি লুকাইবার চেষ্টা করিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না। ঝন্ করিয়া হাত হইতে ছিট্‌কাইয়া সেটা মেঝেয় গিয়া পড়িল।

বৌ ঘরে ঢুকিযাছিল সাবান লইতে। আড়্‌চোখে সেদিকে মাত্র একবার তাকাইয়াই আলমারি খুলিয়া সাবান লইয়া সে চলিয়া গেল।

সোন্‌নাটা শশাঙ্কমোহন হাত বাড়াইয়া তুলিলেন, কিন্তু সেদিন আর তাঁহার চুল তোলা হইল না। আর্শীর পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। একাগ্রমনে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। পাশের দেওয়ালের গায়ে টাঙানো নববধূর ছবিটার পানে একবার তাকাইলেন, তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে নত-মস্তকে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

শশাঙ্কমোহনের স্নান করিবার ঘরের পাশে ছোট একটা কুঠুরির কোণে অনেকগুলা হুইস্কির ফাঁকা বোতল গাদা করা ছিল। খান্‌সামাটাকে কতদিন সেগুলা তিনি ফেলিয়া দিতে বলিয়াছেন, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক্, তাহা আর হইয়া ওঠে নাই।

বৌ সেদিন জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাগা, অতগুলো ফাঁকা বোতল কেন পড়ে রয়েছে ওখানে? ওগুলো কিসের বোতল?'

শশাঙ্কমোহনের বুকের ভিতরটা একবার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তবে সম্প্রতি যে-বস্তু তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন সে-সম্বন্ধে কথা বলিতে আর ভয় কি!

ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'কেন?'

'বলই না।'

'মদের।'

বৌ হাসিয়া বলিল, 'তা আমি জানি।'

শশাঙ্কমোহন খাটের উপর শুইয়াছিলেন, সুধা তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। হাত দিয়া তাহার গলার হারের লকেট্‌টা নাড়িতে নাড়িতে শশাঙ্কমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করে' জানলে? কিন্তু—জানো ত'—এখন আর আমি ওগুলো স্পর্শও করি না।'

বলিয়া তিনি তাহার মুখের পানে তাকাইলেন।

মুখের উপর এতটুকু বিরক্তির ভাবও ফুটিয়া উঠিল না, এতটুকু খুশীও সে হইল না।

'ওগুলো সরিয়ে ফেলি।' বলিয়া পিছন ফিরিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া ঝিকে সে ডাকাডাকি করিতে লাগিল।

তাহার এই নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া শশাঙ্কমোহনের কেমন যেন মনে হইল। মনে হইল, ইহার জন্ম সে যদি তাঁহাকে তিরস্কার করিত তাহা হইলেই তিনি যেন খুশী হইতেন বেশি।

. ...শুধু মদ্যপান নয়,—হয়ত' সে সবই শুনিয়াছে। হয়ত' তাহার দুষ্কৃতির কথা সবই সে জানে। ইহার জন্ম হয়ত' সে—তাহাকে ঘৃণা করে। হয়ত' তাহার ভাল লাগে না।

শশাঙ্কমোহন শুইয়া শুইয়াই মাথাটা সোজা করিয়া দেওয়ালের বড় আর্শীটার পানে একবার তাকাইলেন, নিজের মুখের উপরেই নিজের চোখের দুই একাগ্র দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া ভাল করিয়া কি যেন দেখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে-সুযোগও তাঁহার বেশিক্ষণ মিলিল না! বাহিরে কাহার পদশব্দ পাইবামাত্র এমন-ভাবে তিনি বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন যে, মনে হইল যেন তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

খানসামা ডাকিল, 'বাবু!'

'কেনরে!'

'বিজয়বাবু আপনার সঙ্গে একবার—'

'বলে দে, বাবু বাড়ী নেই।'

খান্‌সামা তাহাই বলিবার জন্ম চলিয়া গেল।

'চাকরটি বুঝি তোমার অনেকদিনের?'

কণ্ঠস্বর শুনিয়া সহসা চোখ তুলিয়া তাকাইতেই দেখেন—স্ত্রী তাঁহার দিকে কেমন যেন শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষে চাহিয়া হাসিতেছে। শশাঙ্কমোহনের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। আবার তিনি তেমনি করিয়াই ঘাড় গুঁজিয়া শুইয়া পড়িলেন।

শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, গৌরী ভুল বলিয়াছিল, নিশ্চয়ই সে এটুকু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখে নাই। দেহসর্ব্বস্ব নারী—। সেও শুধু চাহিবে তাহার দেহ। আজ তাহার চুলে পাক ধরিয়াছে, মুখে বার্দ্ধক্যের ছাপ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, আজ আর তাহাকে সুধার ভাল লাগে না। ইহারই মধ্যে সুধার কাছে সে পুরাতন হইয়া গেছে। ছি, ছি, কোথায় গৌরী আর কোথায় সুধা! গৌরীর চোখ ঝল্‌সানো এমন রূপ নাই সত্য, কিন্তু যাহা আছে তাহা অমূল্য, তাহা দুর্লভ।

শশাঙ্কমোহনের বারম্বার আজ শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, গৌরীও ভুল বলিয়াছিল, সেও শুধু তাহারই কথা শুনিয়া এবং সুধার এই অসামান্য রূপ দেখিয়া ভুল করিয়াছে। তাহাকে যদি কেহ ভালবাসিয়া সুখী করিতে পারে ত' সে একমাত্র গৌরী—গৌরী—গৌরী! এবং সে সুধা নয়—তাহা সে ভাল করিযাই বুঝিয়াছে। কিন্তু কোথায় গৌরী? কোথায় সেই পাষাণী!……

*

*　　*

সুধাকে লইয়া শশাঙ্কমোহন আর বেড়াইতে বাহির হন না। ইহারই মধ্যে সুধাকে লইয়া সমস্ত সখ তাঁহার মিটিয়া গেছে। সুধা কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে তাহার ওই ভুবনবিজয়ী রূপের মোহে মাথাটা তাঁহার এক-এক সময় খারাপ হইয়া যায় বটে. কিন্তু তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহাকে সাম্‌লাইয়া লইতে হয়।

সুধা হয়ত' জিজ্ঞাসা করে, 'বেড়াতে যাবে না ?'

শশাঙ্কমোহন হয়ত' বলেন, 'ড্রাইভার নেই।' নয় বলেন, 'মোটরটা খারাপ হয়ে গেছে।'

কোনো-কোনোদিন বা 'থাক্, কাজ নেই।' বলিয়া তিনি সেখান হইতে সরিয়া পড়েন।

সুধা বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে—এখন আর তাহাকে স্বামীর ভাল লাগে না। কেন লাগে না তাহাই সে বুঝিবার চেষ্টা করে কিন্তু বুঝিতে পারে না।

স্বামীকে তাহার ভাল লাগাইবার জন্যই বোধকরি সে প্রাণপণে নিজেকে আরও ভাল করিয়া সাজাইতে বসে। রঙের উপর রঙ চড়ায়।

কিন্তু একবার চিড় যেখানে খাইয়াছে, তাহাকে জোড়া লাগানো বড় শক্ত।

সাজসজ্জা দেখিয়া শশাঙ্কমোহন খুশী হইবেন কি, দুঃখিতই হন বেশি। বলেন, 'আজ তোমার এত সাজের বাহার কেন গো রাণী ?'

সুধা ম্লান একটুখানি হাসিয়া তাহার নিজের সজ্জিত দেহের দিকে তাকাইয়া বলে, 'কোথায় সাজ ?'

তাহার পর হাসিয়া বলে, 'তোমায় ভোলাবার জন্যে।'

শশাঙ্কমোহন গম্ভীর ভাবে বলেন, 'হুঁ।'

বৈকালে শশাঙ্কমোহন সেদিন মোটর লইয়া নিজে কোথায় বাহির হইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—'মোটর চালাতে কি ভালই না লাগে। বুঝলে সুধা ?'

সুধা জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। গলার মাফ্-চেন্‌টা হাতের আঙুল দিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, 'গরীবের মেয়ে—

মোটরে চড়া আমার জীবনে কোনোদিনই হয়ত' হয়ে উঠতো না। তা আমিও দিনকতক চড়ে' নিয়েছি।'

কথাটার মানে বুঝিতে পারিয়া শশাঙ্কমোহন গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিলেন।

সুধা সেদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'হ্যাঁগা, সকালে তোমার বসবার ঘরে কে একজন খুব হো হো ক'রে হাসছিল? বাপ্‌রে! কি হাসি! এখান থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম।'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'এখান থেকে? না, এখান থেকে শোনা যায় না।'

'আমি ত' আড়ি পাত্‌তে যাইনি, এইখান থেকেই শুনেছি।'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'ও বিজয়ের হাসি।'

'বিজয় বুঝি তোমার বন্ধু?'

'বন্ধু! হ্যাঁ ছিল বটে বন্ধুত্ব...'

সুধা জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন আর নেই?—কেন?'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'ওর স্বভাব-চরিত্র তেমন ভাল নয়।'

হাসি চাপিতে গিয়া আঁচল দিয়া সুধা তাহার মুখখানা একবার মুছিয়া লইল।

হাসিটা কিন্তু শশাঙ্কমোহনের দৃষ্টি এড়ায় নাই। বলিলেন, 'হাস্‌ছ যে?'

'না, হাসিনি।'

শশাঙ্কমোহন সহসা গম্ভীর হইয়া পড়িলেন।

বলিলেন, 'তুমি ত বেশ মিছে কথা বলতে পার দেখছি!'

সুধা বলিল, 'পারি বই-কি, একটু-আধটু।'

'কিন্তু জানো, মিছে কথা বলা মেয়ে মানুষের—'

কথাটা সুধা তাহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'থাক্। কোথায় যাব বল্‌ছিলে না?'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'গেলে বুঝি তোমার সুবিধে হয়?'

সুধার মুখখানা হঠাৎ রাঙা হইয়া উঠিল।

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'যাব না।'

সুধা নিজেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দুপুরে সুধা সেদিন শুইয়া শুইয়া একখানা নভেল পড়িতেছিল।

শশাঙ্কমোহন বইখানা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন, 'এগুলো পোড়ো না পোড়ো না। মাথা অনেক সময় বিগ্‌ড়ে যায় এতে।'

সুধার মন বোধহয় সেদিন ভাল ছিল। বলিল, 'ওগো, মাথা তোমারই বিগ্‌ড়েছে। আমার মাথা বেগ্‌ড়াবে না, কোনো ভয় নেই তোমার। দাও বইখানা দাও লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি—'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'আমি অনেক দেখেছি সুধা, আমার কথা তুমি শোনো।'

সুধা বলিল, 'দেখেছ অনেক তা জানি, ভাল কাউকে দ্যাখনি তাও জানি। পড়ব না ত' কি করব তোমার বাড়ীতে বল ত? মানুষ আছে একটা যে কথা কইব?—কি করি আমি,—কি ক'রে আমাব সময় কাটে বলে' দাও।'

'জানিনে। নাও।' বলিয়া বইখানা সজোরে তাহার গায়েব উপর ফেলিয়া দিয়া শশাঙ্কমোহন বোধকরি রাগিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুধাও উঠিল। উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'জানালার কাছে দাঁড়িয়ো না। সরে' এসো। জানালার কাছে কখ্খনো দাঁড়িয়ো না বলছি। অনেকদিন তোমায় আমি দেখেছি ওখানে দাঁড়াতে।'

'কী দেখেছ?'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'হয়ত' কোন্‌দিন দেখব।'

সুধার চোখ দিয়া জল বাহির হইল না বটে, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিয়া মনে হইল তাহার বুকের ভিতরে কোথায় যেন আগুন ধরিয়া গেছে। দাঁত দিয়া নীচেকার ঠোঁটটা সে চাপিয়া ধরিয়া নিশ্চল মূর্ত্তির মত সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

শশাঙ্কমোহনের কি যে হইল কে জানে। দিবারাত্রি তাঁহার বিগত দিনের কাহিনী মনে পড়ে আর নিজেকে কোনোপ্রকারেই সাম্‌লাইতে পারেন না।

মনে শান্তি নাই, দিনে বিশ্রাম নাই, রাত্রে ঘুম নাই! জীবন যেন একেবারে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে।

বাহিরে কোথাও হয়ত' কোনও কাজে গিয়াছেন, হঠাৎ কি মনে হইতেই কাজকর্ম্ম লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন, বাড়ী ফিরিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া অন্দরে আসিয়া ঢুকিলেন, দেখিলেন, সুধা হয়ত' ঘুমাইতেছে।—কিন্তু অমন করিয়া ঘুমায় কেন? বস্ত্রাঞ্চল অমন করিয়া মেজেতেই বা লুটাইতেছে কেন? জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়াই বা তাহার ঘুমাইবার কি প্রয়োজন?

সুধার আজকাল ভাল করিয়া সাজসজ্জা করিবার উপায় নাই। ভাল কাপড় জামা পরিতে পারে না,—মনের মত করিয়া মাথার চুলগুলাও সে বাঁধিতে পায় না।

এত ঐশ্বর্য্য—এত সৌন্দর্য্য তাহার, তবু সে কাঙ্গালিনীর মত বসিয়া থাকে। মনের দুঃখেই দিন কাটায়।

শশাঙ্কমোহনকে সে কতদিন কতরকম করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বুঝাইতে গেলে সে উল্‌টা বুঝে।

এক একসময় সুধার মনে হয়—দূর ছাই! ইহার চেয়ে

খারাপ হইতে পারিলেই বোধকরি সে সুখে থাকিত। অথচ সে-ধাতের মেয়ে সে নয়। ভাবিতে গেলেও সে শিহরিয়া ওঠে, সর্ব্ব দেহ মন তাহার ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় রি-রি করিতে থাকে। সে কথা ভাবিবার জন্যও নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হয়!

মেয়েদের নাকি নখ কাটিয়া আলতা পরিতে হয়।

বহুকাল পরে সুধা সেদিন বৈকালে গা ধুইয়া নখ কাটিয়া আল্‌তা পরিল।

আহারাদির পর শোবার ঘরে ঢুকিয়া শশাঙ্কমোহন দেখিলেন, সুধার পরণে লাল চওড়া-পাড় শাড়ী, মাথার চুল পরিপাটি করিয়া বাঁধা, পায়ে আল্‌তা, গায়ে এসেন্সের মিষ্টি গন্ধ।

অবাক্ হইয়া তিনি একদৃষ্টে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সুধা জিজ্ঞাসা করিল, 'দেখছ কি?'

'তোমার সাজসজ্জা।—কেন, এ-সব কেন?'

সুধা মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল। বলিল, 'তোমার জন্যে। তোমায় দেখাব ব'লে।'

শশাঙ্কমোহন মুখ ভারি করিয়া রহিলেন। কথাটা যেন তাঁহার বিশ্বাস হইল না।

সুধা বলিল, 'বিশ্বাস হ'লো না?'

শশাঙ্কমোহন ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, 'না।'

সুধা এইবার সত্যই রাগিল। আর কতক্ষণই বা না রাগিয়া থাকে!

বলিল, 'তবে তাই। তুমি যা ভেবেছ তাই। আর-কাউকে দেখাব।'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'দেখাতে পারে না।'

'নিশ্চয় পাব।'

'না, পাবে না।'

'একশ'বার পাব। আমার রূপ আমার দেহ—আমি দেখাব। দেখিয়েই আমার সুখ।'

রাগে শশাঙ্কমোহনের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন এবং বাহির হইতে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করিয়া হুক্ টানিয়া দিলেন।

সুধা কিয়ৎক্ষণ গুম হইয়া চুপ করিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর হাসিতে হাসিতে খোলা জানালার কাছে আসিয়া দেখিল, কোথা হইতে একটা তালা আনিয়া শশাঙ্কমোহন দরজাটা ভাল করিয়াই বন্ধ করিতেছেন।

সুধা বলিল, 'ও কি পাগ্‌লামি হচ্ছে তোমার? খোলো।'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'হুঁ, খুলি। খুলে ঘুমোই। ঘুমোলে তুমি উঠে যাও।'

এবার সুধা আর স্থির থাকিতে পারিল না। মুখে কোনও কথা না বলিয়া জানালার পাশে শক্ত দেওয়ালের গায়ে ঠাই ঠাই করিয়া মাথাটা তাহার এত জোরে-জোরে বার-কতক্ ঠুকিয়া দিল যে, কপালটা কাটিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ খানিকটা-কাঁচা রক্তের ধারা গল্ গল্ করিয়া তাহার কালো ভুরুর উপর দিয়া চোখের কোণ বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া বুকের কাপড়ের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল।

সুধা তবু সেখান হইতে নড়িল না, রক্তের ধারা যেমন গড়াইতেছিল তেমনি গড়াইতে লাগিল; দেখিল, স্বামী তাহার তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার দিকে ভুলিয়াও একবার ফিরিয়া তাকাইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

বেচারা সুধা!

কপালের রক্ত মুছিয়া অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল। প্রথম যখন বিবাহ হয়, ভাবিয়াছিল, তাহার মত সৌভাগ্যবতী আর

কে আছে ? এখনও তাহার সেই সবই রহিয়াছে, নাই শুধু তাহার প্রতি স্বামীর বিশ্বাস। অথচ সে নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক। স্বামীর মনেও সুখ নাই। এত বড় যে জমিদারের বাড়ী, এত যে দাসদাসী, তবু যেন সে নির্জ্জন কয়েকটি কক্ষের মধ্যে বন্দিনী হইয়া আছে! স্বামীই তাহাকে এ নির্ব্বাসনদণ্ড দিয়াছেন। কাহারও সেখানে প্রবেশের অধিকার নাই। তিনিও অনর্থক এই মিথ্যা সন্দেহের আগুনে দিবারাত্রি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন। জীবনে বহু নারীর সর্ব্বনাশ তিনি করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষে ভাল কেহই নয়। এবং আজ তিনি এমনি করিয়াই তাঁহার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। ইহাই তাঁহার জীবনের অভিশাপ! এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বুঝিতে পারে নাই। গভীর রাত্রে সহসা ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখে, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে এবং সেই চাঁদের আলো বারান্দা অতিক্রম করিয়া জানালার পথে ঘরে ঢুকিয়া তাহাদের শূন্য শয্যার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। আর উন্মাদ স্বামীটি তাহার দরজায় তালা বন্ধ করিয়া এই কার্ত্তিক মাসের হিমের রাত্রে বারান্দার উপর একাকী মাটিতে শুইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন।

*

*　　*

শশাঙ্কমোহনের হঠাৎ কি মনে হইল কে জানে। স্থির করিলেন, আবার তিনি কলিকাতায় যাইবেন। কলিকাতার বাড়ীতে মাত্র একজন চাকর বাস করিতেছিল। তখনও তিনি সে-বাড়ীর ভাড়া বহিতেছিলেন।

দিনকয়েক পরেই শ্যামপুকুরের বাড়ীখানি আবার তেমনি আগের মতই সরগরম হইয়া উঠিল। কলিকাতার চাকর-চাকরাণীকে বিশ্বাস নাই। দেশ হইতে এবার তিনি ঠাকুর চাকর সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

সুধা আজকাল কথা বলে খুব কম। দিবারাত্রি কেমন যেন ম্রিয়মান হইয়া বসিয়া থাকে ; তবে তাহার মুখখানি এত সুন্দর যে, ম্রিয়মান হইয়া থাকিলেও সহজে তাহা টের পাইবার উপায় নাই।

সেদিন সে অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে বলিল, 'মামীমাকে একবার দেখতে যাব ?'

শশাঙ্কমোহন ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'না।'

'কলকাতায় এলাম, একবার মামা-মামীকে দেখতেও পাব না? ওঁরা আমায় মানুষ করেছেন, দেখতে বড় ইচ্ছে করে।'

শশাঙ্কমোহন কি ভাবিলেন কে জানে, বলিলেন, 'আচ্ছা যাও, কিন্তু আজই আবার ফিরে আসতে হবে। রাত্রে সেখানে থাকা তোমার চলবে না।'

আবার সেই হীন সন্দেহ! সুধা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'থাক্, যাব না।'

শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া তাহার সত্যই হইল না। খবর পাইয়া গোবিন্দ এবং গোপালদা দু'জনেই আসিয়া সুধার সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিলেন, 'আমাদের ওখানে একবার যাবি না সুধা? তোর মামীমা তোকে একবার দেখবার জন্যে—'

সুধার চোখদুইটি তৎক্ষণাৎ জলে ভরিয়া আসিল। আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, 'দেখছ ত' মামা; বাড়ীতে লোকজন সবই রয়েছে তবু যে-কাজটি আমি নিজে না দেখব তা আর হয়ে উঠবে না। আমার কি আর মরবার ফুরসুৎ আছে মামা?—আচ্ছা, দেখি, যদি পারি ত' একদিন...'

গোপালদা বলিলেন, 'হাওয়াগাড়ী করে' গিয়ে একবার শুধু চোখের দেখা দিয়ে আবার না-হয় চলে আসবি না! তোর মামী

ত' মামী, তোকে দেখবার জন্যে পাড়ার মেয়েছেলে সবাই যেন ক্ষেপে উঠেছে।'

সুধা আর-একবার নীরবে শুধু চোখ মুছিল।

এখানে আসিয়াও শশাঙ্কমোহনের নিস্তার নাই! তাঁহার শুধু সেই এক চিন্তা, শুধু সেই এক সন্দেহ! সুধার দিকে আজ-কাল কেমন যেন তিনি একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকেন, আর ভাবেন রূপের জৌলুস দিনে দিনে যেন তাহার বাড়িয়াই চলিয়াছে অথচ তাঁহার নিজের সে শ্রী-সম্পদ এখন আর নাই।...

সুধার সাজসজ্জা ত' একরকম উঠিযাই গেছে। গয়নাগাটি কাপড়চোপড় যেমন তোলা আছে তেম্নি তোলাই থাকে। এক-একদিন নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া ইহার জন্য সে তাহার অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় আর কাঁদে।

কিন্তু এমন করিয়া বেশিদিন চলে না। সব দিক দিয়াই সব পথ যখন রুদ্ধ হইয়া যায়, বিধাতা তখন একটা না একটা নূতন পথ খুলিয়া দেন।

মাসখানেক কলিকাতায় বাস করিবার পর দেখা গেল, সুধার শরীর একটু একটু করিয়া খারাপ হইতেছে। রোজ বৈকালের

দিকে মুখ-চোখ তাহার জ্বালা করে, একটুখানি জ্বরের মত বোধ হয়, রাত্রে ঘাম হইতে থাকে, শরীরটা মনে হয় যেন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গেছে। অথচ এ অসুখের কথা সে কাহাকেও কিছু বলে না, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, অসুখ যদি হইবেই ত' বেশ ভাল করিয়াই হোক্, এরকম একটু একটু করিয়া হওয়ায় কোনও লাভ নাই।

কিন্তু অসুখ যে একটুখানি নয়, কিছুদিন পরেই তাহা টের পাওয়া গেল। পিঠের মেরুদণ্ডে অসম্ভব বেদনা লইয়া একদিন সন্ধ্যায় সে শয্যা গ্রহণ করিল।

শশাঙ্কমোহন দেখিয়া বলিলেন, ও কিছুই নয়, দিবারাত্রি বসিয়া বসিয়া দিন কাটাইলে এমন সকলেরই হইয়া থাকে।

সুধা বলিল, 'না গো না, আমি বুঝতে পেরেছি। আমি আর বেশিদিন তোমায় কষ্ট দেবো না। শুনেছি নাকি এ রোগে মানুষ বেশিদিন বাচে না।'

শশাঙ্কমোহন হাসিলেন। বলিলেন, 'রোগ আবার কি হ'লো তোমার? রোগের চিহ্ন ত' কিছু নেই!'

সুধাও হাসিল। ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসি! বলিল, 'হ্যাঁ, রোগ আমার হয়েছে। ভালই হয়েছে। আমি আসি। তুমি সুখে থাকো।'

মনের অবস্থা মানুষের কখন যে কিরকম থাকে কিছুই বলিবার

জো নাই। শশাঙ্কমোহন আদর করিয়া সুধাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'না লক্ষ্মীটি, অসুখ কেন হবে? ও যা হয়েছে দু'দিনেই সেরে যাবে দেখো।' বলিয়া আজ বহুদিন পরে একটি চুম্বনের আশায় শশাঙ্কমোহন তাঁহার মুখখানি সুধার মুখের কাছে আগাইয়া লইয়া গেলেন।

সুধা কিন্তু দু'হাত দিয়া মুখখানি তাঁহার ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল, 'না, থাক্। শুনেছি এ ছোঁয়াচে ব্যারাম। তুমি আমার কাছে আর—'

অতি কষ্টে এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটা ঢোঁক গিলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িতেই সে হাত দিয়া চোখ মুছিয়া স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল, মুখখানা অসম্ভব রকম গম্ভীর করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। মনে হইল, কথাটা তিনি বিশ্বাস করেন নাই। মুখখানি সরাইয়া দেওয়ার জন্য রাগ করিয়াছেন।

কিন্তু রাগ করিলেই বা আর কি হইবে? আর ক'টা দিনই বা সে আছে! বলিল, 'আজ ক'দিন থেকে যতবার কাশছি, মুখ দিয়ে আমার রক্ত উঠছে।'

আশ্চর্য্যের বিষয়, শশাঙ্কমোহন তাহা বিশ্বাস করিলেন না।

যাই হোক্, বিশ্বাস তিনি সেদিন না করুন, শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস তাঁহাকে একদিন করিতেই হইল।

সেদিন বৈকালে ঝির মুখে খবর পাইয়া নীচের বসিবার ঘর হইতে শশাঙ্কমোহন উপরে উঠিয়া গিয়া দেখিলেন—মাথার কাছে সাদা বালিস ও বিছানার চাদর রক্তে রাঙা হইয়া গেছে আর তাহারই উপর নির্জ্জীবের মত সুধা শুইয়া শুইয়া হাঁপাইতেছে। এতদিন পরে শশাঙ্কমোহনের সেই রাত্রির কথাটা মনে পড়িল— যে-রাত্রে মুখখানি সে তাহার ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছিল, এতদিন পরে আজ সে বিশ্বাস করিল যে সুধা সত্যই মরিতে বসিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ যক্ষা চিকিৎসার জন্য কলিকাতার সেরা চিকিৎসক রাম অধিকারীকে ডাকা হইল।

ডাক্তারবাবু আসিয়া রোগী দেখিয়া একটুখানি হতাশ হইয়া পড়িলেন। রোগী একেবারে শেষ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রোগীর কাছে কিছু না বলিয়া ডাক্তারবাবু শশাঙ্কমোহনকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া যাহা বলিলেন তাহা আশঙ্কাজনক। বলিলেন, 'জীবনের জন্য আর বৃথা চেষ্টা শশাঙ্কবাবু, তবে মরবার সময় স্ত্রী আপনার যাতে খুব বেশি কষ্ট না পান এখন মাত্র আমি সেই চেষ্টাই করতে পারি।'

শশাঙ্কমোহনের মুখখানি শুকাইয়া গেল। বলিলেন, 'তাহ'লে উপায় ?'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'এতদিন কি করছিলেন? রোগ ত' অনেকদিনের।'

শশাঙ্কমোহন বলিলেন, 'কিচ্ছু বুঝতে পারিনি।'

ডাক্তারবাবু কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিলেন। বলিলেন, 'বাঁচাবার চেষ্টার ত্রুটি কিছু হবে না, তবে আমার বিশ্বাস—কিছুই আমি করতে পারব না। আর কেউ পারবেন কিনা ঠিক জানি নে। আমায় বিশ্বাস না হয় অন্য-কাউকে একবার ডেকে দেখান।'

তাহার পর একে-একে অনেক ডাক্তারই আসিলেন। কেহ বা বলিলেন, বাঁচাইয়া দিবেন, কেহ বা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, কোনও ভয় নাই।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই রাম অধিকারীর কথাই ঠিক হইল। সুধাকে বাঁচাইতে কেহই পারিলেন না।

কিছুদিন হইতে শশাঙ্কমোহনের কেমন যেন স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সুধাকে বোধ হয় তিনি নিজেই মারিয়া ফেলিলেন। তাই এতদিন পরে তাঁহার অনুশোচনার আর অন্ত নাই। দিবা রাত্রি সুধার শিয়রের কাছে বসিয়া তাহার মুখখানির পানে

তাকাইয়া থাকেন আর বুকের ভিতরটা তাঁহার হু হু করিতে থাকে। সেই অনবদ্য সুন্দর অম্লান প্রফুল্ল পুষ্পের মত মুখখানি সুধার ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতেছে। মুখে কথা নাই! আয়ত দুইটি চক্ষুর স্থির দৃষ্টি শশাঙ্কমোহনের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া সুধা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে আর চোখের কোণ বাহিয়া তাহার দর্ দর্ করিয়া জল গড়ায়। সে জল হাত দিয়া তাড়াতাড়ি মুছিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত তাহার ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

শশাঙ্কমোহনেরও চক্ষু দুইটি সজল হইয়া আসে। শেষে এমন হয় যে, সুধা যখন আর নিশ্বাস টানিতে পারে না, পরিপূর্ণ বায়ু-মণ্ডলের মধ্য হইতে এতটুকু নির্ম্মল বায়ুর জন্য প্রাণান্তকর বেদনায় বিছানার উপর ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তখন আর সে নিদারুণ অসহ্য যন্ত্রণা তাঁহার চোখে দেখিতেও কষ্ট হয়, বিধাতার কাছে মনে মনে তাহার মৃত্যু প্রার্থনা করেন। অথচ জীবনে তাঁহার এই একটি বস্তু মিলিয়াছিল, যাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অনায়াসে জীবন-সমুদ্র তিনি পার হইয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু কেন পারিলেন না কে জানে!

সুধার অসামান্য রূপের জন্যই হোক্ কিম্বা তাঁহার নিজের বিগত জীবনের জঘন্য অভিজ্ঞতা এবং নারীর প্রতি অশ্রদ্ধার জন্যই হোক্, সুধাকে বারে বারে সন্দেহ করিবার কি যে পৈশাচিক

উন্মাদনা তাঁহাকে পাইয়া বসিল, তাহার হাত হইতে কোনো প্রকারেই নিজেকে তিনি আর মুক্ত করিতে পারিলেন না। আজ আর সে কথা তাঁহার মনেও নাই। আজ শুধু তাঁহার এই কথাই মনে হইতেছে যে, সুধা যদি সত্যই মরিয়া যায় ত' তিনি দাঁড়াইবেন কোথায়!.........অথচ আশ্চর্য্য, একথা তাঁহার আগে মনে হয় নাই।

*

* *

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই সুধার জ্ঞান ছিল না। কেমন যেন আচ্ছন্ন অভিভূতের মত সে তাহার কুঞ্চিত কৃষ্ণ অলকদাম দুগ্ধফেন-শুভ্র বিছানার উপর ছড়াইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়াছিল। শশাঙ্কমোহন এত যে ডাকিলেন, কাঁদিলেন, ত' সে একবার ভুলিয়াও সাড়া দিল না। রাত্রির শেষ প্রহরে একবার সে চোখ মেলিয়া চাহিল। চাহিল বোধকরি তাহার পৃথিবীটিকে একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্যই। সেই চাওয়াই তাহার শেষ চাওয়া, সেই দেখাই তাহার শেষ দেখা। অতিক্ষুদ্র সেই গৃহের আবেষ্টনীর মধ্যে পৃথিবীর যতটুকু দেখা যায়, ততটুকুই সে প্রাণ ভরিয়া দেখিল, শশাঙ্কমোহনের দিকেও একবার সে চাহিল, চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল গড়াইল কিন্তু কথা কহিল না। অভিমানিনী সুধা বোধকরি অভিমান করিয়াই চলিয়া গেল।

শশাঙ্কমোহন কাঁদিয়া আকুল হইলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকেই আবার শ্মশানে যাইবার জন্য চোখ মুছিয়া উঠিতে হইল।

গোবিন্দ আসিয়াছিলেন, গোপালদাও আসিয়াছিলেন। দাহ শেষ করিয়া সে সোনার প্রতিমাকে আগুনে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের পর হা-হুতাশ করিতে করিতে তাঁহার বাড়ী ফিরিয়াছেন।

সন্ধ্যায় বাড়ীখানি একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া আছে। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই।

যে-ঘরে সুধা মরিয়াছিল, তাহারই একটি জানালার ধারে মেঝের উপর একটা বিছানা পাতিয়া শশাঙ্কমোহন শুইয়াছিলেন। নিদারুণ এই দুঃখের দিনে পৃথিবীতে তাঁহার আজ এমন কেহ নাই যে তাঁহাকে একটুখানি সান্ত্বনা দিতে পারে। শুইয়া শুইয়া সেই কথাই তিনি ভাবিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন অভাগী সুধার কথা। আর একজনকে বাঁচাইতে আসিয়া হতভাগী নিজে মরিল। যাহাকে সে বাঁচাইতে আসিয়াছিল তাহাকেও ঠিক বাঁচাইতে সে পারে নাই। অপর্য্যাপ্ত রূপের ঐশ্বর্য্য দিয়া দু'দিনের জন্য বিধাতা তাহাকে কেন যে এখানে পাঠাইয়াছিলেন কে জানে।

এমন সময় মাথার চুলে কাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিতেই আচম্কা তিনি চমকিয়া উঠিয়া মুখ তুলিয়া তাকাইতেই দেখেন,